উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে জয়ের নায়ক বিধ্বংসী অভিষেক » ১২

এআই বিশ্ববিদ্যালয়

নির্বাচনি প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী মহারাষ্ট্রে তৈরি হতে চলেছে দেশের প্রথম এআই (কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা) বিশ্ববিদ্যালয়। এজন্য ২২ সদস্যের একটি দল গঠন করা হয়েছে। » ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
২৭°	১৪°	২৭°	১২°	২৭°	১২°	২৭°	১২°

ট্রাম্পের সঙ্গে বাণিজ্য-যুদ্ধে কানাডা » ৭

শিলিগুড়ি ২০ মাঘ ১৪৩১ সোমবার ৪.০০ টাকা 3 February 2025 Monday 12 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 255

জয় জয় দেবী...

উদযাপন।। কুয়ালা লামপুরে বিশ্বকাপ জেতার পর ভারতীয় অনূর্ধ্ব-১৯ মহিলা ক্রিকেটাররা (উপরে)। শিলিগুড়ি মহিলা মহাবিদ্যালয়ে সরস্বতীপুজো। রবিবার। ছবি : সূত্রধর

বসন্তপঞ্চমীর ভিড় টানল ঘরবন্দিদেরও

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ২ ফেব্রুয়ারি : ছুটির দিনে বাড়তি ঘুমের পরিকল্পনা ছিল অঙ্কিতার। কিন্তু তিথির ফোনে ব্যাঘাত ঘটল ঘুমের। ইচ্ছে না থাকলেও বিছানা ছাড়তে হল চটজলদি। কিন্তু পরবর্তী সময়ে সব অনিচ্ছা দূর হয়ে ফুরফুরে মেজাজে তিথির সঙ্গে চক্কর কাটল অঙ্কিতা। শুধু ওরা দুজন কেন, রবিবার পরিকল্পনার পরিবর্তন ঘটিয়ে অনেকেই বাড়ির বাইরে ছুটে বেড়িয়েছে শহরের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্তে। সরস্বতীপুজোর তিথি ওদের কাছে একটি বাড়তি দিন এনে দিয়েছে, বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা ও ঘুরে বেড়ানোর জন্য। বলতে গেলে বাঙালির ভ্যালেন্টাইন্স ডে এবার দু'দিন।

রবি না সোম, সরস্বতীপুজো কবে করা যায়, তা নিয়ে যেমন দোটানায় পড়েছিলেন গৃহকর্ত্রীরা, তেমনই বসন্তের হাওয়া গায়ে লাগানোর দিন নিয়ে দ্বিধায় ছিল নতুন প্রজন্মের অনেকেই। যেমন, শিলিগুড়ি কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্র তমালের যাবতীয় পরিকল্পনা ছিল সোমবারকেন্দ্রিক। কিন্তু সাতসকালে পাড়ার রাস্তায় সমবয়সিদের ভিড় দেখে নিজেকে আটকে রাখতে পারেননি। বাঙালির ভ্যালেন্টাইন্স লুক দিয়ে সোজা কলেজ মাঠে। তাঁর স্বীকারোক্তি, 'কী আর করব, সকলে বেরিয়েছে, তাই আমিও বেরিয়ে পড়লাম।'

বলতে গেলে রবিবার সকাল থেকে শহরজুড়ে ছিল সরস্বতীপুজো ভাইব। মেয়েদের পরনে শাড়ি, ছেলেরা যথারীতি বেছে নিয়েছে পাঞ্জাবি। সরস্বতীপুজোয় শিলিগুড়ির ডেস্টিনেশন হয়ে ওঠে কলেজ মাঠ। কিন্তু এদিন শুধু কলেজ মাঠ নয়, শিলিগুড়ি কমার্স কলেজের পুজো। সেখানেই শামিল হতে দেখা গেল শিলিগুড়ি কলেজের পড়ুয়াদেরও। এছাড়াও বিভিন্ন স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়ারাও ভিড় জমান এখানে। তবাই তারাপদ আদর্শ বিদ্যালয়ের একাদশ শ্রেণির ছাত্রী দিশা দে'র বক্তব্য, 'দিদির হাত ধরেই দু'বছর আগে সরস্বতীপুজোয় প্রথম কলেজে এসেছিলাম। এবার স্কুলের বন্ধুদের সঙ্গে এলাম।' রবিবার কলেজ মাঠের ভিড় দেখেই সোমবারের আন্দাজ পাওয়া যাচ্ছে কলেজ ছাত্রী দেবযানী পোদ্দারের। পরিস্থিতি বুঝতে পেরেছে পুলিশ-প্রশাসনও। তাই এদিনই কলেজ সংলগ্ন এলাকায় পুলিশ মোতায়েন হতে দেখা গিয়েছে।

ভাবনা বদল

- সরস্বতীপুজো নিয়ে দোটানায় পড়েছিলেন শহরের গৃহস্থরা
- বসন্তের হাওয়া গায়ে লাগানো নিয়ে দ্বিধা ছিল নতুন প্রজন্মেরও
- অনেকের পরিকল্পনা ছিল সোমবার পুজো প্যান্ডালে ঘুরে বেরোনোর
- রবিবারের ভিড় দেখে কেউ আর নিজেকে ঘরে আটকে রাখতে পারেননি

এদিন পুজো হওয়ায় নেতাজি গার্লস হাইস্কুল, শিলিগুড়ি নেতাজি হাইস্কুল, জগদীশ বিদ্যাপীঠ, তবাই তারাপদ আদর্শ বিদ্যালয়, শিলিগুড়ি দেশবন্ধু বিদ্যাপীঠ বালিকা বিদ্যালয়, মডেলা কেয়ারটেকার সেন্টার অ্যান্ড স্কুল সহ বিভিন্ন স্কুলেও ছিল ভিড়।

সোমবার যে বাড়তি উন্মদনা দেখা দেবে, তা এদিনের ভিড়েই স্পষ্ট হয়েছে। শুধু দিনের আলোয় নয়, সন্ধে থেকে রাত, সময়ের সঙ্গে বেড়েছে কালো মাথার সংখ্যা, পাড়ায় পাড়ায়। এমন ভিড়েই অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেছে সূর্যনগর মাঠে। দুই পক্ষের হাতাহাতিতে পরিস্থিতি তপ্ত হয়ে ওঠে। পুলিশ পৌঁছে অবশ্য মাঠ ফাঁকা করে দেয়।

পাড়ার মোড় এবং মাঠগুলিতেও ছিল বিক্ষিপ্ত ভিড়, জমজমাট আড্ডা। সূর্যনগর মাঠে তো এক তরুণের হাতে গোলাপ ফুল দেখা গেল। বাঙালির ভ্যালেন্টাইন্স ডে'তে কেউ দিয়েছে, নাকি কাউকে দেওয়ার জন্য অপেক্ষা, তা অবশ্য স্পষ্ট বোঝা যায়নি।

শিলিগুড়ি কলেজের পুজো সোমবার হলেও এদিন ছিল

ভোটের লক্ষ্য নেই বাজেটে, দাবি নির্মলার

নয়াদিল্লি, ২ ফেব্রুয়ারি : কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনের ভাষায়, 'এটা জনগণের জন্য, জনগণের দ্বারা, জনগণের বাজেট।' তবে বছরে ১২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয়ে যত সহজে প্রধানমন্ত্রীর সমর্থন পেয়েছেন তিনি, আধিকারিকদের বোঝাতে ততটাই সমস্যা লেগেছে। বাজেট পেশের পরদিন রবিবার এক সাক্ষাৎকারে নির্মলা বলেন, 'আধিকারিকদের সম্মতি পেতে কিছুটা সময় লেগেছে।'

বাজেটটি যে মধ্যবিত্তদের কথা ভেবেই, তা মানলেন তিনি। একইদিনে দিল্লি বিধানসভার নির্বাচনি প্রচারে নরেন্দ্র মোদি দাবি করলেন, কংগ্রেস জমানার চেয়ে বিজেপি সরকারের আমলে মধ্যবিত্তদের করের বোঝা কমেছে। তিনি বলেন, 'আপনারা নেহরুর সময় ১২ লক্ষ টাকা আয় করলে বেতনের ২৫ শতাংশ কর দিতে চলে যেত। ইন্দিরা গান্ধির আমলে তো ১২ লক্ষ টাকা আয় হলে ১০ লক্ষ টাকাই কর দিতে হত। এক দশক আগে কংগ্রেস সরকারের আমলে ১২ লক্ষ টাকা আয়ে করের পরিমাণ ছিল ২.৬ লক্ষ টাকা। বিজেপি ক্ষমতায় আসায় সেটা দিতে হবে না।'

সীতারামনের প্রায় সমস্ত কথায় ছিল মোদির বক্তব্যের সঙ্গে সংগতি। তাঁর কথায়, 'আমরা মধ্যবিত্তের চাহিদা অনুভব করেছি। তারা সততার সঙ্গে কর প্রদান করে। তবুও তাদের প্রয়োজনকে আমল দেওয়া হয় না বলে অভিযোগ ছিল। এতদিনে সরকার মধ্যবিত্তের দাবি পূরণ করতে পেরেছে।' করের বোঝা কমানোর আগে মোদির সঙ্গে তিনি আলোচনা করেছিলেন জানিয়ে অর্থমন্ত্রী বলেন, 'প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আমার বিস্তারিত মতবিনিময় হয়েছিল। মধ্যবিত্তের ওপর করের বোঝা কমাতে পদক্ষেপগুলি খতিয়ে দেখতে তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন। অর্থমন্ত্রক সেই মতো কাজ করেছে।'

মধ্যবিত্তের প্রতি নজরের পাশাপাশি বিহারে কয়েকটি প্রকল্পের উল্লেখ থাকায় মোদি সরকারের বিরুদ্ধে বাজেটে ভোটব্যাংকের রাজনীতির অভিযোগ তুলছে বিরোধী দলগুলি। সেই অভিযোগ খারিজ করে রবিবার নির্মলা বলেন, 'বিরোধীদের হাতে কোনও ইস্যু নেই বলে এই ধরনের ভিত্তিহীন অভিযোগ করছে। বাজেটের গুরুত্ব লঘু করার চেষ্টা চলছে। প্রত্যেকে তাদের প্রাপ্য পায়।'

টাকার দাম পড়ে যাওয়া নিয়ে তাঁর মূল্যায়ন, 'শুধু শক্তিশালী ডলারের অনুপাতে ভারতীয় মুদ্রার দাম কমেছে। অন্যান্য দেশের মুদ্রার বিপরীতে টাকা স্থিতিশীল রয়েছে।' অর্থমন্ত্রী বলেন, 'আমি উদ্বিগ্ন, তবে টাকা দুর্বল হচ্ছে- এমনটা মানি না।'

উত্তরবঙ্গের কিছু নির্বাচিত খবরের ভিডিও দেখতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন

মেয়রকে নিশানা বিরোধীদের

অনেক দাবি মানা হচ্ছে, বললেন গৌতম

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২ ফেব্রুয়ারি : টক টু মেয়র নিয়ে বিতর্ক পিছু ছাড়ছে না। এই কর্মসূচিকে মেয়র পাখির চোখ করে গুরুত্ব দিচ্ছেন বলে অভিযোগ তুলল বিরোধীরা। তাদের অভিযোগ, মেয়র সেখানে সমস্ত আধিকারিকদের নিয়ে বসেন। নিকাশিনালার মুখ বন্ধ থেকে বেআইনি নির্মাণ ভাঙা, ফোনে যে কোনও অভিযোগ পেলে সঙ্গে সঙ্গে 'অ্যাকশন'-এর দাওয়াই দেন। কিন্তু বোর্ড মিটিং হোক বা কাউন্সিলারদের জমা দেওয়া অভিযোগ, উন্নয়নের প্রস্তাব কিছুই গুরুত্ব পাচ্ছে না। তবে, সমস্ত অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে দাবি করেছেন মেয়র গৌতম দেব। তাঁর যুক্তি, 'সবার সব দাবি সবসময় মানা সম্ভব নয়। তবে, বিরোধীদের প্রচুর দাবি মেনে নিয়ে কাজ হয়েছে। আমাদের কাছে সমস্তটাই রেকর্ড রয়েছে। বিরোধী কাউন্সিলাররা এলে দেখিয়ে দেব।'

১০১ এপিসোড পার করেছে গৌতম দেবের টক টু মেয়র কর্মসূচি। প্রতি সপ্তাহে শনিবার এক ঘণ্টার অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ওয়ার্ডের মানুষ সমস্যা নিয়ে ফোন করেন। কোথাও পানীয় জল নেই, কোথাও রাস্তা ভাঙা, কোথাও আবার নিকাশিনালার মুখ বন্ধ। প্রায় প্রত্যেকেরই বক্তব্য, কাউন্সিলার কিছু করছেন না, আপনি দেখুন। পুরনিগমের বিভিন্ন বিভাগের আধিকারিকদের নিয়ে তাঁর কর্মসূচিতে এমন কথা শোনেন। ফোনে অভিযোগ পেয়ে তিনি আধিকারিকদের সমস্যা মেটানোর নির্দেশ দিচ্ছেন।

টক টু মেয়রে যে কাজ হচ্ছে, তা মানছেন বিরোধীরাও। তবে, তাঁদের অভিযোগ, গৌতম দেব এই কর্মসূচির মাধ্যমে নিজের কৃতিত্ব জাহির করছেন। তিনি কোনও মেয়র পারিষদ, কোনও কাউন্সিলার বোঝেন না। নিজেকে পুরনিগমের এক এবং অদ্বিতীয় মনে করছেন। তাই কৃতিত্ব ভাগ হওয়ার আশঙ্কায় শাসক, বিরোধী কোনও কাউন্সিলারের দেওয়া উন্নয়নের

তিন তোপ

- টক টু মেয়র কর্মসূচিতে অভিযোগ পেলে সঙ্গে সঙ্গে অ্যাকশন নেওয়া হয়
- বোর্ড মিটিংয়ে কাউন্সিলারদের অভিযোগের কোনও নিষ্পত্তি হয় না
- কাউন্সিলারদের দেওয়া অন্য উন্নয়ন প্রস্তাবেও গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে না

কাজ, অভাব, অভিযোগের সমাধান করতে তৎপর নন। পুরনিগমের কংগ্রেস কাউন্সিলার সুজয় ঘটকের অভিযোগ, 'মেয়রের এখন একটাই কাজ। শনিবার করে টক টু মেয়র কর্মসূচিতে বসে এটা হয়নি, ওটা পাচ্ছি না এসব শোনা। অথচ আমরা প্রচুর উন্নয়নের কাজ, এলাকার সমস্যার কথা মেয়রকে জানিয়েছি। ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের তিনটি বেআইনি নির্মাণ নিয়ে অভিযোগ জানিয়েছি। নোটিশ করেই হাত গুটিয়ে রয়েছে পুরনিগম। একটি বেআইনি নির্মাণও ভাঙা হয়নি। হয়তো টক টু মেয়রে ফোন করলে মেয়র ওই কাজটা করে দিতেন।' সুজয়ের আক্ষেপ, 'বর্তমান মেয়র কাউন্সিলারদের গুরুত্ব দেন না। তাই আর তাঁকে ইদানীং কোনও সমস্যার কথা জানাই না। গুরুত্ব না পেয়ে ইদানীং বোর্ডসভাতেও নিয়মিত যাই না।' গৌতমের পালটা, 'সুজয় তো বোর্ডসভাতেই আসেন না। তাহলে কাজ কীভাবে হবে?'

সিপিএম কাউন্সিলার মুন্সি নুরুল ইসলামের বক্তব্য, 'আমরা বারবার বোর্ডসভায় বলেছি যে টক টু মেয়র ছাড়া আর কোনও কিছুকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে না। মানুষের সমস্যা সমাধানের জন্য কাউন্সিলাররা বোর্ডসভায় তুলে ধরছেন। কিন্তু কাউন্সিলারদের বর্তমান বোর্ড গুরুত্ব দিচ্ছে না। বোর্ডসভাটা শুধু নিয়ম রক্ষার হয়ে দাঁড়িয়েছে। গৌতম দেবের নেতৃত্বাধীন বোর্ড কোনও প্রতিশ্রুতি পালন করতে পারেনি। তাই মানুষ বোর্ডের ওপর ক্ষুব্ধ হয়েই

এরপর দশের পাতায়

ফ্ল্যাট কিনে ফেলে রাখার প্রবণতা শহরে

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২ ফেব্রুয়ারি : সরকারিভাবে রাজ্যের দ্বিতীয় রাজধানী হিসেবে ঘোষণা করা হয়নি বটে। কিন্তু অনেকেই যে শিলিগুড়িকে রাজ্যের দ্বিতীয় রাজধানী হিসেবে স্বীকৃতি দিচ্ছেন তা পরিষ্কার। সৌজন্যে ফ্ল্যাট-সংস্কৃতি। তবে একটু অন্যধরনের। যাঁদের সাধ্য আছে, পারলে তাঁদের অনেকের মধ্যেই কলকাতায় ফ্ল্যাট কিনে ফেলে রাখার প্রবণতা রয়েছে। প্রয়োজন পড়লে কলকাতায় গিয়ে সেখানে থাকেন। প্রয়োজন ফুরোলে সেই ফ্ল্যাট তালাবন্দিই পড়ে থাকে। সেই একই প্রবণতা শিলিগুড়ির ক্ষেত্রেও দেখা যাচ্ছে। পাহাড়ের বাসিন্দাদের একাংশ শিলিগুড়িতে এমনই কাজ করছেন। সেখানকার উচ্চ ও মধ্যবিত্তের অনেকে শিলিগুড়িতে ফ্ল্যাট কিনে রাখছেন। মূলত শীতের সময়টায় এখানে এসে থাকার জন্য। পাহাড়ের এই বাসিন্দারা মূলত কমপ্লেক্সগুলিতে ফ্ল্যাটের খোঁজ করছেন। এভাবে শিলিগুড়িতে এসে ফ্ল্যাট খোঁজার ক্ষেত্রে আগে অসমের বাসিন্দারাই পুরোভাগে ছিলেন। সেই জায়গাটি এখন পাহাড়ের মানুষজন নিয়েছেন।

সিকিম হাসপাতালের চিকিৎসক পি শেরপার সঙ্গে কথা হচ্ছিল। ভানুনগরে তাঁর একটা ফ্ল্যাট রয়েছে। বছরের অন্য সময় এখানে আসেন? উত্তর এল, 'না'। শুধুমাত্র শীতের তিনমাস থাকার জন্যই এত টাকা খরচ? এব্যাপারে প্রশ্ন করতেই চিকিৎসকের ব্যাখ্যা, 'আমার বয়স্ক মা-বাবা রয়েছেন। ঠান্ডায় তাঁরা সিকিমে থাকতে পারবেন না। তাই আমি শিলিগুড়িতে ফ্ল্যাট কিনে রেখেছি। শীতের তিনমাস ওঁদের নিয়ে এসে এখানে রাখি।' শীতের মরশুমে পাহাড়ের মানুষ শহরে এসে ভাড়ায় থাকতেন। ফ্ল্যাট থাকলে তাঁদের অনেকটাই সুবিধা বলে কালিম্পংয়ের বাসিন্দা

এরপর দশের পাতায়

আওয়ামির বৈঠক কলকাতায়

ঢাকায় বইমেলার ডাস্টবিনে হাসিনার ছবি ঘিরে বিতর্ক

ঢাকা, ২ ফেব্রুয়ারি : 'ঘর ওয়াপসি'র প্রস্তুতি আওয়ামি লিগের। ২৬ মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবসে দেশে ফিরতে চান বিদেশে আশ্রয় নেওয়া লিগ নেতারা। শনিবার থেকে বাংলাদেশে লিফলেট বিলির মধ্যে দিয়ে দলের যে একাধিক কর্মসূচি শুরু হয়েছে, তা সেই পরিস্থিতি তৈরি করার লক্ষ্যেই। দেশের বাইরে কলকাতার ট্যাংরা এলাকায় গত মঙ্গলবার আওয়ামি লিগের ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক হয়েছে বলে বাংলাদেশের একটি প্রথম শ্রেণির দৈনিকে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। ওই সভাতেই দেশে সাংগঠনিক তৎপরতা জোরালো করার সিদ্ধান্ত হয়েছে।

বাংলাদেশের ওই দৈনিকটির খবর অনুযায়ী, ট্যাংরায় যে বাড়িতে বৈঠক হয়েছে, সেখানে হাসিনার দলের কেন্দ্রীয় সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া থাকেন। হাসিনা সরকারের পতনের পর এটিই ছিল দলের ওয়ার্কিং কমিটির প্রথম বৈঠক। আওয়ামি লিগের সভানেত্রী হাসিনাও টেলিফোনে ওই সভায় যুক্ত হন। ফেব্রুয়ারিজুড়ে বাংলাদেশে ঘোষিত কর্মসূচিগুলি যথাযথ বাস্তবায়নের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ওই বৈঠক থেকে।

জুলাই আন্দোলনে আহতদের পথ অবরোধ ঢাকার মীরপুরে। রবিবার।

ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে আশ্রয় নেওয়া আওয়ামি লিগের ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের সকলেই ওই বৈঠকে ভার্চুয়ালি যোগ দিয়েছিলেন। ভারতের নিরাপদ আশ্রয়ে আছেন স্বয়ং হাসিনাও। সেখান থেকে তিনি নিয়মিত বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনুসের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করছেন কখনও বিবৃতি দিয়ে, কখনও অডিও রেকর্ড ছড়িয়ে।

এখন ফেব্রুয়ারি মাসজুড়ে কর্মসূচি গ্রহণে স্পষ্ট, আওয়ামি লিগ লড়াই আরও জোরদার করতে চলেছে। ওই লড়াইয়ের মোকাবিলায় প্রস্তুত ইউনূস সরকারও। প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব কয়েকদিন আগে জানিয়ে দিয়েছিলেন, আওয়ামি লিগকে কোনও কর্মসূচি করতে দেবে না সরকার।

এরপর দশের পাতায়

উত্তরবঙ্গের কোথাও ফলের আকর্ষণে মুগ্ধ পর্যটক, কোথাও মৎস্য চাষ সমৃদ্ধ করছে এলাকার অর্থনীতিকে

স্ট্রবেরির টানে নতুন ডেস্টিনেশন পতিরাম

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২ ফেব্রুয়ারি : কাশ্মীর বেড়াতে গিয়ে একবার অন্তত আপেল বাগানে ঢুঁ মারেননি, এমন পর্যটকের সংখ্যা হাতে গোনা। বাগানে পা রেখে গাছ থেকে রঙিন আপেল ছিঁড়ে খাওয়ার অনুভূতি আলাদা, ব্যক্ত করতে গিয়ে অনেকেই নস্টালজিক হয়ে পড়েন। যেমন শীতের মরশুমে কমলার টানে ছুটে আসেন পর্যটকরা সিটংয়ে। তবে পাহাড়ে ছুটে যাওয়ার পরিবর্তে যদি সমতলেই রসে টইটুম্বর ফল মুখে পুড়ে নেওয়া যায়? এমন প্রশ্নে অনেকেরই আঙুল মাথার চুলে চলে যেতে বাধ্য। কিন্তু স্বপ্ন নয়, বাস্তবে এমন দিশা দেখাচ্ছে শিলিগুড়ির মাটিগাড়া-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের পতিরামজোত। এখানেই মিলছে স্ট্রবেরি বাগানে ঢুকে গাছ থেকে লাল টসটসে ফলটি মুখে পুড়ে নেওয়ার সুযোগ। ইচ্ছে হলে থাকছে পরিজনদের জন্য বাড়ি নিয়ে যাওয়ার সুযোগ। যে কারণেই এখন ভিড় জমছে প্রচুর মানুষের। পরিরামজোত হয়ে উঠছে পর্যটনের নতুন ডেস্টিনেশন।

শিলিগুড়ির পতিরামজোতের স্ট্রবেরি বাগানে।

শর্ট টাইম ট্যুরে কোথায় যাওয়া যায়, ভাবতে হয় অনেককেই। বেঙ্গল সাফারি বা গজলডোবা এখন অনেকের কাছেই পুরোনো হয়ে গিয়েছে। তাঁদের চোখের খোঁজ থাকে নতুন পর্যটনকেন্দ্রে। এক্ষেত্রে স্ট্রবেরি গ্রাম হয়ে ওঠা পতিরাম হতে পারে বেড়াবার আদর্শ জায়গা। যে কারণে প্রায় প্রতিদিনই এখানে পর্যটকের ভিড় বাড়ছে। রবিবার সরস্বতীপুজোর প্রথমদিন তো অসংখ্য মোটরবাইক এবং চার চাকার গাড়ির চাকা থমকেছে এই গ্রামটিতে। গাড়ি থেকে নেমে প্রত্যেকেই সটান বাগানের ভিতর ঢুকে পড়েছেন। লাল টুকটুক ফল গাছে দেখে সকলেরই চোখে বিস্ময়। আত্মহারা হয়ে অনেকেই এদিক-ওদিক ছুটে বেড়ালেন। বাগানের সামনে থাকা স্ট্রবেরি জুসের দোকানের ভিড়টাও রীতিমতো জমাট বাঁধা।

স্ত্রী ও মেয়েকে নিয়ে স্ট্রবেরি গ্রামে এদিন পৌঁছান শালুগাড়ার বাসিন্দা রতন আগরওয়াল। রতনের ছোট্ট মেয়ে শালিনী চোখের সামনে এত স্ট্রবেরি দেখে আপ্লুত। তার বায়নায়, 'স্ট্রবেরি চাই-ই চাই'। এমন আবদার কানে যেতেই বাগানে কর্মরত এক কর্মী বললেন, 'তোমার যেটা খুশি নাও।' এমন অনুমতি পেতেই শালিনী একটি স্ট্রবেরি ছিঁড়ে মুখে পুরে নিল। তখন তার চোখে বিস্ময়ের ঘোর। রতন বললেন, 'কীভাবে স্ট্রবেরি চাষ হয়, তা জানতেই বাচ্চাকে নিয়ে এখানে আসা। কিন্তু এসে দেখলাম, সময় কাটানোর একটা ভালো জায়গা। এটা পর্যটন এলাকা হওয়া উচিত।' বাগানের সামনে স্ট্রবেরি জুস বিক্রি করা অরিন্দম সরকারের কথায়, 'ছুটির দিনগুলিতে অনেক মানুষ আসেন। বিধাননগর, ইসলামপুর থেকেও অনেকে আসছেন। ৮০০ টাকা কেজি দরে স্ট্রবেরি কিনতে তেমন কেউ কার্পণ্য করছেন না।'

এরপর দশের পাতায়

বক্সার বাহারি মাছ বিদেশে

অসীম দত্ত

আলিপুরদুয়ার, ২ ফেব্রুয়ারি : আলিপুরদুয়ার জেলার বক্সা ব্রিটিশ, ব্লু-ব্রিটিশ, রেড-ব্রিটিশে মন মজেছে ইউরোপ, আমেরিকার বিভিন্ন দেশের।

কিন্তু এসব আদতে কী? বক্সা ব্রিটিশ বা ব্লু-ব্রিটিশ হল অর্নামেন্টাল ফিশ। সোজা বাংলায় অ্যাকোয়ারিয়ামে রাখার মতো বাহারি মাছ। এমন সব মাছ মিলছে ডুয়ার্স তথা আলিপুরদুয়ার জেলার বিভিন্ন খাল-বিল থেকে। আর এখন কলকাতা হয়ে বিদেশের বাজারে চড়া দামে বিক্রি হচ্ছে বক্সা ব্রিটিশরা। জেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে ধরা এই মাছ আমেরিকা, ইউরোপ সহ আরও অনেক দেশের বিত্তবানদের অ্যাকোয়ারিয়ামের শোভা বর্ধন করছে। এই পেশার সঙ্গে যুক্ত

চলছে মাছ ধরা। আলিপুরদুয়ারে। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

হয়ে বিনা পুঁজিতেও মোটা টাকা আয় করছেন কয়েকজন। খালবিল থেকে এই মাছ সংগ্রহ করে বিকল্প কর্মসংস্থানের দিশা খুঁজে পেয়েছেন জেলার কয়েকজন আদিবাসী তরুণ।

এই মাছগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি চাহিদা রয়েছে বক্সা ব্রিটিশ, ব্লু-ব্রিটিশ এবং রেড-ব্রিটিশের। বক্সা ব্রিটিশ মাছটি সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায় বক্সা টাইগার রিজার্ভ সংলগ্ন বিভিন্ন খাল-বিলগুলোতে। অন্যদিকে, রেড-ব্রিটিশ এবং ব্লু-ব্রিটিশের দেখা মেলে ডুয়ার্সের প্রায় সর্বত্রই।

এরপর দশের পাতায়

বুনোদের হেনস্থা, চিন্তিত বন দপ্তর

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ২ ফেব্রুয়ারি : কেউ আর্থমুভার নিয়ে তেড়ে যাচ্ছে হাতির দিকে। কেউ হাতির লেজ ধরে টানছে। গত ২৪ ঘণ্টায় হোয়াটসঅ্যাপ, ফেসবুকে এমন ভিডিও তো ভাইরাল হয়ে গিয়েছে। লোকালয়ে ঢুকে পড়া একটি হাতিকে ঘিরে এমন উন্মত্ত আচরণ করেছে মানুষ। ঘটনাটি ঘটেছে ডামডিমে। ডুয়ার্সের ডামডিম থেকে শুরু করে, ফালাকাটা শহর বা জয়গাঁ, লোকালয়ে হাতি চলে আসার পর তা নিয়ে স্থানীয়দের মধ্যে যে 'অতিরিক্ত উৎসাহ' দেখা যাচ্ছে, তা চিন্তা বাড়াচ্ছে বনকর্তাদের।

মামলা করে বা ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতার ১৬৩ নম্বর ধারা জারি করেও কোনও লাভ হচ্ছে না। এই ক্ষেত্রে একমাত্র গণসচেতনতা বাড়ানোই প্রতিকারের উপায় হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। অথচ, সচেতনতামূলক প্রচারও তো দীর্ঘদিন ধরেই চালিয়ে আসছে বন দপ্তর। বনকর্তা থেকে শুরু করে বন্যপ্রাণী বিশেষজ্ঞ, সকলেই বলছেন, লোকালয়ে ঢুকলে যে বুনোদের উত্ত্যক্ত করা যাবে না, এই বোধ তৈরি করতে গেলে শুধু দপ্তর বা স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন নয়, স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদেরও এগিয়ে আসতে হবে।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এমনিতেই লোকালয়ে ঢোকার পর ঘাবড়ে যায় বুনো। তার উপর মানুষের এহেন আচরণে সেগুলি জখম হতে পারে, বিরক্ত হয়ে পাল্টা তেড়ে যেতে পারে। তখন কোনও অঘটন ঘটে গেলে তার দায় কে নেবে? শনিবার ডামডিমের ঘটনায় পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে কয়েকজনের বিরুদ্ধে। সেই আর্থমুভারচালককে খুঁজে বের করে তার বিরুদ্ধে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইনের ধারায় নির্দিষ্ট মামলা দায়ের করা হচ্ছে। রাজ্য বন্যপ্রাণ বোর্ডের সদস্য ও বন্যপ্রাণী বিশেষজ্ঞ জয়দীপ কুণ্ডুর কথায়, 'আসলে লোকালয়ে বুনো ঢুকলে মানুষ সেই বন্যপ্রাণীকে উত্ত্যক্ত করে মজা পায়। কিন্তু এই মজাই একদিন বুমেরাং হয়ে বড় কোনও বিপদ ঘটাতে পারে।'

এর আগে জয়গাঁয় যখন হাতি ঢুকেছিল, তখনও লোকজন হাতি দেখতে রাস্তায় নেমেছিল। এভাবে ভিড় করলে তখন বুনোকে জঙ্গলে ফেরত পাঠাতে পাশাপাশি সেই ভিড় ম্যানেজ করাটাও প্রশাসনের পক্ষে একটা বড় চাপ হয়ে দাঁড়ায়। জলপাইগুড়ির এসপি খান্ডবাহালে উমেশ গণপত জানান, যেভাবে কাতারে কাতারে এলাকাবাসী জড়ো হয়ে হাতিকে উত্ত্যক্ত করছিল, তাতে পরিস্থিতি সামাল দিতেও সমস্যা হচ্ছিল।

সচেতনতা বাড়াতে বন দপ্তর কোনও পদক্ষেপ করলে জেলা প্রশাসন সহায়তা করবে, আশ্বাস দিয়েছেন জলপাইগুড়ির জেলা শাসক শামা পারভিন। জনপ্রতিনিধিদের যে এগিয়ে আসার ব্যাপারে জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ মহুয়া গোপের কথা, 'বিভিন্ন সরকারি কাজে আমরা জনপ্রতিনিধি হিসেবে সহযোগিতা করে আসছি। মানুষ ও বন্যপ্রাণীর সংঘাত এড়াতে, মানুষকে বোঝাতে আমরা সহযোগিতা করব।'

শনিবার দাঁতালটিকে যেভাবে স্থানীয় মানুষ উত্ত্যক্ত করে অত্যাচার করছিল, সেই ভিডিও দেখে অন্যান্য এলাকার মানুষ শিহরিত হয়ে উঠেছেন। এমনকি পোড়খাওয়া বনাধিকারিকরাও যেন বিষয়টি 'হজম' করতে পারছেন না। বন্যপ্রাণ বিভাগের উত্তরবঙ্গের মুখ্য বনপাল ভাস্কর জেভি বলেন, 'এইভাবে মানুষ হাতিটিকে উত্ত্যক্ত করবে ভাবতেই পারিনি। আমরা লোকালয়ে সচেতনতা শিবির করে থাকি ঠিকই। কিন্তু এলাকাবাসীকে বুঝতে হবে। মানুষ যদি নিজেরা উপলব্ধি না করেন, তাহলে আগামীদিনে পরিস্থিতি মোকাবিলা আরও চ্যালেঞ্জিং হবে।'

শেষ হল 'চরকায়তন'

নিউজ ব্যুরো, ২ ফেব্রুয়ারি : শেষ হল রাষ্ট্রীয় আয়ুর্বেদ বিদ্যাপীঠ, আয়ুষমন্ত্রকের অধীনে ছয়দিনের আবাসিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি 'চরকায়তন'। আয়ুর্বেদ শিক্ষক, আয়ুর্বেদের স্নাতকোত্তর এবং স্নাতক পড়ুয়ারা এবং জলপাইগুড়ি আয়ুর্বেদ কলেজের তত্ত্বাবধানে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। সমাপ্তি অনুষ্ঠানে, প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পতঞ্জলি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আচার্য বালকৃষ্ণ। তিনি শিক্ষার্থীদের এই কর্মসূচির পেছনে আসলে কী উদ্দেশ্য সেটি তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রখ্যাত আয়ুর্বেদ চিকিৎসক বৈদ্য (প্রফেসর) এসকে খণ্ডেল পদ্মশ্রী ও পদ্মবিভূষণ বৈদ্য দেবেন্দ্র ত্রিগুণা প্রমুখ।

রোগীর পরিবারকে স্যালাইন, ইনজেকশন কিনতে বলছে কর্তৃপক্ষ

ওষুধ সমস্যা সরকারি হাসপাতালে

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২ ফেব্রুয়ারি : পশ্চিমবঙ্গ ফার্মাসিউটিক্যালের দোসর যেন ফার্ম ইমপেক্স ল্যাবরেটরি। নতুন করে এই সংস্থাটির সমস্ত ওষুধে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে রাজ্য সরকার। ফলে ফের স্যালাইন, ওষুধ, ইনজেকশন নিয়ে সমস্যায় জেলার হাসপাতালগুলি। মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল থেকে শুরু করে জেলা, মহকুমা ও ব্লক স্তরে একই সমস্যা তৈরি হয়েছে। খুব প্রয়োজনীয় ওষুধ ছাড়া বাকি ওষুধের আকাল সর্বত্রই। যার জন্য অনেক ক্ষেত্রেই রোগীর পরিজনকে বাইরে থেকে ওষুধ কেনার কথা বলছেন হাসপাতালের চিকিৎসকরা। যা নিয়ে রোগীদের মধ্যেও ক্ষোভ তৈরি হচ্ছে। সরকারি হাসপাতালে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে চিকিৎসা হওয়ার কথা থাকলেও, কেন বাইরে থেকে ওষুধ কিনতে হবে, সেই প্রশ্ন তুলছেন সাধারণ মানুষ। জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের সুপার ডাঃ কল্যাণ খান বলেছেন, 'ওষুধ নিয়ে কিছু সমস্যা হচ্ছে। ১৭টি প্রয়োজনীয় ওষুধ, ইনজেকশন, স্যালাইনের সবগুলি স্থানীয়ভাবে পাওয়া যাচ্ছে না। বাধ্য হয়েই কিছু ক্ষেত্রে রোগীকে কিনতে বলা হচ্ছে।' উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের সুপার ডাঃ সঞ্জয় মল্লিকের আশা, 'দু'তিনদিনের মধ্যেই স্বাস্থ্য দপ্তর কোনও সংস্থার সঙ্গে চুক্তি করে সেন্ট্রাল মেডিকেল স্টোরের (সিএমএস) মাধ্যমে সমস্ত ওষুধ, স্যালাইনের সরবরাহ করবে।'

পশ্চিমবঙ্গ ফার্মাসিউটিক্যালের তৈরি স্যালাইনে মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে প্রসূতি মৃত্যুর ঘটনা নিয়ে প্রচুর হইচই হয়। এখনও তার রেশ রয়েছে। এর পরেই গত ১৪ জানুয়ারি রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর ওই সংস্থার

> ১৭টি প্রয়োজনীয় ওষুধ, ইনজেকশন, স্যালাইনের সবগুলি পাওয়া যাচ্ছে না। বাধ্য হয়েই কিছু ক্ষেত্রে রোগীকে কিনতে বলা হচ্ছে।
>
> **ডাঃ কল্যাণ খান** *সুপার, জলপাইগুড়ি মেডিকেল*

তৈরি ১৭টি চিকিৎসা-পণ্য নিষিদ্ধ করে। সেই সময়ও প্রতিটি জেলাতেই হাসপাতালগুলি চিকিৎসা পরিষেবা দিতে সমস্যায় পড়েছিল। কেন না, সরকারিভাবে বেঁধে দেওয়া দরে ন্যায্য মূল্যের ওষুধের দোকান চিকিৎসা-পণ্য দিতে পারেনি। স্থানীয়ভাবে কিছুটা 'ম্যানেজ' করে মেডিকেল থেকে জেলার হাসপাতাল চালিয়েছেন চিকিৎসকরা।

পরে এই ১৭টি চিকিৎসা-পণ্যের জন্য ফার্ম ইমপেক্সকে নিয়োগ করা হয়। স্টোর ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেমের (এসএমআইএস) মাধ্যমে রাজ্যের সমস্ত হাসপাতালকে ওই সংস্থার তৈরি স্যালাইন, ওষুধ, দেওয়া হয়েছিল। পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হচ্ছিল। এরই মধ্যে ফের বিপত্তি। গত সপ্তাহে বারুইপুর ফার্ম ইমপেক্স ল্যাবরেটরিতে হানা দিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য ড্রাগ কন্ট্রোলের আধিকারিকরা। সেখানে প্রচুর ত্রুটি পাওয়া যায়। এর পরেই আগাম সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে ৩১ জানুয়ারি রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর ফার্ম ইমপেক্সের ১৭টি পণ্যই ব্যবহার নিষিদ্ধ করে। আপাতত স্থানীয়ভাবে প্রয়োজনীয় ওষুধ, ইনজেকশন, স্যালাইন কিনে নিতে বলা হয়েছে। কিন্তু একাধিক জেলার স্বাস্থ্য আধিকারিক জানিয়েছেন, হাসপাতালে বিনামূল্যে পাওয়া যায় বলে ওই সমস্ত স্যালাইন, ওষুধ, ইনজেকশন বাইরের দোকানগুলি সচরাচর রাখে না। আবার সরকারিভাবে বেঁধে দেওয়া দামের বাইরে কেনাও যাচ্ছে না। ফলে চাইলেই সমস্ত ওষুধ, ইনজেকশন সহ অন্য সামগ্রী স্থানীয় স্তরে পাওয়া যাচ্ছে না। সমস্যা যে হচ্ছে সেটা স্পষ্ট দার্জিলিংয়ের মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ তুলসী প্রামাণিকের কথায়। তিনি বলেন, 'স্থানীয়ভাবে কিছু কিনেছি। তবে, কেউই বাকিতে কিছু দিতে রাজি নন, সমস্যা এখানেই।'

লালঝামেলা বস্তিতে পর্যটন কেন্দ্রের দাবি

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ২ ফেব্রুয়ারি : খ্যাতি বিরাট। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এখানে নয়নজুড়োনো। কিন্তু আজও পর্যটনবান্ধব পরিকাঠামো গড়ে ওঠেনি ডুয়ার্স খ্যাত 'ডে ভিজিটিং সাইট' লালঝামেলা বস্তিতে। পিকনিক স্পটের জন্যও ভুটান লাগোয়া ওই এলাকাটির পরিচিতি গোটা উত্তরবঙ্গজুড়েই।

স্থানীয়রা জানাচ্ছেন, লালঝামেলাতে সারা বছর ধরেই পর্যটকদের আনাগোনা লেগেই থাকে। ২৫ ডিসেম্বর থেকে শুরু হয়ে গোটা জানুয়ারি মাস পর্যন্ত নামে পিকনিকের ঢল। তবে নদীতে নামার সিঁড়ি, আবর্জনা ফেলার আলাদা স্থান, পরিস্রুত পানীয় জলের বন্দোবস্ত না হওয়ার কারণে অনেকেই বিপাকে পড়েন। নাগরাকাটা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সঞ্জয় কুজুর বলেন, 'লালঝামেলা বস্তি এলাকার গর্ব। স্থানটির উন্নয়নে কিছু কাজ আগে হয়েছে। তবে আরও যে দরকার তা নিয়ে কোনও সংশয় নেই। এব্যাপারে বেশ কিছু পরিকল্পনা রয়েছে।' লালঝামেলা বস্তির বিশেষত্ব হল, এখানে শুধু ডায়না নদীই নয়, রয়েছে ঢিল ছোড়া দূরত্বে ভুটান সীমান্ত। সঙ্গে পাহাড়ও। দু'দণ্ড দাঁড়িয়ে থাকলেই মন ভালো হয়ে যায় যে কোনও আগন্তুকের। যে কারণে শয়ে-শয়ে মানুষ ছুটে আসেন সেখানে। কলকাতা থেকে সপরিবারে ডুয়ার্স বেড়াতে এসেছিলেন প্রসেনজিৎ ধর। তিনি বলেন, 'অসাধারণ এই স্থানটির কথা আরও বেশি করে প্রচারের আলোয় আসা দরকার বলে মনে করি। প্রয়োজন রয়েছে নদীবক্ষে নামার সিঁড়ি, পানীয় জলের বন্দোবস্তের।' কোচবিহারের সোনাপুর থেকে আসা শর্মিষ্ঠা পাল নামে এক মহিলার কথায়, 'লালঝামেলার নাম আগে শুনেছিলাম। তবে স্থানটি যে এত সুন্দর না এলে অজানাই থাকত।' দিনহাটার মনোজিৎ বর্মন নামে এক তরুণ বন্ধুদের সঙ্গে পিকনিক করতে এসেছেন। তাঁর কথায়, 'সব কিছুই ভালো। ওপর

ডায়না নদীর ধারে লালঝামেলা বস্তি। -ফাইল চিত্র

থেকে নদীবক্ষে নামা-ওঠার কাজটি খুব শ্রমসাধ্য। বয়স্কদের অসুবিধে হবে। সিঁড়ি দরকার।' এলাকার গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য বিজয় ছেত্রী বলেন, 'সমস্যার কথা ওপরমহলে জানানো হয়েছে। পর্যটকদের যাতে কোনও অসুবিধে না হয় এলাকার বাসিন্দারা সেব্যাপারে সবসময়েই নজর রেখে চলেন।' স্থানীয় বাসিন্দা দীপক ছেত্রীর কথায়, 'আই লাভ লালঝামেলা নামে একটি ফলক

> লালঝামেলা বস্তি এলাকার গর্ব। স্থানটির উন্নয়নে আরও কাজ দরকার। কিছু পরিকল্পনা আছে।
>
> **সঞ্জয় কুজুর** *সভাপতি, নাগরাকাটা পঞ্চায়েত সমিতি*

গ্রামবাসীরাই মিলিত উদ্যোগে তৈরি করেছেন। প্রশাসনিক সহযোগিতা পেলে লালঝামেলাতে পর্যটক সংখ্যা আরও বাড়বে বলেই মনে করি।'

পর্যটনকেন্দ্র হিসেবে পরিচিতি গড়ে উঠলেও লালঝামেলা বস্তিতে থাকার কোনও জায়গা নেই। কয়েক বছর আগে দুটি হোমস্টে তৈরি হয়েছিল। সেগুলি বর্তমানে বন্ধ। এখানে থেকেও যাতে পর্যটকরা সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারেন এমন ব্যবস্থা তৈরির দাবিও ক্রমশ জোরালো হচ্ছে।

আজ টিভিতে

সরস্বতীপুজোয় বিশেষ মেনু টক পোস্ত তৈরি শেখাবেন বাসবদত্তা চ্যাটার্জি। **রাঁধুনি দুপুর ১.৩০ আকাশ আট**

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৭.০০ অগ্নিপরীক্ষা, ১০.০০ আদরের বোন, দুপুর ১.০০ সূর্য, বিকেল ৪.০০ কেঁচো খুঁড়তে কেউটে, সন্ধে ৭.৩০ সঙ্গী, রাত ১০.৩০ ভিলেন, ১.০০ অটোগ্রাফ

জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ অগ্নি, বিকেল ৪.৪০ লভ স্টোরি, সন্ধে ৭.২৫ কেলোর কীর্তি, রাত ১০.২০ বলো না তুমি আমার

জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.৩০ তোর নাম, দুপুর ৩.০০ সত্যম শিবম সুন্দরম, বিকেল ৫.০০ সিঁদুর নিয়ে খেলা, রাত ৯.৩০ প্রতিশোধ, ১২.১০ অর্জুন-দ্য সুপার কপ

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ শুন বরনারী

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ প্রণমি তোমায়

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ অহংকার

জি সিনেমা : দুপুর ১২.০২ গীতা গোবিন্দম, ২.৪৮ কুগল কুটাপ্পা, বিকেল ৫.১৪ ব্রুস লি-দ্য ফাইটার, রাত ১০.৩৪ বেদা

সোনি ম্যাক্স : বেলা ১১.৪৫ আজহার, বিকেল ৪.৪৫ অব তক ছপ্পন-টু, সন্ধে ৭.০০ সুরমা, রাত ৯.৩০ ম্যায় হুঁ লকি-দ্য রেসার

এমএনএক্স : দুপুর ১২.৪২ আ কিওর ফর ওয়েলনেস, ২.৫৮ হট হাব টাইম মেশিন-টু, বিকেল ৪.৩০ রকি-ফোর, সন্ধে ৬.০১ দ্য পিংক প্যান্থার-টু, রাত ৯.০০ শাটার, ১০.২৬ দ্য রিক্রুট

মুভিজ নাউ : দুপুর ১.০৩ ইভিল ডেড, বিকেল ৩.৪৬ জুমানজি-দ্য নেক্সট লেভেল, ৫.৪৫ দ্য নিউ মিউট্যান্টস, সন্ধে ৭.১৩ আইস এজ-কলিশন কোর্স, রাত ৮.৪৫ স্পাইডারম্যান-থ্রি, ১১.০৪ রেডি অর নট

প্রতিশোধ রাত ৯.৩০ জি বাংলা সিনেমা

কোয়লা বিকেল ৪.৫২ **অ্যান্ড পিকচার্স**

হট হাব টাইম মেশিন-টু দুপুর ২.৫৮ **এমএনএক্স**

শ্রীলঙ্কা-লেপার্ডস অফ ইয়ালা, বিকেল ৫.৩৮ **অ্যানিমাল প্ল্যানেট**

রিজিওনাল ক্যানসার সেন্টারের পরিকাঠামো উন্নয়নের দাবি

জমিজট কাটার অপেক্ষা

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ২ ফেব্রুয়ারি : স্থানীয় স্তরেই ক্যানসার চিকিৎসাকে সহজলভ্য করার ঘোষণা করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। এবারের কেন্দ্রীয় বাজেটে দেশের সব জেলা হাসপাতালেই ক্যানসার চিকিৎসা পরিষেবা চালুর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু সরকারি উদাসীনতাতেই বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে কোচবিহারের রিজিওনাল ক্যানসার সেন্টার। শাসকদলের নেতাদের অভ্যন্তরীণ কোন্দল পরিকাঠামোকে আরও খারাপ করে দিয়েছে। নতুন উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। এমন অবস্থায় দেশের প্রতি জেলায় ক্যানসার চিকিৎসা পরিষেবা চালুর ঘোষণা ও জেলার এই চিকিৎসাকেন্দ্রের অবস্থা দুটি ভিন্ন ছবি তুলে ধরছে।

জেলায় ধুঁকতে থাকা ক্যানসার চিকিৎসাকেন্দ্রটিকে নিয়ে নতুন করে স্বপ্ন দেখেছিল কর্তৃপক্ষ। একটি বেসরকারি সংস্থার সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়ে ক্যানসার চিকিৎসার সমস্ত পরিষেবাকে একটি ছাদের নীচে আনার উদ্যোগও নেওয়া হয়। পরিকাঠামোর উন্নয়নে ওই বেসরকারি সংস্থাটি ৩৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করে। কিন্তু শেষপর্যন্ত রিজিওনাল ক্যানসার সেন্টার ট্রাস্টের সম্পাদক তথা উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ ও কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষের সংঘাতে সেই কাজ থমকে রয়েছে বলে অভিযোগ। উদয়নের বক্তব্য, 'বেসরকারি সংস্থার সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়ে পরিষেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে কিছু সমস্যা তৈরি হয়েছে। সমস্যা মেটানোর চেষ্টা চলছে। রবিবাবুর সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে কথাও বলেছি।'

অপরদিকে রবির দাবি, 'ক্যানসার সেন্টারের পুরো জমিটিই পুরসভার। পুরসভার জায়গা কোনও বেসরকারি সংস্থাকে দেওয়া যায় না।'

পরিকাঠামোর অভাবে এভাবেই ধুঁকছে রিজিওনাল ক্যানসার সেন্টার। কোচবিহার। ছবি : জয়দেব দাস

পরিষেবা তলানিতে

- ১৯৮৯ সালে কোচবিহারের বিনপট্টি এলাকায় তৈরি হয় কেন্দ্রটি
- ২০টি বেডে ক্যানসারের পরিষেবা দেওয়া হয়
- চিকিৎসক-কর্মী মিলিয়ে ৩১ জন কাজ করছেন
- এমআরআই, সিটি স্ক্যান প্রভৃতি মেশিন নেই
- পরিকাঠামোর উন্নতিতে নতুন পদক্ষেপ করা হচ্ছে না

১৯৮৯ সালে কোচবিহারের বিনপট্টি এলাকায় তৎকালীন মন্ত্রী কমল গুহর উদ্যোগে এই ক্যানসার সেন্টার গড়ে ওঠে। সরকারি সহায়তায় সংশ্লিষ্ট ট্রাস্টটি পরিচালিত হয়। এখন সেখানে ২০টি বেড রয়েছে। দৈনিক গড়ে ১০ জন রোগী এখানে ক্যানসারের চিকিৎসা করান। কেমোথেরাপি, রেডিয়েশন সহ আনুষঙ্গিক পরিষেবা দেওয়া হয়। একজন চিকিৎসক সহ প্রায় ৩০ জন কর্মী রয়েছেন এই সেন্টারে। তবে দীর্ঘদিন ধরেই সেটি পর্যাপ্ত পরিকাঠামোর অভাবে ভুগছে। পরিষেবা তলানিতে।

সেন্টারটির পরিকাঠামো উন্নতি করা, সেটিকে এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের অন্তর্ভুক্ত করার দাবিও ওঠে।

এমআরআই, আল্ট্রাসনোগ্রাফি, সিটি স্ক্যান মেশিনের প্রয়োজন রয়েছে।

২০২২ সালে এই সেন্টারটিকে বেসরকারি হাতে তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এগিয়ে এসেছিল আন্তর্জাতিক সংস্থা 'কারকিনোস'। রতন টাটা, মুকেশ আম্বানি ও আমেরিকার মেয়ো ক্লিনিকের অংশদারিত্বের সংস্থা কারকিনোস হেলথ কেয়ারের আধিকারিকরা দফায় দফায় চিকিৎসাকেন্দ্রটি পরিদর্শন করেন। তাঁরা সেন্টার কর্তৃপক্ষের সঙ্গে একাধিকবার বৈঠক করেন। উদয়নের সঙ্গেও বৈঠক হয়।

সংস্থাটি জানিয়েছিল, প্রথম দফায় ৩৫ কোটি টাকা খরচে লিনিয়ার অ্যাক্সেলারেটর, সিটি স্ক্যান সহ নতুন কিছু মেশিনপত্র বসানো ও চিকিৎসক নিয়োগ করা হবে। আইসিইউ, অপারেশন থিয়েটার তৈরির কথাও ছিল প্রথম ধাপের কাজে।

সংস্থাটি জানিয়েছিল, এই সেন্টারটির পরিকাঠামো তৈরি করে স্বল্প খরচেই ক্যানসারের সমস্ত চিকিৎসা করাতে পারবেন স্থানীয়রা। পরিষেবা চালু হলে কোচবিহারবাসীর পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের সমস্ত জেলা ও অসমের মানুষও স্বল্প খরচে এখান থেকে চিকিৎসা পরিষেবা পেতে পারতেন। কিন্তু জমিজটেই আটকে যায় সমস্ত পরিকল্পনা।

একাধিকবার রিজিওনাল ক্যানসার সেন্টার ট্রাস্ট ও কারকিনোসের মউ স্বাক্ষরের তারিখ ঠিক হয়েও বাতিল হয়ে যায়। কেন্দ্রীয় বাজেটে ক্যানসার চিকিৎসা নিয়ে ঘোষণার পর এই সেন্টারটিতেও গুরুত্ব দেওয়া হয় কি না সময় বলবে। জমি সংক্রান্ত জটিলতা দূর করে এই সেন্টারে ক্যানসার চিকিৎসার সমস্ত পরিষেবা বাড়ানো হোক দাবি স্থানীয়দের।

অ্যাফিডেভিট

গত 31-01-2025 তারিখ নোটারি পাবলিক সদর কোচবিহারের অ্যাফিডেভিট বলে আমি জগদীশ রায়-এর বদলে যজ্ঞেশ্বর রায় হলাম। যজ্ঞেশ্বর রায় ও জগদীশ রায় একই ব্যক্তি। চন্দন চৌড়া, কোচবিহার।

আমার ড্রাইভিং লাইসেন্স নং WB63 2002 0855082 নাম ভুল থাকায় গত 24-01-25, 2nd Court (S), কোচবিহার J.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে আমি Bablu Rahaman এবং Bablu Haque এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। হরিণ চওড়া, কোতোয়ালি, কোচবিহার (পঃবঃ), ভারত। (C/113188)

আমার জমির L.R. খতিয়ান নং 1745, JL. No. 229, মৌজা - হাঁড়িভাঙ্গা, আমার নাম এবং বাবার নাম ভুল থাকায় গত 21-1-25, 2nd Court (S), কোচবিহার J.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে আমি Sudhir Chandra Roy, S/o. Lalit Chandra Roy এবং Sudhir Barman, S/o. Lalit এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। হাঁড়িভাঙ্গা, কোতোয়ালি, কোচবিহার, পঃবঃ, ভারত। (C/113189)

আমার মেয়ে Suhana Parveen-এর WBCHSE-এর উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেটে (রেজিস্ট্রেশন নম্বর 1232121675) আমার নাম ভুলবশত মুদ্রিত হয়েছে Basiruddin. গত 12-11-2024 তারিখে ইসলামপুর কোর্টের এগজিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে অ্যাফিডেভিট করে আমার আসল নাম Badruddin করা হল। উল্লেখ্য, Badruddin ও Basiruddin একজনেরই নাম। - Badruddin. (S/N)

আমার মেয়ে Suhana Parveen-এর WBBSE-এর মাধ্যমিক পরীক্ষার রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেটে (রেজিস্ট্রেশন নম্বর 3222-066998) আমার নাম ভুলবশত মুদ্রিত হয়েছে Badiruddin. গত 12-11-2024 তারিখে ইসলামপুর কোর্টের এগজিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে অ্যাফিডেভিট করে আমার আসল নাম Badruddin করা হল। উল্লেখ্য, Badruddin ও Badiruddin একজনেরই নাম। - Badruddin. (S/N)

বিক্রয়

3 কাঠা জমির উপর একতলা বাড়ি বিক্রয়। মাটিগাড়া, টুম্বাজোত। (M) 9800875851, 9832037090. (C/114814)

Maruti Wagan R বিক্রি হবে, ভালো কন্ডিশন, 20000 KM চলেছে। দাম সাক্ষাতে। ফোন - 9434048912. (C/114814)

Tuition

CBSE/ICSE Coaching Centre Class 1-6 Arts & Sci, 7-8 Arts., 8637551532. (C/114814)

Coaching for Assistant Engineer (Civil) for P.S.C. M : 6295834400. (C/114921)

কর্মখালি

স্টার হোটেলে অনূর্ধ্ব 30 ছেলেরা নিশ্চিত কেরিয়ার তৈরি করুন। আয় 10-18000/-, থাকা, খাওয়া ফ্রি। 9434495134. (C/114318)

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : বাবার শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা। কর্মক্ষেত্রে আজ পদোন্নতির খবর পেতে পারেন। **বৃষ :** কর্মক্ষেত্রের বড় পরিবর্তন হবে। অভিনয় ও সংগীতশিল্পীরা নতুন সুযোগ পাবেন। **মিথুন :** কর্মক্ষেত্রে আপনার বিরুদ্ধবাদীরা পরাজিত হবে। অতি ভোজনে শারীরিক সমস্যায় পড়বেন। **কর্কট :** সন্তানের উচ্চশিক্ষায় বাধা কাটবে। ব্যবসার কারণে দূরে যেতে হতে পারে। **সিংহ :** সামান্য কারণে মাথা গরম করে হয়ে আসা কাজ নষ্ট করে ফেলবেন। পেটের রোগে ভোগান্তি। **কন্যা :** বাড়িতে পূজার্চনার উদ্যোগ গ্রহণ। আপনার সামান্য অলসতায় বড় কাজ হাতছাড়া। **তুলা :** নিজের সিদ্ধান্তের ওপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস না রেখে কোনও অভিজ্ঞের সঙ্গে মতবিনিময় করুন। **বৃশ্চিক :** পথে চলতে খুব সতর্ক থাকুন। অহেতুক কথা বলে সমস্যায়। **ধনু :** বাবার পরামর্শে ব্যবসার জটিলতা কাটবে। ভ্রমণে নতুন বন্ধুত্বে বাধা পড়বেন। **মকর :** আজ খুব শান্ত থাকার চেষ্টা করুন। কেউ অযথা উত্তেজিত করে কাজ নষ্ট করতে পারে। **কুম্ভ :** ব্যবসায় অচলাবস্থা কাটবে। প্রেমের সঙ্গীকে আজ সব খুলে বলুন। **মীন :** অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস আজ ক্ষতি করবে। বাড়ির ছোট্ট সদস্যটির জন্যে অর্থব্যয়।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে আজ ২০ মাঘ, ১৪৩১, ভাঃ ১৪ মাঘ, ৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫, সংবৎ ৫ মাঘ সুদি, ৪ শাবান। সূঃ উঃ ৬।২২, অঃ ৫।২১। সোমবার, পঞ্চমী দিবা ৯।৫৯। রেবতীনক্ষত্র রাত্রি ২।২৯। সিদ্ধযোগ দিবা ৯।২৫ পরে সাধ্যযোগ শেষরাত্রি ৬।১৭ গতে। বালবকরণ দিবা ৯।৫৯ গতে কৌলবকরণ রাত্রি ৮।৪৯ গতে তৈতিলকরণ। জন্মে-মীনরাশি বিপ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী শুক্রের ও বিংশোত্তরী বুধের দশা, দিবা ২।২৯ গতে মেষরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ বিংশোত্তরী কেতুর দশা। মৃতে-দোষ নাই। যোগিনী-দক্ষিণে, দিবা ৯।৫৯ গতে পশ্চিমে। কালবেলাদি ৭।৪৪ গতে ৯।৭ মধ্যে ও ২।৩৬ গতে ৩।৫৯ মধ্যে। কালরাত্রি ১০।১৪ গতে ১১।৫২ মধ্যে। যাত্রা-শুভ পূর্বে নিষেধ, প্রাতঃ ৬।২৩ গতে দক্ষিণেও নিষেধ, দিবা ৯।৫৯ গতে যাত্রা নাই। শুভকর্ম-গাত্রহরিদ্রা অব্যূঢ়ান্ন নামকরণ দেবগৃহপ্রবেশ দেবতাগঠন শান্তিস্বস্ত্যয়ন বৃক্ষাদিরোপণ ক্রয়বাণিজ্য কম্পিউটার নির্মাণ ও চালন, দিবা ৯।৫৯ মধ্যে সাধভক্ষণ অন্নপ্রাশন চূড়াকরণ দীক্ষা দেবতাপ্রতিষ্ঠা বিষ্ণুপ্রতিষ্ঠা বৃক্ষপ্রতিষ্ঠা বীজবপন নবান্ন। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)-ষষ্ঠীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। রাত্রি ২।২৯ গতে চন্দ্রদগ্ধা। দিবা ৯।৫৯ মধ্যে শ্রীপঞ্চমী, শ্রীশ্রী-লক্ষ্মী-সরস্বতী পুজো। মদনপঞ্চমী এবং রতিকামদেব পুজো। ষটপঞ্চমীব্রত। গোস্বামিমতে বসন্তপঞ্চমীকৃত্য। শ্রীশ্রীকৃষ্ণার্চন। দিবা ৯।৫৯ মধ্যে প্রয়াগে মহাকুম্ভ স্নান। শ্রীশ্রী গৌরাঙ্গ গৃহিণী বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর জন্মোৎসব। শ্রীপঞ্চমী পুষ্পাঞ্জলি মন্ত্র : ওঁ জয় জয় দেবী চরাচরসারে, কুচযুগশোভিত মুক্তাহারে। বীণারঞ্জিত পুস্তক হস্তে, ভগবতী ভারতী দেবী নমোহস্তুতে। নমঃ ভদ্রকাল্যৈ নমো নিত্যং সরস্বত্যৈ নমো নমঃ। বেদ-বেদাঙ্গ-বেদান্ত-বিদ্যাস্থানেভ্য এব চ। এষ সচন্দন পুষ্পবিল্বপত্রাঞ্জলি সরস্বত্যৈ নমঃ। এই মন্ত্রে তিনবার অঞ্জলি দেওয়াবেন। যোগাচার্য অন্নদাচরণ শাস্ত্রী মহাশয়ের তিরোভাব দিবস। অমৃতযোগ-দিবা ৭।৩৭ মধ্যে ও ১০।৪১ গতে ১২।৫৮ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।২৪ গতে ৮।৫৪ মধ্যে ও ১১।২৫ গতে ২।৪৫ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ-দিবা ৩।১৬ গতে ৪।৪৮ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সত্যতা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

পুলিশের তল্লাশিতে শিলিগুড়িতে গ্রেপ্তার দুই বোন

কোলে শিশু, ব্যাগে মাদক

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২ ফেব্রুয়ারি : আর পাঁচটা সাধারণ মানুষের মতো ৪ নম্বর ওয়ার্ডের গভর্নমেন্ট কলোনি রোডে ঘোরাফেরা করছিল দুই মহিলা। একজনের পরনে সাধারণ পিঙ্ক রংয়ের শাড়ি। আর একজন পরেছে সালোয়ার কামিজ। রবিবার দুপুর আড়াইটা নাগাদ আর পাঁচটা মানুষের মতো তারা সাইড-ব্যাগ নিয়ে কোলে থাকা শিশুকে সামলানোর চেষ্টায় ব্যস্ত। হঠাৎ করেই সেখানে পৌঁছাল একের পর এক পুলিশের গাড়ি। ফাঁকা রাস্তায় এভাবে আপনারা দাঁড়িয়ে রয়েছেন কেন? হঠাৎ পুলিশ আধিকারিকদের এমন প্রশ্নে উত্তর দিতে ইতস্তত বোধ করতে থাকে দুজন। গোপন সূত্রে পুলিশের কাছে খবর থাকায়, দুই মহিলার ব্যাগে তল্লাশি চালাতে শুরু করে পুলিশ। এরপরই যা ঘটল সেটা হয়তো পুলিশের কর্তারাও আশঙ্কা করেননি। দিনেদুপুরে এমন ঘটনায় হতবাক শহরের বাসিন্দারা। অনেকেই প্রশ্ন তুলছেন তাহলে কি শহর শিলিগুড়ি মাদক কারবারে সেফ করিডর হয়ে যাচ্ছে।

এক লক্ষ বা দু'লক্ষ নয়, ছাপোষা দেখতে ওই দুই মহিলার থেকে উদ্ধার হল ৬০ লক্ষ টাকার বেশি ব্রাউন সুগার। যা ওজনে প্রায় ৬২৭ গ্রাম। যেটা বড় সাফল্য হিসেবেই দেখছে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের আধিকারিকরা। এরপরই দুজনকে গ্রেপ্তার করে শিলিগুড়ি থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। সোমবার ধৃতদের শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হবে।

ধৃত মোমিনা বেগম ও শাবানা খাতুনকে থানায় নিয়ে যাচ্ছে পুলিশ। রবিবার।

পুলিশ ওই দুজন মহিলাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে পারে, ধৃত মোমিনা বেগম ও শাবানা খাতুন সম্পর্কে দিদি ও বোন। মোমিনা শাবনাকে চাহিদা হিসেবে ব্রাউন সুগার মুর্শিদাবাদ থেকে এনে জোগান দিত। এরপর বোন শাবানা সেটা শহরের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে দিত। পুলিশ জানতে পেরেছে, মোমিনাদের বড় হওয়া মাটিগাড়ার শুটকি গোডাউন এলাকাতে। বছর চারেক আগে মোমিনার বিয়ে হয় জঙ্গিপুরে। সেখানেই সে জড়িয়ে পড়ে ব্রাউন সুগারের ব্যবসার সঙ্গে। মোমিনা পুরোপুরি ব্রাউন সুগারের ব্যবসার সঙ্গে জড়িয়ে পড়ার পর ভালো আয় করতে শুরু করে। অন্যদিকে, মোমিনার ছোট বোন শাবানার বিয়ে হয় শুটকি গোডাউন এলাকাতেই। স্বামী দিনমজুরির কাজ করায় বিয়ের পর আর্থিক কষ্ট দূর করতে দিদির শরণাপন্ন হয় শাবানা। এরপর দিদির সহযোগিতায় সেও এই কারবারে জড়িয়ে পড়ে। পরিবারের কারও যাতে এ ব্যাপারে বিশেষ সন্দেহ না হয়, তার জন্য শাবানা নিজের দেড় বছরের সন্তানকে সঙ্গে নিয়েই বের হত। অন্যদিকে, সন্দেহ এড়াতে মোমিনাও তার চার বছরের শিশুকে নিয়ে যাওয়া-আসা করত। তবে পুলিশের হানায় মাদক কারবারের যাবতীয় পর্দা ফাঁস হল রবিবার।

অভিনব পন্থা

- ১৯ জানুয়ারি প্রধাননগর থানার পুলিশ তিনজন তরুণকে পাকড়াও করে
- সম্প্রতি এসটিএফ ও খালপাড়া ফাঁড়ির পুলিশ এক ব্যবসায়ীর বাড়ি থেকে কোকেন উদ্ধার করে
- ডিসেম্বরের ২৬ তারিখ ভক্তিনগর থানার পুলিশ একটি পিকআপ ভ্যান থেকে প্রচুর কাফ সিরাপ বাজেয়াপ্ত করে
- ডিসেম্বরের ২২ তারিখ জংশন এলাকায় সুটকেস খুলতেই উদ্ধার হয় প্রায় ১৬ লক্ষ টাকার গাঁজা

পিউদের সঙ্গে হাতেখড়ি রাজ্জাক, ইরশাদদের

সপ্তর্ষি সরকার

ধূপগুড়ি, ২ ফেব্রুয়ারি : একসময় ওপার বাংলায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ওয়াজেদের মুখে খুব শোনা যেত 'ধর্ম যার যার, উৎসব সবার' স্লোগানটি। 'খেলা হবে'র পরবর্তীতে এপার বাংলাতেও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রায়ই বলেন ওই লাইনটি। উৎসবপ্রিয় বাঙালি অবশ্য কোনওদিনই ধর্মীয় বেড়াজালে সংস্কৃতি ও আনন্দকে বন্দি হতে দেয়নি।

সেই ধারা অব্যাহত রেখেই আজও উৎসবে শামিল হতে ধর্মীয় বেড়া ভাঙার ট্র্যাডিশন বাংলাতেই। সেই ধারণা থেকেই হয়তো পিউ, তন্ময়, হার্দিকদের সঙ্গে পাশাপাশি বসে পুরুতমশাইয়ের হাতে হাত মিলিয়ে হাতেখড়ি নিল রাজ্জাক, ইরশাদ, সালামরাও।

ধূপগুড়ি প্রেস ক্লাব টানা পাঁচ বছর ধরে যাবৎ সরস্বতীপুজোয় সাড়ম্বরে গণ হাতেখড়ি আয়োজন করে আসছে। এই উপলক্ষ্যে প্রতিটি শিশুর হাতে তুলে দেওয়া হয় স্কুল ব্যাগ সহ স্লেট পেন্সিল ও অন্যান্য শিক্ষাসামগ্রী। এবার শামিল হয়েছিল সত্তরজন শিশু ও তাদের অভিভাবকরা। সেই শিশুদের মধ্যে চোখে পড়ার মতোই ছিল ইসলাম ধর্মাবলম্বী পরিবারের সন্তানরা।

সরস্বতীপুজো বিধিতে শামিল হতে বৈদিক রীতিতে তারাও হাতেখড়ি নিয়ে আগামীর শিক্ষার জগতে পা দিল হাসিমুখেই। ধর্মনির্বিশেষে সবাইকে হাতে ধরে অ-আ লিখিয়ে হাতেখড়ির আচার পালন করা পুরোহিত

সরস্বতীপুজোয় ভাঙল ধর্মের বেড়াজাল

প্রীতিময় সরখেলের কথায়, 'শিক্ষাই তো প্রকৃত ধর্মের দরজা খুলে দেয় প্রত্যেকের কাছে। এই খুদে হাতগুলো যেন কলমটা আঁকড়ে থাকে। এদের শিক্ষার মূল মন্ত্র হোক মানবধর্মই সবার ওপরে।'

ইতিহাস ঘাঁটলে বোঝা যায়, হাতেখড়ি ধর্মীয় আচারের চাইতে অনেক বেশি সামাজিক অনুষ্ঠান। প্রাচীন বাংলায় হাতেখড়ি হত শুভঙ্করী আর্যা এবং চৌতিশা বা নামতা শেখানোর মাধ্যমে। পরবর্তীতে ১৮৫৫ সাল নাগাদ পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর রচিত 'বর্ণপরিচয়' প্রকাশের পর স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ লিখিয়ে হাতেখড়ির প্রচলন হয় বাংলায়।

এদিন সন্তানের হাতেখড়ি উপলক্ষ্যে হাজির রুবিয়া বেগমের কথায়, 'আমাদের স্কুলজীবনেও সরস্বতীপুজোর একটা আলাদা আবেগ ছিল। আজ ছেলের হাতেখড়িতে সেটা আবার অনুভব করলাম। হাতেখড়ি ছাড়া স্কুলে ভর্তি হওয়া ব্যাপারটা কেমন যেন লাগে।'

প্রতিবছর এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণে আগ্রহ বাড়তে থাকায় আগামীতে আরও ব্যাপক প্রচারের মাধ্যমে গণ হাতেখড়ির আয়োজনের কথা শুনিয়েছেন আয়োজকরাও।

সেখানে ধর্মবর্ণনির্বিশেষে সবাই শামিল হবেন আশায় আয়োজক সংগঠনের সভাপতি সঞ্জিত দে বলেন, 'সরস্বতীপুজো কেবল ধর্মীয় আচার কিংবা পুজো নয়। এটা বিদ্যা, জ্ঞান এবং শিক্ষার প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের অনুষ্ঠান। সেই শিক্ষা মন, চিন্তা, চেতনাকে উন্মুক্ত করে। এখানে ধর্ম গৌণ।'

হাতেখড়ির সঙ্গে পাওয়া উপহার এবং ভোগের খিচুড়ি খেয়ে হাসিমুখে সরস্বতীপুজোর আনন্দে মাতল কচিকাঁচারা। সেই আনন্দের কোনও ধর্ম নেই। ধর্ম বিভেদের দেওয়াল ভেঙেই পাশাপাশি বসে শিক্ষার প্রথম পদক্ষেপ করল প্রায় সমবয়সি একদল হাসিমুখ।

নির্জনে একাকী

রবিবার বালুরঘাটে মাজিদুর সরদারের ক্যামেরায়।

বিধায়কের কাছে প্রাচীরের আবদার

সরস্বতীপুজোয় এসে ভেবে দেখার আশ্বাস

মিঠুন ভট্টাচার্য

শিলিগুড়ি, ২ ফেব্রুয়ারি : সাহুডাঙ্গিহাট পিকে রায় হাইস্কুলে সরস্বতীপুজোর জাঁকজমক আয়োজন। পড়ুয়ারাও মেতে উঠেছে বাগদেবীর আরাধনায়। সন্ধ্যার দিকে এসে পৌঁছালেন আমন্ত্রিত অতিথিরা। তাঁদের মধ্যেই ছিলেন এলাকার জনপ্রতিনিধিরা। ছিলেন এলাকার বিধায়কও। বিধায়ককে দেখেই পড়ুয়ারা আবদার করে বসল স্কুলের একপাশের সীমানা প্রাচীর নির্মাণের ব্যবস্থা করে দিতে হবে। বিষয়টি ভেবে দেখার আশ্বাস দিলেন বিধায়ক সহ জনপ্রতিনিধিরা।

এদিন সন্ধ্যায় অতিথি হিসেবে রাজগঞ্জের বিধায়ক খগেশ্বর রায়, রাজগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রুপালি দে সরকার, বিন্নাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সমিজুদ্দিন আহমেদ সহ অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। যদিও প্রতিক্রিয়া জানতে বিধায়কের মোবাইলে ফোন করা হলেও তিনি সাড়া দেননি। পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বলেন, 'গত কয়েক বছরে পড়াশোনায় স্কুলের পড়ুয়ারা প্রচুর উন্নতি করেছে। আমরা ইতিমধ্যেই ছাত্রদের খাবারের জায়গা তৈরি করেছি। প্রায় ১৭ লক্ষ টাকা খরচ করে শৌচালয় তৈরি করে দিয়েছি। প্রাচীর তৈরির বিষয়টিও বিবেচনায় রয়েছে।'

> ইতিমধ্যেই ছাত্রদের খাবারের জায়গা তৈরি করেছি। প্রায় ১৭ লক্ষ টাকা খরচ করে শৌচালয় তৈরি করে দিয়েছি। প্রাচীর তৈরির বিষয়টিও বিবেচনায় রয়েছে।
>
> **রুপালি দে সরকার**, *সভাপতি রাজগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতি*

সাহুডাঙ্গিহাট পিকে রায় হাইস্কুলের বাকি অংশে প্রাচীর থাকলেও নির্দিষ্ট একটি জায়গা অস্থায়ীভাবে আড়াল দেওয়া হয়েছে। স্কুলের ওই পাশ দিয়েই বয়ে গিয়েছে একটি ঝোরা। বর্ষার সময় ঝোরার জলের ধাক্কায় তিনতলা ভবনের নীচতলা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। ফলে জায়গাটি স্থায়ীভাবে প্রাচীর নির্মাণের দাবি ছাত্রদের। বিষয়টি নিয়ে স্কুলের প্রধান শিক্ষক প্রদীপ চৌধুরী বললেন, 'স্কুলের কিছুটা অংশে সীমানা প্রাচীর নেই। সেই অংশের পাশ দিয়ে একটি ঝোরা বয়ে গিয়েছে। বর্ষায় ঝোরাটিতে প্রচুর জল হয়। জলের ধাক্কায় দু'একটি ক্লাসরুমের ক্ষতি হতে পারে।'

রবিবার সকাল থেকে চরম ব্যস্ততা ছিল পড়ুয়াদের মধ্যে। গত কয়েকদিন থেকেই চলছিল স্কুল সাজিয়ে তোলার পালা। এদিন বেলা সাড়ে বারোটার পর মণ্ডপের চারিদিকে ভিড় করে অঞ্জলি দিতে দেখা যায় সৌভিক, সোনালি, কুসুম, রোহিতের মতো কয়েকশো পড়ুয়াকে। স্কুলের ভেতরটি নিজেদের হাতে সাজিয়েছিল পড়ুয়ারা। যা দেখে রবিবার সন্ধ্যায় আসা জনপ্রতিনিধি ও সাধারণ মানুষও এর প্রশংসা করেন।

অবৈধ পার্কিংয়ে বিপদের আশঙ্কা

মনজুর আলম

চোপড়া, ২ ফেব্রুয়ারি : সদর চোপড়া এলাকায় জাতীয় সড়ক ঘেঁষে সরকারি অফিসের সামনেই অবৈধ পার্কিংয়ের রমরমা। এভাবে পার্কিংয়ে বাড়ছে দুর্ঘটনার আশঙ্কা। চোপড়ার ওভারব্রিজ পার করেই অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট সাব-রেজিস্ট্রার অফিস। ঠিক তার ৫০০ মিটারের মধ্যে রয়েছে বিএলএলআরও অফিস। ছুটির দিন বাদে প্রত্যেকদিনই এই দুটি অফিসে বহু মানুষ আসেন। রেজিস্ট্রি অফিসের ভিতর বাইক রাখার নির্দিষ্ট পার্কিং থাকলেও, অনেকে সেখান পর্যন্ত না গিয়ে রাস্তার ওপর এমনকি ফুটপাথের ওপরও বাইক, সাইকেল ও বিভিন্ন যানবাহন পার্কিং করে রাখছেন।

রাস্তার ওপরে এভাবেই পার্কিং করে রাখা হচ্ছে যানবাহন।

চোপড়া বিএলএলআরও অফিসের মুহুরি অ্যাসোসিয়েশনের ব্লক কমিটির সম্পাদক আবদুল হালিম বলেন, 'অফিস চত্বরে পার্কিংয়ের কোনওরকম জায়গা না থাকার কারণে অনেকেই অফিসের সদর গেটের সামনে যানবাহন পার্কিং করে রাখছেন। এতে বিপদের আশঙ্কা বাড়ছে।' চোপড়া গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান জিয়ারুল রহমানের বক্তব্য, 'দুই অফিসের সামনেই অবৈধ পার্কিং করা হচ্ছে। এতে দুর্ঘটনার আশঙ্কা বাড়ছে। বিষয়টি নিয়ে আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলা হবে।'

মৃত দুই তরুণ

ধূপগুড়ি, ২ ফেব্রুয়ারি : পথ দুর্ঘটনা যেন থামার নামই নিচ্ছে না ধূপগুড়িতে। রবিবার সরস্বতীপুজোয় বাইক নিয়ে ঘুরতে বেরিয়ে গতির বলি হলেন দুই তরুণ। রবিবার সন্ধ্যায় ধূপগুড়ি ব্লকের পশ্চিম মল্লিকপাড়া এলাকায় দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। ঘটনাস্থলেই ওই দুই তরুণের মৃত্যু ঘটেছে বলে স্থানীয় এবং পুলিশ সূত্রে খবর।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে খবর, জলঢাকা থেকে ডাউকিমারিগামী গ্রামীণ রাস্তায় ছোট গাড়ির সঙ্গে বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটে। আর সেই সংঘর্ষে বলরাম মণ্ডল (২৬) এবং রূপচাঁদ মণ্ডলের (২৫) মৃত্যু ঘটে। বলরাম ফালাকাটার বাসিন্দা। আর রূপচাঁদ ধূপগুড়ি ব্লকের কুশামারি এলাকার বাসিন্দা। এদিন তাঁরা দুই বন্ধু মিলে বাইক নিয়ে ঘুরতে বেরিয়েছিলেন।

স্থানীয়রা জানিয়েছেন, দুর্ঘটনার পর দুজন গুরুতর আহত হন। অনেকেই দাবি করেছেন ঘটনাস্থলেই দুই তরুণের মৃত্যু ঘটেছে। তবুও তাঁদের ধূপগুড়ি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে দুজনকেই মৃত বলে ঘোষণা করেন কর্তব্যরত চিকিৎসক। স্থানীয় বাসিন্দারা বলেন, দ্রুতগতিতে গাড়ি চালানোর জন্যেই এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। তবে এখানে ছোট গাড়ি বা বাইক কার ভুলে দুর্ঘটনা ঘটল, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। সোমবার মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য জলপাইগুড়ি সদর হাসপাতালে পাঠানো হবে।

ছোট খুকি লেখে 'অ' 'আ'

হাতেখড়ি। জলপাইগুড়িতে শুভঙ্কর চক্রবর্তীর ক্যামেরায়। রবিবার।

সরকারি ২ কোটি বরাদ্দে নির্মাণ নিয়ে প্রশ্ন

উদ্বোধনের আগেই হেলে পড়ল গেট

মহম্মদ হাসিম

নকশালবাড়ি, ২ ফেব্রুয়ারি : সীমানা প্রাচীর এবং সৌন্দর্যায়নের জন্য ২ কোটি ১৮ লক্ষ টাকা বরাদ্দ নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল আগেই, উদ্বোধনের আগে সেই নকশালবাড়ি কালীবাড়ি পার্কের সীমানা প্রাচীরের গেট পিলারের একটা অংশ ভেঙে হেলে পড়ায় ক্ষোভ জমেছে স্থানীয় এলাকায়। কাজের মান নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে এলাকায়। যদিও নির্মাণকাজের সঙ্গে যুক্ত উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের তালিকাভুক্ত ঠিকাদারি সংস্থা মুখে কুলুপ এঁটেছে। তবে এমনটা হওয়ার কথা নয়, মেনে নিচ্ছেন সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মন্ত্রী উদয়ন গুহ। মন্ত্রীর সঙ্গে শিলান্যাস অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ। যদিও তিনি বলছেন, 'আমরা কাজ করি না, কাজ করে এজেন্সি। তাই ভুলত্রুটি হতেই পারে। তবে স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছে আমার অনুরোধ, কাজে কোনও সমস্যা হলে আমাদের লিখিতভাবে জানান। আমরা কাজটি করতে না পারলে তারপর সংবাদমাধ্যমকে জানানো হোক।' অরুণের বক্তব্যে প্রশ্ন ওঠে, সংবাদমাধ্যমের কাছে সাধারণ মানুষের মুখ খোলা কি অন্যায়? নাকি তিনি 'বেড়ি' পড়াতে চাইছেন?

নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের রায়পাড়া এলাকার অন্নপূর্ণা কালীবাড়ি পার্কে সীমানা প্রাচীর ও সৌন্দর্যায়নের

> কেন এমনটা হয়েছে তা খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেব।
>
> **উদয়ন গুহ**
> *উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী*

জন্য উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর প্রায় এক বছর আগে কাজ শুরু করে। কাজ শেষ হয়েছে কিছুদিন আগে। ইতিমধ্যে নীল-সাদা রং হয়েছে। উদ্বোধনের প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছিল। কিন্তু তার আগেই লোহার গেট হেলে পড়েছে। গেটটি যে পিলারের সঙ্গে যুক্ত, তারও একটা অংশ ভেঙে পড়েছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, অত্যন্ত নিম্নমানের কাজ হওয়াতেই এমন পরিস্থিতি। পুরো পিলার সহ ভেঙে পড়লে বড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারত। যদিও এই আশঙ্কা এখনও রয়েছে স্থানীয় এলাকায়। কারণ, পার্কের পাশেই রয়েছে একাধিক স্কুল। প্রতিদিন পার্কে অসংখ্য পড়ুয়া সহ শিশুরা খেলাধুলো করে।

পার্ক থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে বাড়ি নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান রাধাগোবিন্দ ঘোষের। তিনি বলেন, 'পুরো কাজই নিম্নমানের হয়েছে। কম দামের সিমেন্ট-বালি-পাথর দিয়ে অর্ধেক টাকা পকেটে ভরা হয়েছে। তাই তো কয়েকদিনের মধ্যেই গেট পিলার থেকে ছুটে ভেঙে পড়েছে। যে সব শাসকদলের নেতারা এই কাজের দেখাশোনার দায়িত্বে রয়েছেন, তাঁরা কাটমানি তুলতেই ব্যস্ত। তাঁরা সাধারণ মানুষের কথা ভাবেন না।' বিষয়টি নিয়ে উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ বলেন, 'কেন এমনটা হয়েছে তা খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেব।'

এর আগে নকশালবাড়িতে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের একাধিক কাজের মান নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

ইকো পার্ককে দূষণমুক্ত রাখার বার্তা

বাগডোগরা ও শিলিগুড়ি, ২ ফেব্রুয়ারি : ডিসেম্বরের শীত গায়ে লাগতেই পিকনিকের হিড়িক পড়ে যায় সকলের মধ্যে। আর পিকনিকের ডেস্টিনেশন হিসাবে পাহাড়, জঙ্গল, নদীকে বেছে নেন সকলেই। কিন্তু পিকনিক থেকে ফিরে আসার সময় বিভিন্ন আবর্জনা, প্লাস্টিক পিকনিক স্পটগুলিতে ফেলে চলে আসেন সকলেই। ফলে আবর্জনায় ভরে যায় জায়গাগুলি। পিকনিক স্পটগুলিকে দূষণমুক্ত রাখার বার্তা দিতে নিজেরাই পরিচ্ছন্নতা অভিযানে নামলেন কার্সিয়াং বনবিভাগ এবং জয়েন্ট ফরেস্ট ম্যানেজমেন্ট কমিটি (জেএফএমসি)-র সদস্যরা।

রবিবার কার্সিয়াং বনবিভাগের পানিঘাটা রেঞ্জের রিভার ফ্রন্ট ইকো পার্ক চত্বরে কার্সিয়াং বনবিভাগের এডিএফও রাহুলদেব মুখোপাধ্যায়, পানিঘাটা রেঞ্জ অফিসার সমীরণ রাজ, পানিঘাটা রেঞ্জের বিট অফিসার সরোজা তামাং, জেএফএমসির সভাপতি বন্ধু তামাং সহ বনকর্মীরা পরিচ্ছন্নতা অভিযানে নামেন।

রেঞ্জ অফিসার বলেন, 'যাঁরা পার্কে আসছেন তাঁদের সকলকে পরিবেশ দূষণমুক্ত রাখতে সচেতন করা হয়েছে। পার্কে থার্মোকল, প্লাস্টিকের ক্যারিব্যাগ, জলের বোতল, কাচের বোতল নিয়ে প্রবেশ করতে নিষেধ করা হয়েছে। এও বলা হয়েছে, যদি কেউ জলের বোতল নিয়ে প্রবেশ করেন, তবে তিনি যেন নিজের দায়িত্বে খালি বোতল সঙ্গে নিয়ে ফিরে যান।' বন বিভাগের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন পিকনিক করতে আসা মানুষজন। একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের কর্মীরা এদিন এই পার্কে পিকনিক করতে এসেছিলেন। বনকর্তাদের এমন উদ্যোগ দেখে তাঁরাও এই কাজে হাত লাগান।

এছাড়াও কার্সিয়াং বনবিভাগের আওতায় থাকা অন্য ইকো ট্যুরিজম স্পটগুলিও সাফাই করা হল। পিকনিক করে অনেকেই খাবারের প্যাকেট, উচ্ছিষ্ট স্পটগুলিতে ফেলে যাচ্ছেন। স্পটগুলো সাফাইয়ের উদ্যোগ নিয়েছিলেন ডিএফও দেবেশ পান্ডে। বন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, টিপুখোলা, এমএম তরাই, দুলালি ইকো পার্ক সহ বিভিন্ন স্পটের এক-একটি থেকে প্রায় ত্রিশ কেজি করে আবর্জনা সাফাই করা হয়েছে এদিন।

মধু চোর।। *ছবিটি তুলেছেন মরিচবাড়ির উদিতা কার্জি।*

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

শিলিগুড়িতে ডেফ কমিটির পুজোয় জীবনের ভিন্ন স্বাদ

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ২ ফেব্রুয়ারি : একঝাঁক ইচ্ছে ডানা/ যাদের আজ উড়তে মানা/মিলবেই তাদের অবাধ স্বাধীনতা। 'বাকস্বাধীনতা' তাঁদের নেই, তাই বলে বাগদেবীর আরাধনা থেকে কেন পিছিয়ে থাকবেন। তাই সমস্ত প্রতিকূলতাকে দূরে সরিয়ে বিদ্যার দেবীর আরাধনায় মেতেছেন ওঁরা। ইচ্ছে থাকলে কোনও বাধা যে বাধা নয়, তার চাক্ষুষ উদাহরণ নর্থ বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশন অফ দ্য ডেফ কমিটির সদস্যরা।

ওঁরা কানে শুনতে পান না। কথা বলতেও পারেন না। তবুও নিয়ম, আচার মেনে ভক্তিভরে প্রতিবছর আয়োজন করে আসছেন সরস্বতীপুজোর। আকারে ইঙ্গিতেই কী প্রয়োজন, কী করতে হবে বুঝিয়ে দেন একে অপরকে। আর অন্যজন তৎক্ষণাৎ সেটা বুঝে নিয়ে

নিজেদের পুজোতে মগ্ন বিশেষভাবে সক্ষমরা। রবিবার শিলিগুড়ি কোর্ট মোড়ে সূত্রধরের তোলা ছবি।

তার আয়োজন করেন। বিগত কয়েক বছর ধরে পুজোর বাজার, মণ্ডপসজ্জা, পুরোহিত ধরে আনা সব করছেন এভাবেই।

কথা বলতে না পারলেও সুব্রত রায়, রবি দেব, শান্তি দাসরা খাতায় লিখে জানাল, বিগত ১৫ বছর ধরে শিলিগুড়ি আদালতের মূল ফটকের ঠিক উলটো দিকে এভাবেই পুজোর আয়োজন করে আসছেন তাঁরা। প্রায় ১৫০ জনের উদ্যোগে এই পুজো। পুজোর সময় প্রত্যেকের পরিবারের সদস্যরাও আসেন পুজো দেখতে। সকলে একসঙ্গে মিলে আনন্দ করেন।

এভাবেই প্রতিকূলতাকে দূরে সরিয়ে জীবনকে অনেক সহজ করে নিয়েছে তাঁরা। সমস্যা অনেক রয়েছে তবে তা নিয়ে মাথা ঘামাননা বেশি। বরং উদযাপন করেন জীবনের নানা মুহূর্তকে। নর্থবেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশন অফ দ্য ডেফ-এর সদস্যদের এই পুজোয় খুশি হন আশপাশের মানুষও।

স্থানীয় বাসিন্দা শেখর সেন বললেন, 'শুধু সরস্বতীপুজো নয়। ওরা নিজেদের উদ্যোগেই পিকনিকে যায়। কখনও আঁকা প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। তাছাড়া পুজোর জন্য ওরা কারও কাছ থেকে চাঁদা তোলে না। সম্পূর্ণ নিজেদের টাকায় পুজোর আয়োজন করে।'

জানা গিয়েছে, কমিটির সদস্যরা প্রত্যেকেই কোথাও না কোথাও কর্মরত। কেউ চাকরি করেন, কেউ ব্যবসা করেন। নিজেদের টাকাতেই তাঁরা সমস্ত কিছু আয়োজন করেন। তাছাড়া পুজোর পরের দিন সাধারণ মানুষের মধ্যে খিচুড়ি বিতরণ করেন।

আশপাশের আরও কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, খুবই নিরিবিলি পরিবেশে ওঁরা পুজোর আয়োজন করেন। গান, বাজনা কোনও কিছুর বন্দোবস্ত নেই। তাঁদের মধ্যে এমন দম্পতিও রয়েছেন যাঁরা দুজনেই শুনতে বা দেখতে পান না। তবে জীবনকে অন্ধকারে রাখতে নারাজ ওঁরা। জীবনের আলোর খোঁজে নর্থ বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশন অফ দ্য ডেফ কমিটির সদস্যদের লড়াইকে কুর্নিশ জানিয়েছেন সকলেই।

বিশেষভাবে সক্ষম হয়েও ইচ্ছের জোরে লড়াই করে মূল সমাজের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যে নিজেদের জড়িয়ে ফেলা যায় তারই প্রমাণ ওঁদের এই পুজো।

রাস্তা অর্ধসমাপ্ত, উধাও ঠিকাদার

ভোগান্তিতে পতিরামজোত

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২ ফেব্রুয়ারি : দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর কাজ শুরু হলেও তা সম্পন্ন হয়নি। ঠিকাদার সংস্থা রাস্তার কাজ অর্ধসমাপ্ত রেখে চলে গিয়েছে। ফলে সমস্যা থেকে রেহাই পাওয়ার বদলে তা যেন দ্বিগুণ হয়েছে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের মাটিগাড়া-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের পতিরামজোতের বাসিন্দাদের।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রামঘাটের পঞ্চম মহানন্দা সেতু থেকে চৌরঙ্গি মোড় পর্যন্ত ১১০০ মিটার দীর্ঘ রাস্তা ও নিকাশিনালা নির্মাণের কাজ গত বছরের মার্চ মাসে শুরু হয়েছিল। পথশ্রী প্রকল্পে রাজ্য গ্রামীণ উন্নয়ন সংস্থা (এসআরডিএ) রাস্তাটি তৈরি করছিল। এজন্য প্রায় ৬৩ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হয়। কিন্তু এখনও রাস্তার ওপর পিচের প্রলেপ পড়েনি।

সূত্রের খবর, টাকা পাওয়ার ক্ষেত্রে সমস্যার কারণে ঠিকাদার সংস্থা রাস্তাটি অর্ধসমাপ্ত রেখে চলে গিয়েছে। বর্তমানে রাস্তায় সবসময় উড়ছে ধুলো। এ বিষয়ে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ প্রিয়াংকা বিশ্বাসের বক্তব্য, 'শুনেছি টাকা পাওয়া নিয়ে সমস্যার কারণে ঠিকাদার সংস্থা কাজ সম্পূর্ণ না করে চলে গিয়েছে। এসআরডিএ-র এক আধিকারিকের সঙ্গে এনিয়ে কথাও বলেছিলাম। কিন্তু রাস্তার কাজ কবে শেষ হবে জানা নেই।'

স্বপন রায় নামে স্থানীয় এক বাসিন্দা বলছেন, 'শিলিগুড়ি শহর ও মাটিগাড়ার মধ্যে যাতায়াতের ক্ষেত্রে পতিরামজোতের এই রাস্তা গুরুত্বপূর্ণ। ভেবেছিলাম, রাস্তা তৈরি হলে ধুলো থেকে রেহাই পাব। কিন্তু এভাবে কাজ বন্ধ হয়ে যাবে, তা আশা করিনি। এখনও ধুলোর জন্য দোকানের সামনে প্লাস্টিকের পর্দা ঝুলিয়ে রাখতে বাধ্য হচ্ছি।' রবি কুমার নামে আর এক বাসিন্দার কথায়, 'এভাবে কাজ বন্ধ হয়ে যাওয়া হতাশাজনক। স্থানীয়দের ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে। দ্রুত রাস্তার কাজ শেষ করা উচিত।'

সমস্যার কথা মেনে নিয়েছেন মাটিগাড়া-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান দীপালি ঘোষ। তিনি বলেন, 'পতিরামজোত হয়ে শুটকি গোডাউনের দিকে যাওয়ার রাস্তাটি এসজেডিএ-র তরফে করা হবে। কিন্তু ১১০০ মিটারের রাস্তাটি কেন বন্ধ হল জানি না। এতে সমস্যা বেড়েছে।'

এদিকে, রামঘাট থেকে মাটিগাড়া ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র পর্যন্ত গোটা রাস্তাই সম্প্রসারণের দাবি উঠেছে। কর্মাধ্যক্ষ জানিয়েছেন, রাস্তা চওড়া করার কাজ শুরু করছে শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এসজেডিএ)।

কোথায় সমস্যা

- রামঘাটের পঞ্চম মহানন্দা সেতু থেকে চৌরঙ্গি মোড় পর্যন্ত রাস্তা বেহাল
- ১১০০ মিটার দীর্ঘ রাস্তা ও নিকাশিনালা নির্মাণের কাজ গত বছরের মার্চ মাসে শুরু হয়েছিল
- এজন্য প্রায় ৬৩ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হয়
- কিন্তু এখনও রাস্তার ওপর পিচের প্রলেপ পড়েনি
- কাজ অর্ধ সমাপ্ত রেখে চলে গিয়েছেন ঠিকাদার

পঞ্চম মহানন্দা সেতু থেকে চৌরঙ্গি মোড় পর্যন্ত অর্ধসমাপ্ত রাস্তা।

শীতের সকালে কসরত

আত্মরক্ষার কৌশল শিখছে কিশোর। শিলিগুড়িতে রবিবার। ছবি : তপন দাস

অভিযোগের তির স্থানীয়দের দিকে

কৃষি বিপণন দপ্তরের জমি দখল

মহম্মদ আশরাফুল হক

গোয়ালপোখর, ২ ফেব্রুয়ারি : কৃষি বিপণন দপ্তরের পরিত্যক্ত গুদাম দখল করে বসবাসের অভিযোগ উঠল স্থানীয়দের একাংশের বিরুদ্ধে। শুধু তাই নয়, পড়ে থাকা বাকি জমিটিও স্থানীয়দের দখলে চলে গিয়েছে। সেখানে তৈরি হয়েছে বাড়ি। ঘটনাটি গোয়ালপোখর থানার সাহাপুর-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের সাহাপুর বাজার সংলগ্ন এলাকায়।

সাহাপুর ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মহম্মদ নুরউদ্দিন বলেন, 'পরিত্যক্ত গুদামটি দখল করে অনেকেই সেখানে বাস করছেন। বিষয়টি নিয়ে আমরাও উদ্বেগের মধ্যে রয়েছি। বিশৃঙ্খলা এড়াতে আমরা এখন কিছু বলছি না। আগামীদিনে সেখানে সুপার মার্কেট গড়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে। এই নিয়ে রাজ্যের মন্ত্রী গোলাম রব্বানি ও ব্লক প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে।'

পরিত্যক্ত গুদাম দখল করে বসবাস। সাহাপুরে।

সাহাপুর বাজার থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে বিগত বাম আমলে কৃষি বিপণন দপ্তরের গুদামটি গড়ে তোলা হয়েছিল। দীর্ঘদিন পরিত্যক্ত অবস্থায় থাকার পর বর্তমানে সেটি দখল করে বসবাস শুরু করেছেন অনেকেই। প্রায় এক বিঘা জমির উপরে থাকা গুদাম সহ সব জায়গাটিই এখন দখলদারদের কাছে চলে গিয়েছে।

স্থানীয় বাসিন্দা গৌতম পালের কথায়, 'শুধু কৃষি বিপণন দপ্তরের গুদাম, জমি দখল হচ্ছে এমন নয়। এলাকার বেশ কিছু সরকারি জমি মাফিয়াদের কবজায় চলে গিয়েছে।' স্থানীয়দের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে এসব ঘটনা ঘটলেও, প্রশাসনিকভাবে কোনও পদক্ষেপ করা হচ্ছে না। স্থানীয় বাসিন্দা নুরুল ইসলামের দাবি, 'দিন যত এগিয়ে যাচ্ছে এলাকার জমির মূল্য লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। ফলে মাফিয়াদের নজর পড়ছে সরকারি জমির উপর।' স্থানীয়দের কথায়, কৃষি বিপণন দপ্তরের দখল হওয়া জমি ও গুদাম অবিলম্বে দখলমুক্ত করার ব্যবস্থা করা হোক।

গোয়ালপোখর-১ ব্লকের বিডিও কৌশিক মল্লিক জানালেন, সরকারি জমি দখলমুক্ত করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে।

ঠোঁটের আগায় সাফাই মজুত

পানীয় জল, রাস্তা, সেতু সহ একাধিক সমস্যার সমাধান করতে কতটা উদ্যোগী হয়েছেন গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান। জনতার এসব সমস্যা নিয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বললেন মনজুর আলম

জনতার চার্জশিট

মাঝিয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েত

কাইয়ুম আলম
প্রধান, মাঝিয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েত

জনতা : কাঁচাকালী বাজারে জরাজীর্ণ শেড। খোলা আকাশের নীচে সবজি ব্যবসায়ীরা বসছেন। এ ব্যাপারে কী ভাবছেন? বাজার এলাকায় কর্মতীর্থ ভবন আছে, কিন্তু চালু করা হচ্ছে না কেন?

প্রধান : শেড সংস্কারের ব্যাপারে উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। মূল বাজারে জায়গার অভাবে কয়েকজন খুচরো ব্যবসায়ী বাইরে বসছেন। বিকল্প চিন্তাভাবনা চলছে। শীঘ্রই কর্মতীর্থ ভবন চালু করা হবে।

জনতা : বেরং সেতু সহ একাধিক জায়গায় পথবাতি বসানো হচ্ছে না কেন?

প্রধান : যে সমস্ত এলাকায় খুব প্রয়োজন, সেখানে পথবাতি বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেতুর দু'পাশেও লাইট লাগানো হবে।

জনতা : গ্রাম পঞ্চায়েতের একাধিক এলাকায় গরমে পানীয় জলের সংকট দেখা দেয়। সমস্যা মেটাতে কী উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে?

প্রধান : জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তর থেকে কাজ চলছে। কাজ শেষে পরিষেবা চালু হলে সমস্যা মিটে যাবে।

জনতা : সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প বন্ধ কেন?

প্রধান : প্রকল্পের সামনে রাস্তার সমস্যা রয়েছে। রাস্তার কাজ শেষ হলে ফের চালু হবে।

জনতা : ডোক ব্যারেজ এলাকায় পিকনিক স্পট গড়ার জোরালো দাবি উঠেছে। এ বিষয়ে কী উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে?

প্রধান : বিষয়টি বিধায়ক ও ব্লক প্রশাসনের নজরে আনা হয়েছে।

জনতা : ৩ নম্বর হাঁসখারি এলাকায় কৃষকদের কয়েক বিঘা জমি খালে পরিণত হয়েছে। একটি কালভার্টও ভেঙেছে। এক্ষেত্রে কী পদক্ষেপ করেছেন?

প্রধান : বিষয়টি ব্লক ও জেলা স্তরে জানানো হয়েছে। কিন্তু কোনও সুরাহা হয়নি।

একনজরে

মাঝিয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েত
ব্লক : চোপড়া
জনসংখ্যা : ৫৮, ৯২৭।
(২০১১ সালের জনগণনা অনুসারে)
সংসদ: ৩০

জনতা : শ্যামগছে পিএইচই প্রকল্পের জলাধার থেকে ঠিকঠাক পরিষেবা মিলছে না। কেন?

প্রধান : সম্ভবত কোনও টেকনিকাল সমস্যা রয়েছে। সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মীরা দেখে গিয়েছেন।

জনতা : যাঁদের সত্যিই ঘর প্রয়োজন, তাঁদের নাম আবাস যোজনা প্রকল্প থেকে বাদ গেল কী কারণে?

প্রধান : পুরোনো সমীক্ষার ওপর ভিত্তি করে কাজ হয়েছে। এক্ষেত্রে বর্তমান গ্রাম পঞ্চায়েত বোর্ডের কোনও ভূমিকা নেই।

জনতা : সুকারুগছ এলাকায় বেরং নদীতে সেতুর দাবি উঠেছে। এব্যাপারে গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে কোনওরকম পদক্ষেপ হয়েছে কি?

প্রধান : ওই এলাকায় গ্রামের গা ঘেঁষে রাস্তা আছে। কিছুটা দূরে সেতুও রয়েছে। প্রতিবার বর্ষায় ওখানে গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে সাঁকোর ব্যবস্থা করা হয়।

জনতা : এলাকায় ফি বছর বর্ষায় নদীভাঙনে আবাদি জমি, চা বাগান নষ্ট হয়। তা রুখতে কী ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে?

প্রধান : বিষয়টি সেচ দপ্তরের নজরে আনা হয়েছে। পূর্ত দপ্তরের বরাদ্দ অর্থে বেরং সেতুর নীচে পাড়বাঁধাই শুরু হয়েছে।

জনতা : সুখদেবপুর কালী মন্দির থেকে বাউরিগছ পর্যন্ত এক কিলোমিটার রাস্তা পাকা করার দাবি অনেকদিনের। কিন্তু তা হচ্ছে না কেন?

প্রধান : পথশ্রী প্রকল্পে ওই রাস্তার কাজ ধরা হয়েছে। শীঘ্রই সমস্যা মিটে যাবে।

স্কুলের গেট নিয়ে পালাল চোর

আজব কাণ্ড ২৩ নম্বর ওয়ার্ডে

শিলিগুড়ি, ২ ফেব্রুয়ারি : কথায় আছে, 'চুরি বিদ্যা মহা বিদ্যা যদি না পড়ো ধরা'। শিলিগুড়ির ২৩ নম্বর ওয়ার্ডে চোরের দল যে ভেলকি দেখাল, তাতেই বোঝা যাচ্ছে তাদের 'চুরি বিদ্যা'-র বহর।

স্কুল থেকে কম্পিউটার, ফ্যান, এমনকি মিড-ডে মিলের চাল চুরির ঘটনা মাঝেমধ্যে কানে আসে। কিন্তু স্কুলের গেট চুরি! কি শুনেছেন কখনও? শুনতে অবাক লাগলেও এমনই ঘটনাটি ঘটেছে সূর্যনগর মাস্টার প্রীতনাথ মেমোরিয়াল মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, চোরের দল শনিবার ভোরে ডাবগ্রাম এলাকায় হানা দেয়। স্কুলের অন্য কোনও সরঞ্জাম চুরি না গেলেও লোহার গেট, রাস্তার ধারে থাকা ১৫-২০টি গাছের খাঁচা নিয়ে চম্পট দিয়েছে তারা। বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই হইচই পড়ে গিয়েছে। দীপ রাহার মতো অনেক বাসিন্দাই ঘটনায় অবাক। স্থানীয় বাসিন্দা প্রদ্যুৎ রায়ের কথায়, 'স্কুল থেকে শিক্ষাসামগ্রী চুরি হয় শুনেছি। তাই বলে আস্ত গেট চুরি! না কখনও শুনিনি।' ঘটনার একটি সিসিটিভি ফুটেজ প্রকাশ্যে এসেছে (যদিও তার সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ), যেখানে একজনকে গেট হাতে নিয়ে যেতে দেখা যাচ্ছে।

গেট খুলে নিয়ে যাচ্ছে চোর। ছবি ধরা পড়েছে সিসিটিভি ক্যামেরায়।

স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা লেখশ্রী সাহার বক্তব্য, 'আজ স্কুলের পেছনের লোহার গেট চুরি হয়েছে, এরপর স্কুলের সামনের গেটও চুরি হবে। পুলিশের টহলদারি বাড়ানো দরকার।' এ বিষয়ে স্থানীয় কাউন্সিলার লক্ষ্মী পাল শিলিগুড়ি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন।

এদিকে, এই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতে রবিবার ভোরে এলাকার কয়েকজন তরুণ সন্দেহভাজন এক ব্যক্তিকে একটি বাড়ির সীমানা প্রাচীর টপকাতে দেখেন। তরুণরা তাকে আটক করে স্থানীয় একটি ক্লাবে নিয়ে রাখেন। তাঁরা ওয়ার্ড কাউন্সিলারকে খবর দেন। কাউন্সিলার ক্লাবে পৌঁছে পুলিশকে বিষয়টি জানান। পরে পুলিশ পৌঁছে অভিযুক্তকে থানায় নিয়ে যায়।

> আজ স্কুলের পেছনের লোহার গেট চুরি হয়েছে, এরপর স্কুলের সামনের গেটও চুরি হবে। পুলিশের টহলদারি বাড়ানো দরকার।
>
> **লেখশ্রী সাহা** *প্রধান শিক্ষিকা*

শীতের রাতে চোরের দৌরাত্ম্যে চিন্তার ভাঁজ স্থানীয়দের কপালে। বাসিন্দারা বলছেন, শিলিগুড়িতে চুরি-ডাকাতির মতো ঘটনা বাড়ছে। পুলিশ ও প্রশাসনের উচিত দ্রুত পদক্ষেপ করা।

এবিষয়ে কাউন্সিলার লক্ষ্মী পালের বক্তব্য, 'আমরা পুলিশকে রাতে টহলদারি বাড়াতে বলেছি। এছাড়া মেয়রের কাছে গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় সিসিটিভি ক্যামেরা বসানোর আবেদন জানানো হয়েছে। মেয়র আশ্বাস দিয়েছেন। দ্রুত কাজ হবে।'

গজলডোবায় রাস্তার জন্য ওয়ার্ক অর্ডার

জলপাইগুড়ি, ২ ফেব্রুয়ারি : প্রায় ৬ বছর ধরে চলেছে টানাপোড়েন। পূর্ত দপ্তর না জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদ, কে তৈরি করবে রাস্তা তা নিয়ে অনেক জলঘোলা হওয়ার পর অবশেষে পঞ্চায়েত দপ্তরের ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট রুরাল ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি বোদাগঞ্জ থেকে ক্যানাল রোড ধরে গজলডোবা পর্যন্ত সাড়ে ১২ কিমি রাস্তা নতুন করে তৈরির ওয়ার্ক অর্ডার ইস্যু করল। প্রায় ১২ কোটি টাকা খরচ হবে রাস্তা তৈরিতে। গ্রামীণ পরিকাঠামো উন্নয়ন ফান্ড (আরআইডিএফ) থেকে অনুমোদন করা হয় ওই টাকা।

জেলা শাসক শামা পারভিন বলেন, 'বিভিন্ন মহল থেকে রাস্তা মেরামতের দাবি করা হচ্ছিল। প্রশাসন থেকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে একাধিকবার জানানোর পর রাস্তার কাজ শুরু হচ্ছে। ওয়ার্ক অর্ডার দেওয়া হয়েছে।'

দীর্ঘদিন ধরে বেহাল হয়ে পড়ে রাস্তাটি। বর্ষার সময় খানাখন্দে জল জমে ডোবার আকার নেয়। এতে মাঝেমধ্যেই দুর্ঘটনা ঘটছে বলে জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দা শিবম রায়।

বেঞ্চ ধার করে পরীক্ষার ব্যবস্থা

চোপড়া, ২ ফেব্রুয়ারি : দোরগোড়ায় মাধ্যমিক। চোপড়া ব্লকের বিভিন্ন পরীক্ষাকেন্দ্রের পরিকাঠামো নিয়ে তৎপরতা শুরু হয়েছে। অধিকাংশ পরীক্ষাকেন্দ্রে নজরদারির জন্য শিক্ষকসংকটের সমস্যা আপাতত মিটলেও দুটি ভেনুর জন্য শিক্ষকদের বেঞ্চ ধার করতে হচ্ছে। চোপড়া ব্লকে এবার মাধ্যমিক পরীক্ষায় নজরদারির জন্য ১০২ জন প্রাথমিক স্কুল শিক্ষককে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। দাসপাড়া হাইস্কুল ও বাচ্চামুন্সি গার্লস হাইস্কুলে বেঞ্চের সমস্যা দেখা দিয়েছে।

দাসপাড়া হাইস্কুলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক জাকির হুসেন বলেন, 'স্কুলে ৭৫৪ জন পরীক্ষার্থীর সিট পড়েছে। নজরদারির জন্য ২২ জন শিক্ষকের প্রয়োজন ছিল। ব্লক প্রশাসন শিক্ষকের তালিকা পাঠিয়েছে। তবে বেঞ্চের সমস্যা এখনও রয়েই গিয়েছে। আরও ৫০ সেট বেঞ্চ প্রয়োজন। বেঞ্চ নেওয়ার ব্যাপারে আশপাশের প্রাথমিক স্কুলগুলির সঙ্গে যোগাযোগ করা হচ্ছে।'

বাচ্চামুন্সি গার্লস হাইস্কুলেরও একই সমস্যা। এখানেও ৫০ সেট বেঞ্চের প্রয়োজন বলে জানা গিয়েছে। ওই স্কুলের শিক্ষিকাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গিয়েছে, এলাকায় সবক'টি হাইস্কুলে পরীক্ষার সেন্টার পড়েছে। তারা কেউ বেঞ্চ ধার দিতে পারবে না। তাই চেষ্টা করা হচ্ছে আশপাশের প্রাথমিক স্কুল থেকে বা প্রয়োজনে বেসরকারি স্কুল থেকে বেঞ্চ ধার নেওয়ার।

ব্লক প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, এবার নজরদারির জন্য গোটা ব্লকের বিভিন্ন কেন্দ্রে ১১২ জন অতিরিক্ত শিক্ষকের প্রয়োজন

চোপড়া

ছিল। আবার মাদ্রাসা বোর্ডের মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য মদনগছ সিনিয়ার হাই মাদ্রাসা কেন্দ্রে ২০ জন অতিরিক্ত শিক্ষকের প্রয়োজন ছিল। শিক্ষকের সমস্যা মিটেছে। এলাকার জুনিয়ার হাইস্কুল, হাইস্কুল ও প্রাথমিক স্কুল থেকে শিক্ষকদের তালিকা তৈরি করা হয়েছে। চোপড়া সার্কেলের স্কুল পরিদর্শক (প্রাথমিক) বরুণ শিকদার বলেন, '৮৮ জন প্রাথমিক শিক্ষকের তালিকা তৈরি করা হয়েছে।' এদিকে চোপড়া নর্থ সার্কেলের স্কুল পরিদর্শক (প্রাথমিক) ফারুক মণ্ডল জানিয়েছেন, তাঁদের সার্কেল থেকে ১৪ জন প্রাইমারি স্কুল শিক্ষককে মাধ্যমিক পরীক্ষায় নজরদারির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

বাগডোগরার ৭ জন আহত কুম্ভের পথে

বাগডোগরা, ২ ফেব্রুয়ারি : কুম্ভে যাওয়ার পথে বাস দুর্ঘটনায় আহত হলেন বাগডোগরার ৭ জন। দুর্ঘটনার কবলে পড়ায় কুম্ভযাত্রা বাতিল করে তাঁরা বাগডোগরায় ফিরে এসেছেন।

স্থানীয় সূত্রে খবর, রবিবার ভোর ৫টা নাগাদ কাটিহারের ২০ কিলোমিটার আগে দাগারু থানার কাছে ঘটনাটি ঘটেছে। পুলিশ এবং স্থানীয় বাসিন্দারা আহতদের উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসা হয়। কৃষ্ণা সরকার নামে এক যাত্রীর কলারবোন ভেঙেছে।

বাসযাত্রী সুমিত সিনহা জানান, শনিবার রাত সাড়ে ১০টা নাগাদ বাগডোগরা থেকে ৫০ জনের একটি দল বাসে চেপে কুম্ভের উদ্দেশে যাত্রা করে। কুয়াশার জন্য বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কের পাশে উলটে যায়। গাড়ির কাচ ভেঙে যাত্রীদের বের করে আনেন স্থানীয়রা।

ধান চুরির অভিযোগ

চাকুলিয়া, ২ ফেব্রুয়ারি : এক ব্যবসায়ীর ধান চুরির অভিযোগ উঠল। শনিবার রাতে চাকুলিয়া থানার গোছড়া এলাকায় ঘটনাটি ঘটে। খবর পেয়ে রবিবার সকালে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় চাকুলিয়া থানার পুলিশ। এদিন ব্যবসায়ীর তরফে অভিযোগ দায়ের করা হয়। তবে এখনও পর্যন্ত কেউ গ্রেপ্তার হয়নি।

ব্যবসায়ী লাল মহম্মদ বলেন, 'শনিবার চাকুলিয়া হাটে ১২০ বস্তা ধান কিনেছিলাম। সেই ধান টুঙ্গিদিঘির রাইস মিলে পাঠানোর কথা ছিল। হাট থেকে এনে তা রাস্তার পাশে ট্র্যাক্টরের ট্রলিতে রাখা ছিল। ওই ধান চুরি করেছে দুষ্কৃতীরা।' পুলিশ জানিয়েছে, তদন্ত শুরু হয়েছে।

ছিনতাইয়ে ধৃত

ফাঁসিদেওয়া, ২ ফেব্রুয়ারি : প্রাণে মারার হুমকি দিয়ে নগদ প্রায় চার লক্ষ টাকা ছিনতাই করার অভিযোগ উঠল চটহাটে। ঘটনায় দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশ। ধৃত মহম্মদ এক্রামুল কান্তিভিটা এবং মহম্মদ জহিরুল তেলিগছের বাসিন্দা।

অভিযোগ, ধৃতরা তেলিগছের বাসিন্দা মহম্মদ আফতারকে প্রাণে মারার হুমকি দিয়ে তাঁর কাছে থাকা নগদ টাকা নিয়ে পালিয়ে যায় শনিবার। ওই রাতেই ফাঁসিদেওয়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। রবিবার অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃতদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। এদিন ধৃতদের শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হয়। বিচারক ধৃতদের তিনদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

সুরে শিলিগুড়ি মাতাচ্ছেন দৃষ্টিহীন ৩ শিল্পী

মাম্পী চৌধুরী

শিলিগুড়ি, ২ ফেব্রুয়ারি : দৃষ্টি না থাকলেও গলায় আছে সুর। আর সেই সুরের জাদুতে শিলিগুড়িকে মাতিয়ে রেখেছেন দিনহাটার তিন ব্যক্তি। জীবিকানির্বাহ করতে নিজেদের বাঁধা গানকেই আঁকড়ে ধরেছেন তাঁরা। এঁরা হলেন বছর পয়ষট্টির তরুণ বর্মন, গজেন বর্মন (৫৫) এবং সন্তোষ রায় (৩৫)। আদতে দিনহাটার বাসিন্দা হলেও শিলিগুড়ির বিভিন্ন স্টেশন বা রাস্তার মোড়ে পথচারীদের গান শোনাতে দেখা যায় তাঁদের। প্রতিদিনই এই দৃষ্টিহীন শিল্পীদের গান ও তাঁর দোতারার সুর শুনতে ভিড় করেন শ্রোতারা।

অদম্য ইচ্ছাশক্তি আর প্রতিভাকে সম্বল করে জীবনযুদ্ধে এগিয়ে চলেছেন গজেনরা। শিল্পীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, তিনজনই জন্ম থেকে দৃষ্টিহীন। তবে ছোটবেলা থেকে সংগীতের প্রতি তাঁদের বিশেষ টান। কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখি হয়ে তাঁরা গানকেই আঁকড়ে ধরেছেন। প্রতিদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত এনজেপির নেতাজি মোড়, দার্জিলিং মোড়ে গান শোনাতে দেখা যায় তাঁদের। গানে মুগ্ধ হয়ে অনেক পথচারী কিছু অর্থ সহায়তা করেন, এভাবে যা উপার্জন হয়, তা দিয়েই চলে পেট।

তরুণ বর্মন বলেন, 'সংসার চলে টেনেটুনে। গ্রামের বাড়িতে আমার দুই ছেলে অন্যের জমিতে চাষ করে। আমরা পড়াশোনা জানি না। কে দেবে আমাদের কাজ। তাই গান গেয়ে জীবিকানির্বাহ করি।'

সন্তোষের কথায়, 'চোখে দেখতে না পেলেও মনের চোখ দিয়ে পৃথিবীটা অনুভব করি। গান আমাদের বেঁচে থাকার শক্তি জোগায়।'

তিন দৃষ্টিহীন শিল্পীর সুরে মুগ্ধ শ্রোতারা। ভারতনগরে। রবিবার।

রবিবার ভারতনগরের একটি দোকানের সামনে দেখা গেল, তাঁদের গান শোনার জন্য ভিড় জমে গিয়েছে। সংগীতের মূর্ছনায় শ্রোতারা রীতিমতো মুগ্ধ। গান শোনার জন্য দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন গোবিন্দ মণ্ডল নামে এক পথচারী। তিনি বলেন, 'আমি অনেকক্ষণ ধরে তাঁদের গান শুনছি। এই সুর হৃদয় ছুঁয়ে যায়।'

সরকার থেকে কিছু সুবিধা পান কি? গজেন বর্মনের কথায়, 'হ্যাঁ পাই। শিল্পী ভাতা এক হাজার এবং মানবিক ভাতা হিসেবে আরও এক হাজার। কিন্তু সারা মাস তো আর দু'হাজার টাকায় চলে না। সরকার ভাতার অঙ্ক বাড়ালে সুবিধা হবে।'

> সংসার চলে টেনেটুনে। গ্রামের বাড়িতে আমার দুই ছেলে অন্যের জমিতে চাষ করে। আমরা পড়াশোনা জানি না। কে দেবে আমাদের কাজ। তাই গান গেয়ে জীবিকানির্বাহ করি।
>
> **তরুণ বর্মন** *দৃষ্টিহীন শিল্পী*

বাড়িতে চুরি

চোপড়া, ২ ফেব্রুয়ারি : চোপড়া থানার দৌলতগছ এলাকায় এক র‍্যাশন ডিলারের বাড়িতে চুরির ঘটনা ঘটল। শনিবার গভীর রাতে জানলার গ্রিল কেটে নগদ টাকা, গয়না সহ বেশ কিছু নথি নিয়ে গিয়েছে বলে জানিয়েছেন এই র‍্যাশন ডিলার। রবিবার এনিয়ে চোপড়া থানায় লিখিত অভিযোগ জমা করেন বাড়ির মালিক। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

দুয়ারে ১.০৭ কোটি

এবারের দুয়ারে সরকারে ১.০৭ কোটি মানুষ পরিষেবা পেয়েছেন। ১.০৫ লক্ষ ক্যাম্পে ৭৬ লক্ষের বেশি আবেদন গ্রহণ করা হয়েছে। তার মধ্যে ৫০ শতাংশের সমস্যা সমাধান হয়েছে।

গাঁজা উদ্ধার

রবিবার হাওড়ার শালিমার স্টেশনে ডাউন করমণ্ডল এক্সপ্রেস থেকে ২২ কেজি গাঁজা সহ দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে রেল পুলিশ। ধৃতদের বাড়ি ওড়িশায়।

উড়ানে সমস্যা

ঘন কুয়াশার জন্য কলকাতা বিমানবন্দরে রবিবার সকাল থেকে বিমান ওঠানামা করতে চরম সমস্যা হয়। ১০টিরও বেশি বিমান বাতিল করতে হয়েছে।

উদ্ধার তরুণ

লিলুয়ায় ডাউন সিনড্রোমে আক্রান্ত নিখোঁজ এক তরুণকে রবিবার পঞ্চাননতলা রোড থেকে উদ্ধার করল ব্যাঁটরা থানার পুলিশ। শনিবার লিলুয়া স্টেশন থেকে ওই তরুণ হারিয়ে যান।

নৈহাটির তৃণমূল কর্মী খুনে ধৃত ১

কলকাতা, ২ ফেব্রুয়ারি : শনিবারই ব্যারাকপুরের পুলিশ কমিশনার পদ থেকে অলোক রাজোরিয়াকে সরিয়ে অজয়কুমার ঠাকুরকে ওই পদে বসানো হয়েছে। তার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই নৈহাটিতে তৃণমূল কর্মী খুনের ঘটনায় মূল অভিযুক্ত অক্ষয় গণকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। তৃণমূল কর্মী খুনের ঘটনায় এর আগে আরও চারজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। শুক্রবার বিকালে নৈহাটির গৌরীপুরে সন্তোষ যাদব নামে এক তৃণমূল কর্মী খুন হন। এর আগেও ভাটপাড়া ও ব্যারাকপুরে তৃণমূল কর্মীকে গুলি করার ঘটনা ঘটেছিল। সেই কারণে ব্যারাকপুরের পুলিশ কমিশনারের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। এরপর শনিবারই অলোক রাজোরিয়াকে ব্যারাকপুরের পুলিশ কমিশনার পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। নৈহাটির তৃণমূল কর্মী খুনের ঘটনার পর ঘটনাস্থল পরিদর্শনে যান পুলিশ কমিশনার। সেই সময় তিনি দাবি করেছিলেন, সন্তোষ যাদবকে থেঁতলে খুন করা হয়েছে। গুলি চালানোর কোনও ঘটনা ঘটেনি। যদিও নৈহাটির তৃণমূল বিধায়ক সনৎ দেব দাবি করেছিলেন, গুলি করেই সন্তোষকে খুন করা হয়েছে। পুলিশ ও বিধায়কের দুরকম বয়ান নিয়ে ধন্দ তৈরি হয়। এরপরই ব্যারাকপুরের পুলিশ কমিশনারকে তুলনামূলক কম গুরুত্বপূর্ণ ট্রাফিক বিভাগের ডিআইজি পদে বদলি করা হয়। ব্যারাকপুরের পুলিশ কমিশনার পদে নিয়ে আসা হয় কারা বিভাগের ডিআইজি অজয়কুমার ঠাকুরকে।

বিধায়কের প্রয়াণে শোক

কলকাতা, ২ ফেব্রুয়ারি : হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত হলেন নদিয়ার কালীগঞ্জের তৃণমূল বিধায়ক নাসিরুদ্দিন আহমেদ। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭১ বছর। শনিবার গভীর রাতে তিনি বাড়িতেই অসুস্থ বোধ করেন। তাঁকে পলাশির মীরা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হলে সেখানে তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। দলের প্রবীণ বিধায়কের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

তিনি তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'আমার সহকর্মী নদিয়ার কালীগঞ্জের বিধায়ক নাসিরুদ্দিন আহমেদের (লাল) আকস্মিক প্রয়াণে আমি শোকাহত। একজন প্রবীণ জনসেবক এবং রাজনৈতিক প্রতিনিধি হিসেবে তিনি আমাদের বিশ্বস্ত সম্পদ ছিলেন। তিনি একজন আইনজীবী এবং সমাজকর্মীও ছিলেন। তিনি আমার কাছে সত্যিই খুব মূল্যবান ছিলেন। তাঁর পরিবার, বন্ধু এবং অনুগামীদের সমবেদনা জানাই।' কালীগঞ্জের এই বিধায়কের প্রয়াণে শোকপ্রকাশ করেছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীও।

হলুদ শাড়িতে মিষ্টি দুই খুদে। রবিবার কলকাতায় আবির চৌধুরীর তোলা ছবি।

নর্দমা সাফাইয়ে মৃত তিন কর্মী

১০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ ঘোষণা ফিরহাদের

কলকাতা, ২ ফেব্রুয়ারি : ট্যানারির পাইপলাইন পরিষ্কার করতে ম্যানহোলে নেমে মৃত্যু হল ৩ শ্রমিকের। রবিবার সকালে বানতলার লেদার কমপ্লেক্স থানা এলাকার ৪৫২ নম্বর প্লটে ওই দুর্ঘটনা ঘটে। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতদের নাম সুমন সর্দার, ফরজেম শেখ ও হাসি শেখ। চার দিন আগে গত বৃহস্পতিবারই সুপ্রিম কোর্ট কলকাতা সহ দেশের ছয় শহরে ম্যানহোলে মানুষ নামিয়ে কাজ করা নিয়ে সতর্ক করে দিয়েছিল। তার মধ্যেই এই দুর্ঘটনা ঘটে। মৃতদের পরিবার পিছু ১০ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম।

এদিন সকালে লেদার কমপ্লেক্সের ভিতরে ওই সাফাইয়ের কাজ চলছিল। পুলিশ জানিয়েছে, প্রথমে একজন শ্রমিক ম্যানহোল দিয়ে পাইপলাইনের ভিতরে ঢোকেন। কিন্তু দীর্ঘক্ষণ পরও তিনি না ফেরায় একে একে বাকি দুজনও ভিতরে ঢোকেন। সেই দুজনও না ফেরায় সন্দেহ হয়। ওই শ্রমিকরা সবাই মুর্শিদাবাদ থেকে এসেছিলেন। ম্যানহোলের ভিতরে দীর্ঘদিনের জমে থাকা দুর্গন্ধযুক্ত বর্জ্যতে পড়ে গিয়ে দমবন্ধ হয়ে তাঁদের মৃত্যু হয়েছে বলে প্রাথমিক রিপোর্টে জানা গিয়েছে। পুলিশ মৃতদেহগুলি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে।

বৃহস্পতিবারই সুপ্রিম কোর্ট কলকাতা, দিল্লি, চেন্নাই, মুম্বই, হায়দরাবাদ ও বেঙ্গালুরু শহরকে এই নিয়ে সতর্ক করেছিল। এমনকি ১৩ ফেব্রুয়ারির মধ্যে ওই ছয় শহরের মেয়রকে এই বিষয়ে আদালতে হলফনামা জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল। এক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্ট জানিয়েছে, ম্যানহোলে মানুষ ঢুকিয়ে পরিষ্কারের কাজ বন্ধ করতে হবে। ২০১৩ সালে দেশে নতুন আইন জারি হয়েছিল। ওই আইনে বলা হয়েছিল, মলমূত্র সাফাই বা বয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজ ও ম্যানহোল পরিষ্কারের মতো কোনও কাজ মানুষকে দিয়ে করানো যাবে না। এক্ষেত্রে যদি একান্তই করতে হয়, তাহলে ওই শ্রমিকের জীবন এবং স্বাস্থ্যের যাবতীয় সুরক্ষার দায়িত্ব নিতে হবে সরকারকে। সেক্ষেত্রে ম্যানহোলে মানুষ নামানোর আগে ভালোভাবে দেখে নিতে হবে নিকাশিনালায় প্রাণঘাতী কোনও বিষাক্ত গ্যাস আছে কি না। ম্যানহোলে যে সাফাইকর্মীদের নামানো হবে, তাঁদের কোমরে দড়ি বাঁধতে হবে। পর্যাপ্ত অক্সিজেনের ব্যবস্থা করতে হবে। সাফাইকর্মীদের মাথা থেকে পা পর্যন্ত বিশেষ পোশাকে ঢাকতে হবে। বিষাক্ত গ্যাসের থেকে বাঁচতে বিশেষ ধরনের মুখোশের ব্যবস্থা করতে হবে।

এছাড়া সাফাইকর্মীদের হাতে গ্লাভস ও পায়ে গামবুটের ব্যবস্থা করতে হবে। ১৯ ফেব্রুয়ারি এই মামলার পরবর্তী শুনানি। ২০২৩ সালে এই সংক্রান্ত একটি মামলায় সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দিয়েছিল, নর্দমা পরিষ্কার করতে গিয়ে কোনও সাফাইকর্মীর মৃত্যু হলে তাঁর পরিবারকে ৩০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। এদিন যে শ্রমিকরা ম্যানহোলে নেমেছিলেন, তাঁদের ক্ষেত্রে কোনওরকম নিরাপত্তার ব্যবস্থা ছিল না বলে অভিযোগ। এই বিষয়ে বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার বলেন, 'এটি দুর্ঘটনা নয়, খুন। যে সমস্ত আধিকারিক এজন্য দায়ী, তাঁদের গ্রেপ্তার করা উচিত।'

নিকাশিনালায় দুর্ঘটনাস্থলে। রবিবার বানতলায়। - পিটিআই

ঘটনাক্রম

- সকালে লেদার কমপ্লেক্সের ভিতরে সাফাইয়ের কাজ চলছিল
- প্রথমে একজন শ্রমিক ম্যানহোল দিয়ে পাইপলাইনের ভিতরে ঢোকেন
- দীর্ঘক্ষণ পরও না ফেরায় একে একে বাকি দুজনও ভিতরে ঢোকেন
- ম্যানহোলে দুর্গন্ধযুক্ত বর্জ্যতে পড়ে গিয়ে দমবন্ধ হয়ে মৃত্যু হয়েছে বলে প্রাথমিক রিপোর্ট
- ওই শ্রমিকরা সবাই মুর্শিদাবাদ থেকে এসেছিলেন

যোগেশচন্দ্র কলেজে পুজো চলাকালীন ধুন্ধুমার, কটাক্ষ শুভেন্দুর

ব্রাত্যকে ঘিরে বিক্ষোভ

কলকাতা, ২ ফেব্রুয়ারি : কড়া পুলিশি প্রহরায় রবিবার যোগেশচন্দ্র কলেজের ভিতরেই হল আইন বিভাগের সরস্বতীপুজো। কলেজের পাশের গলিতে হল দিবা বিভাগের পুজো। পুজো দেখতে গিয়ে এদিন বিক্ষোভের মুখে পড়েন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু ও কলেজ পরিচালন সমিতির সদস্য তথা সাংসদ মালা রায়। তাঁদের ঘিরে 'উই ওয়ান্ট জাস্টিস' স্লোগানও দেওয়া হয়।

বেশ কিছুদিন ধরেই যোগেশচন্দ্র কলেজে সরস্বতীপুজো ঘিরে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে। বিষয়টি আদালত পর্যন্ত গড়ায়। আইন বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের অভিযোগ, দিবা বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা তাঁদের পুজো করতে বাধা দিচ্ছেন। এরপরই আইন বিভাগের পড়ুয়ারা কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন। কোর্টের নির্দেশে পুলিশি নিরাপত্তায় কলেজের ভিতরেই তাঁরা পুজো করার অনুমতি পান। সেইমতো এদিন কলেজ চত্বরে বিশাল পুলিশবাহিনী মোতায়েন করা হয়। উল্লেখ্য, একই ক্যাম্পাসে যোগেশচন্দ্র আইন কলেজ এবং যোগেশচন্দ্র দিবা বিভাগের ক্লাস হয়। উভয় কলেজের পড়ুয়ারাই পুজো করেন। কিন্তু এবার পুজো ঘিরেই সমস্যার সৃষ্টি হয়।

এই কলেজেই আইন বিভাগে পড়তেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর প্রাক্তন কলেজে এহেন পরিস্থিতি নিয়ে তিনিও ক্ষুব্ধ। কোর্টের নির্দেশে পুলিশবাহিনী পরিচয়পত্র দেখে কলেজের ভিতরে পড়ুয়াদের ঢোকার অনুমতি দেয়। উপস্থিত ছিলেন কলকাতা পুলিশের যুগ্ম কমিশনার অজয় প্রসাদ। সবকিছু শান্তিতেই চলছিল। কিন্তু এদিন সকালে যখন আইন বিভাগে যান ব্রাত্য বসু, তখনই ক্ষুব্ধ পড়ুয়ারা তাঁকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। 'উই ওয়ান্ট জাস্টিস' স্লোগান দেওয়া হতে থাকে। ছাত্রীদের অভিযোগ, পুলিশের সামনেই তাঁদের অশালীন ভাষায় হুমকি দেওয়া হয়। তখনই ব্রাত্য চার ছাত্রীকে অধ্যক্ষর ঘরে ডেকে নিয়ে বৈঠক করেন। কলেজ থেকে ব্রাত্য বেরিয়ে যাওয়ার কিছুক্ষণ পর কলেজে ঢোকেন সাংসদ মালা রায়। তাঁকে ঘিরেও 'উই ওয়ান্ট জাস্টিস' স্লোগান দেওয়া হয়। এই নিয়ে ক্ষুব্ধ মালা বলেন, 'ছাত্রছাত্রীরা পুজোয় শামিল হবেন এটা যেমন চাই, তেমনি পুজোর দিনে কোনও স্লোগানও শুনব না। পুজো নিয়ে সমস্যার কথা আগে কেউ বলেনি। আজ শুনলাম। সমস্যা মেটানো হবে। তবে পড়ুয়ারা রাজনীতিতে জড়াক, তা চাই না।'

এইভাবে সরস্বতী পুজো ঘিরে কলেজে অশান্তির জন্য বিজেপিকেই দুষলেন কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম। তিনি বলেন, 'যাঁরা এইসব করছেন, তাঁরা খুব নীচু মনের মানুষ। সরস্বতীপুজো, দুর্গাপুজো সব কিছুর ঊর্ধ্বে। এই পুজোয় হিন্দু-মুসলিম সবাই অংশগ্রহণ করে।' অপরদিকে পুলিশি নিরাপত্তায় পুজোর তীব্র নিন্দা করেছেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তিনি বলেন, 'ওপার বাংলা আর এপার বাংলা মিলিয়ে দিলেন মুহাম্মদ ইউনুস ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলাদেশকে অনুকরণ করে সশস্ত্র বাহিনীর নিরাপত্তায় পুজোর রেওয়াজ এপার বাংলায় চালু করলেন মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী। যোগেশচন্দ্র চৌধুরী কলেজ ক্যাম্পাসে পুজো হচ্ছে, না সন্ত্রাসবাদী হামলা প্রতিরোধের মহড়া চলছে, বোধগম্য হচ্ছে না। ওখানে আল আমিন মণ্ডল আর এখানে সাবির আলি। মডেল সবই এক। মডেলটা হল জিহাদি মডেল।' এ প্রসঙ্গে বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গকে পশ্চিম বাংলাদেশ বানানোর পরিকল্পনা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। সেটা সফল হয়েছে। তার জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ।' হরিণঘাটার স্কুলে ও কলকাতার যোগেশচন্দ্র চৌধুরী কলেজের দৃষ্টান্ত সামনে রেখে সুকান্ত বলেন, 'কোথাও তৃণমূলের বুথ সভাপতি এসে হেডমাস্টারকে চমকাচ্ছেন কোথাও সাবির আলি এসে প্রিন্সিপালকে ধমকাচ্ছেন সরস্বতী পুজো করতে দেব না বলে। তাও কি না মুখ্যমন্ত্রীরই কলেজে।'

পড়ুয়াদের উই ওয়ান্ট জাস্টিস স্লোগান। রবিবার যোগেশচন্দ্র কলেজে।

বেড বাড়ছে

কলকাতা, ২ ফেব্রুয়ারি : ঘাটালের তৃণমূল সাংসদ দেবের আর্জি মেনে কেশপুর গ্রামীণ হাসপাতালের উন্নতিতে হাত লাগাচ্ছে রাজ্য। চিঠি দিয়ে দেবকে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, 'কেশপুর গ্রামীণ হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা বাড়ানো হচ্ছে। এজন্য রাজ্য ২৪ কোটি টাকা খরচ করছে। এখন ৩০টি বেড রয়েছে। তা বাড়িয়ে ৫০টি করা হচ্ছে।'

স্থিতিশীল পার্থ

কলকাতা, ২ ফেব্রুয়ারি : প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের শারীরিক অবস্থা এখন স্থিতিশীল। গত বৃহস্পতিবার তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় বাইপাসের ধারে মুকুন্দপুরে একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। সেখানেই অক্সিজেন সাপোর্টে রয়েছেন তিনি। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, কিডনি ও ফুসফুসের সমস্যার পাশাপাশি আরও বেশ কয়েকটি সমস্যায় ভুগছেন তিনি।

নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় অভিযুক্ত প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় দীর্ঘদিন জেলবন্দি। গত সোমবার শারীরিক সমস্যা দেখা দেওয়ায় তাঁকে এসএসকেএম হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানেই তাঁর চিকিৎসা চলছিল। বৃহস্পতিবার রাতে শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় এসএসকেএমের আইসিসিইউতে স্থানান্তরিত করা হয় তাঁকে। কিন্তু তাঁর অবস্থার আরও অবনতি হওয়ায় কলকাতা হাইকোর্টের অনুমতি নিয়ে মুকুন্দপুরের ওই বেসরকারি হাসপাতালে তাঁকে ভর্তি করা হয়।

হামলায় প্রশ্ন বিজেপির

কলকাতা, ২ ফেব্রুয়ারি : মালদার মানিকচকের তৃণমূল বিধায়ক সাবিত্রী মিত্রের ওপর হামলায় দলের গোষ্ঠীকোন্দলের ছবি আবার প্রকাশ্যে এসেছে। বিধায়ক নিজেই দলের একাংশের বিরুদ্ধে সেই অভিযোগের কথা জানিয়ে রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সীকে ফোন করেছেন। বিধায়কের অভিযোগকে কাজে লাগানোর সুযোগ প্রত্যাশামতোই হাতছাড়া করতে চায়নি বিজেপি। রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার বলেন, 'সাবিত্রীদেবীকে বলুন, দলের কারা তাঁকে হুমকি দিচ্ছে সেটা স্পষ্ট করে বলুন। দলের কাদের তরফ থেকে তিনি হামলার আশঙ্কা করছেন সেটা জানান।' সুকান্তর দাবি, এর আগে মালদায় বাবলা সরকারের খুন সহ জোড়া হামলায় তৃণমূলের একাংশের বিরুদ্ধেই অভিযোগ উঠেছে। তৃণমূল নেতাকে গ্রেপ্তারও করেছে পুলিশ। সুকান্ত বলেন, 'আসলে দুর্নীতির টাকার ভাগ নিয়েই এই খুনোখুনি চলেছে। যার ফল ভোগ করতে হচ্ছে সাধারণ মানুষ ও বিরোধী দল বিজেপিকে।'

দুর্গাপুজো বন্ধ, সরস্বতী বন্দনায় পদ্ম শিবির

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ২ ফেব্রুয়ারি : পুজো করা পার্টির কাজ নয়। দুর্গাপুজো না করা নিয়ে এটাই ছিল রাজ্য বিজেপির যুক্তি। অথচ সেই যুক্তিতে আটকায় না রাজ্য বিজেপি দপ্তরে ফি বছর সরস্বতী বন্দনা। পদ্ম শিবিরের এহেন আচরণ নিয়ে প্রশ্ন উঠছে দলের অন্দরে। প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ বলেন, 'পুজো নিয়ে আমার মত যা ছিল, এখনও তাই আছে।'

কৈলাস বিজয়বর্গীয়, মুকুল রায়রা তখন দণ্ডমুণ্ডের কর্তা বঙ্গ বিজেপিতে। হইহই করে দুর্গাপুজোয় নেমে পড়েছিল বঙ্গ বিজেপি। রাজ্য বিজেপির মহিলা মোর্চার উদ্যোগে সল্টলেকে দুর্গাপুজো করেছিল বিজেপি। সেই থেকে পুজো নিয়ে বিতর্কের শুরু বিজেপিতে। তদানীন্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ বলেছিলেন, পুজো করা পার্টির কাজ নয়। তা সত্ত্বেও পুজো হয়েছিল আড়ম্বরে। শুরু করলে অন্তত তিনবার পুজো করতে হয় এই যুক্তিতে, সুকান্ত জমানাতেও দুর্গাপুজো হয় দু'বার। কিন্তু গত বছর থেকে দিলীপের অবস্থান মেনে দুর্গাপুজো বন্ধ বঙ্গ বিজেপিতে। অথচ সেই যুক্তিতে আটকায়নি ৬ নম্বর মুরলীধর সেন লেনে রাজ্য বিজেপির দপ্তরের সরস্বতী বন্দনা। এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি।

রবিবার মানিকতলায় বিজেপির ছাত্র সংগঠন এবিভিপির দপ্তরে সরস্বতীপুজোয় যাওয়ার আগে রাজ্য বিজেপির দপ্তরে সরস্বতী বন্দনা সেরে গিয়েছেন সুকান্ত মজুমদারও। সরস্বতীপুজোকে ঘিরে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীও ব্যস্ত। শনিবার জানবাজারে এক বিজেপি যুব নেতার পুজোর উদ্বোধনের পর রবিবার হরিণঘাটা বিধানসভার অধীন নগরউখড়া বাজারে স্থানীয় বিজেপির উদ্যোগে করা একটি পুজোর উদ্বোধনে যান তিনি।

সম্প্রতি হরিণঘাটার দাসপোল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সরস্বতীপুজো করতে বাধা দেওয়া নিয়ে অভিযোগ

ওঠে স্থানীয় তৃণমূলের বুথ সভাপতির বিরুদ্ধে। সেই সুবাদেই খবরের শিরোনামে আসে এই স্কুল। বিরোধী দলনেতা ওই স্কুলে না গেলেও এদিন হরিণঘাটার নগরউখড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের বাজারে যে পুজোয় গিয়েছিলেন শুভেন্দু সেটি এই এলাকাতেই। সেখানেই সরস্বতীপুজো নিয়ে বিতর্কে ঘি ঢেলে শুভেন্দু বলেন, 'মমতা ও ইউনূসের জন্যই দুই বাংলার মিলন হয়েছে।' হরিণঘাটা ও যোগেশচন্দ্র চৌধুরী কলেজে সরস্বতীপুজোকে ঘিরে বিতর্কে সুকান্তও মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গকে পশ্চিম বাংলাদেশ বানানোর পরিকল্পনা সফল করার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর অবশ্যই ধন্যবাদ প্রাপ্য।' সরস্বতীপুজোকে কেন্দ্র করে এবার দলের সর্বস্তরের নেতা-কর্মীদের বিশেষ উদ্যোগ নিতে নির্দেশ দিয়েছিলেন রাজ্য বিজেপি নেতৃত্ব। ঘটনা পরম্পরার বিচারে স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন উঠছে, দল সরস্বতীপুজো করতে পারলে, দুর্গাপুজো বা অন্যান্য পুজো নিয়ে নিষেধ কেন?

যদিও এই প্রশ্নে বিতর্কে জড়াতে চাননি বিজেপি দপ্তরে পুজোর উদ্যোক্তা রাজ্য যুব মোর্চার সভাপতি ইন্দ্রনীল খাঁ। ইন্দ্রনীল বলেন, 'বহু বছর ধরে এটা চলে আসছে। এবারেও রাজ্য নেতৃত্বের নির্দেশ মেনেই আমরা পুজো করেছি।' দিলীপ ঘোষ বলেন, 'দুর্গাপুজো হোক বা সরস্বতীপুজো- পার্টি কোনও পুজো করুক তা আমি চাইনি। এটা দলের কাজ নয়। পুজোকে জনসংযোগের কাজে লাগানোই রাজনৈতিক দলের কাজ।' এদিন খড়্গপুরে নিজের পুরোনো সংসদীয় এলাকায় একাধিক পুজোর অনুষ্ঠানে গিয়েছেন দিলীপ। সেই দৃষ্টান্ত টেনে দিলীপের সংযোজন, পুজোর অনুষ্ঠানে সকলের সঙ্গে দেখা হয়। আজ দিনভর সেটাই করেছি। পুজো করতে যাব কেন?

পুজো বিতর্কে বিজেপির সমালোচনা করে তৃণমূলের জয়প্রকাশ মজুমদার বলেন, 'রাজনৈতিক মেরুকরণ করে '২৬-এর বিধানসভায় ক্ষমতা দখল করতে চায় বিজেপি। পুজো এলেই তাই ওরা বিতর্ক তৈরি করে তা উসকে দিতে চায়।'

গাইছেন লতা মঙ্গেশকর, শুনছেন সরস্বতী - বীরভূমের খয়রাশোল ব্লকের লাউবেরিয়া গ্রামের দেশপ্রেমী সংঘের সরস্বতীপুজোর থিম মন কেড়েছে ছোট-বড় সকলের। দুটি মূর্তিই তৈরি করেছেন ইলামবাজার থানা এলাকার শিল্পী সহদেব সূত্রধর। ছবি ও তথ্য : অশোক মণ্ডল

রাজনীতিতে থেকেও দিলীপের মন চাষবাসে

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ২ ফেব্রুয়ারি : রাজনীতিতে সক্রিয় থাকলেও আবার চাষবাসে মন দিয়েছেন বিজেপির প্রবীণ শীর্ষ নেতা দিলীপ ঘোষ। রাজ্য বিজেপির সফল প্রাক্তন সভাপতি দলের চলতি সাংগঠনিক নির্বাচন প্রক্রিয়ার মধ্যে সক্রিয়ভাবে থেকেও কৃষিকর্ম থেকে কিছুতেই দূরে থাকতে চান না। হাজার হোক, 'চাষার ব্যাটা' তিনি। নির্দ্বিধায় একথা বলতে আদৌ কুণ্ঠা বোধ করেন না। বলে থাকেন, 'রাজনীতি নয়, এটাই আসল। মানুষের পাশে থেকে তাঁদের কাজের মধ্যে নিয়ে আসা আর দিশা দেখানোই কিন্তু সঠিক 'জীবনচরিত' হওয়া উচিত আমাদের।' তাই দলের কাজের মধ্যেও এটাকে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকেন তিনি। এর সঙ্গে দলের দায়িত্ব পালন আগেও যেমন করেছেন এখনও করে চলেছেন।

আপাতত তারই সঙ্গে চাষবাসটাও করছেন তাঁর নিজের জেলা মেদিনীপুরে। খড়্গপুরের কাছে কাঁসাই নদীর ধারে কয়েক খণ্ড জমিতে চাষবাস শুরু করেছেন কয়েকজনকে নিয়ে। একেবারে পরীক্ষামূলক পদ্ধতিতে তাঁর উদ্যোগেই ওইসব জমিতে শুরু হয়েছে ব্রোকোলি, স্ট্রবেরি, ড্রাগন ফলের মতো চাষ। সঙ্গে এক জাতীয় হাইব্রিড টমেটো, যার একটি গাছেই ১০ কিলো টমেটো হতে পারে। পরীক্ষামূলকভাবে চাষের পর সাফল্য আসতেও শুরু করেছে। বাজার মিলবে বলেও সুস্পষ্ট আভাস ইতিমধ্যেই পেয়েছেন তাঁরা।

রবিবার 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ'কে দিলীপ জানালেন, 'এর উদ্দেশ্য আর লক্ষ্য একটাই, স্থানীয় মানুষকে এই ধরনের চাষবাসের কাজে উৎসাহিত করা। যে কোনও কারণেই হোক, কোনও বিতর্কে না গিয়ে বলা যায় মানুষ এধরনের কাজে বিশেষ একটা আসছে না। অথচ এসব ফলাতে পারলে তার বাজার আছে। দামও পাওয়া যায়। হাতেনাতে সেটা করেই আমরা তাদের দেখাতে চাই।'

মানুষ এধরনের কাজে বিশেষ একটা আসছে না। অথচ এসব ফলাতে পারলে তার বাজার আছে। দামও পাওয়া যায়। হাতেনাতে সেটা করেই আমরা তাদের দেখাতে চাই।

দিলীপ ঘোষ

আপাতত কয়েকজনকে পাশে নিয়ে রাজনীতির কাজ সেরে এটাই করছেন দিলীপবাবু। ভবিষ্যতে তাঁর পরিকল্পনা আছে ৫/৭ বিঘে জমি নিয়ে একটা ফার্ম হাউস গড়ার। বীজ, সার সহ অন্যান্য খরচের দায়ভার নিজেই বয়ে চলেছেন। নিজের খরচে ফার্ম হাউস গড়তে হলেও তাঁর আপত্তি নেই, অকপটে জানালেন তিনি। রাজ্য বা জাতীয় স্তরে এই মুহূর্তে দলে কোনও পদেই নেই তিনি। তবে প্রাক্তন প্রবীণ শীর্ষ নেতা হিসেবে এখনও পার্টির শীর্ষস্তরের নেতাদের সমীহ আদায় করে নিয়ে রাজনীতির পথে চলেছেন। খানিকটা হতাশা থাকলেও তাঁর বাচনভঙ্গি এতটুকু বদলায়নি। ঠোঁটকাটা হিসেবে পরিচিত বিজেপির এই নেতা জানালেন, এদিনও রাজ্য দলের মণ্ডল সভাপতি পদে সাংগঠনিক নির্বাচন প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে ডাক পেয়েছিলেন দলের কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক ও প্রদেশ নেতাদের তরফ থেকে। অংশ নিয়েছেন, আবার ফুরসত পেয়েই চলে এসেছেন চাষবাসের কাজে খড়্গপুরে। দলের দেওয়া গুরুদায়িত্ব পালনে সব সময়ই এগিয়ে এসেছেন তিনি। এবার এখনও সেই সুযোগ হয়নি তাঁর। তা নিয়ে কিছুটা আক্ষেপ থাকলেও তার এতটুকু প্রকাশ নেই চোখেমুখে, কথাবার্তায়।

সম্পাদকীয়

■ ৪৫ বর্ষ ■ ২৫৫ সংখ্যা, সোমবার, ২০ মাঘ ১৪৩১

যোগীর দায়

মহাকুম্ভে বিপর্যয় নিয়ে দেশজুড়ে শাসক-বিরোধী তর্জা চলছে। ভিভিআইপিদের বিশেষ আপ্যায়ন করতে গিয়ে সাধারণ মানুষের সুরক্ষায় নজর থাকছে না বলে অভিযোগ উঠেছে। তাতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি পালটা ১৯৫৪ সালের উল্লেখ করে তৎকালীন জওহরলাল নেহরুর জন্য বিশেষ ব্যবস্থাপনা করতে গিয়ে কুম্ভে পদপিষ্ট হয়ে হাজার মানুষের মৃত্যুর প্রসঙ্গ টেনে এনেছেন। তাঁর অভিযোগ, কেন্দ্রের তৎকালীন কংগ্রেস সরকার সেই তথ্য ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করেছিল।

কিন্তু তাতেও ৭১ বছর পর মোদি জমানায় প্রয়াগরাজের শাহি স্নানে পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যুর সংখ্যা ১৯৫৪-কে ছাপিয়ে যাবে কি না, সেই প্রশ্ন আড়াল করা যাচ্ছে না। বিভিন্ন মহল ও নানা সংবাদমাধ্যম দাবি করছে, মৃতের সংখ্যা অনেক বেশি। যদিও ঠিক কত মানুষ সেই রাতে পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছিলেন, সেই সংখ্যাটা হয়তো কোনওদিনই জানা যাবে না। উত্তরপ্রদেশ সরকার মৃতের সংখ্যা লুকোনোর চেষ্টা করছে বলে সরব বিরোধীরা। দাবি উঠেছে নিরপেক্ষ তদন্তের।

অথচ মহাকুম্ভের ব্যবস্থাপনা নিয়ে যোগী-মোদিদের ঢাক পেটানোর বিরাম নেই। পুণ্যার্থীদের জন্য এমন সুন্দর ব্যবস্থাপনা, এমন নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা নাকি আগে কখনও হয়নি! সংবাদপত্রে এসব দাবি করে পাতাজোড়া বিজ্ঞাপন দেওয়া চলছে। কিন্তু দুর্ঘটনার পর থেকে আশ্চর্যরকম নীরবতা। পদপিষ্টের ঘটনা একবার নাকি একাধিকবার, তা নিয়েও সংশয় আছে। প্রথম কয়েক ঘণ্টা তো সরকারি তরফে মৃত্যু স্বীকারই করা হয়নি।

আসলে যোগী সরকারের সমস্ত ক্ষেত্রে বজ্র আঁটুনি ফসকা গেরো। উপযুক্ত পরিকাঠামো, পরিকল্পনা, সরকারি ব্যবস্থাপনা, যথেষ্ট পুলিশি সতর্কতার অভাবেই যে কুম্ভে পদপিষ্টের ঘটনা ঘটল, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। এর আগে গত নভেম্বরে ঝাঁসির হাসপাতালে অগ্নিকাণ্ডে ১৫ নবজাতকের মৃত্যুতেও ছিল হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের চরম গাফিলতির অভিযোগ। দুর্ঘটনার সময় কর্তব্যরত স্বাস্থ্যকর্মীরা ওয়ার্ড ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন।

আবার যে রামলালার ঘর বানিয়ে দেওয়া নিয়ে শাসক শিবিরের এত গর্ব, এত প্রচার, হাজার হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত সেই মন্দিরের ছাদ চুইয়ে জল পড়ছে। বর্ষায় নর্দমার জলে ভাসছে মন্দির প্রাঙ্গণ। ধর্মের ধুয়ো তুলে মেরুকরণের প্রচার করে যাদের ক্ষমতায় আসা, দেবস্থানকেও তারা ত্রুটিমুক্ত রাখতে পারছে না। রাম মন্দির উদ্বোধনের তিন মাস পর লোকসভা ভোটে সেই অযোধ্যায় হেরেছে বিজেপি।

প্রশ্ন উঠতেই পারে, সদ্যোজাতদেরই রক্ষা করতে যারা ব্যর্থ, তাদের পক্ষে মহাকুম্ভের মতো বিশাল আয়োজন কি সম্ভব? ত্রিবেণি সংগমে বিপর্যয়ের পর উত্তরপ্রদেশ এবং কেন্দ্র- দুই সরকারই এমন ভান করছিল যেন সেরকম ভয়াবহ কিছু ঘটেনি। অথচ সময় যত গড়িয়েছে তত বোঝা গিয়েছে, দুর্ঘটনাটি কতখানি মর্মান্তিক এবং ভয়াবহ। বহু রাজ্যের বহু তীর্থযাত্রীর এখনও খোঁজ নেই। পশ্চিমবঙ্গেরই পাঁচ পুণ্যার্থীর মৃত্যু হয়েছে। এ রাজ্যের বহু পুণ্যার্থী এখনও নিখোঁজ।

প্রয়াগরাজে এই মুহূর্তে প্রিয়জন হারানো পরিবারগুলির শোচনীয় অবস্থা। মৃত্যুর শংসাপত্র জোগাড় করতে নাজেহাল হচ্ছে পরিবারগুলি। তাঁদের খাওয়া-থাকার কোনও ব্যবস্থা করা হয়নি। বাংলার কয়েকশো পুণ্যার্থী আটকে পড়েছেন। তাঁদের অনেকের হোটেল বুকিংয়ের মেয়াদ ফুরিয়ে যাওয়ায় রাত কাটাতে হচ্ছে রাস্তায় বা গাড়িতে। খাবারদাবার সঙ্গে নেই। অসহায় অবস্থা!

সাত দশক আগে নেহরু আমলে কুম্ভে বিপুল সংখ্যক মানুষের মৃত্যুর মতো এবারের বিপর্যয়ের পিছনেও ভিভিআইপিদের আদরযত্ন এবং পুলিশি অব্যবস্থাই মূল কারণ মনে করা হচ্ছে। গভীর রাতে ব্যারিকেড ভেঙে পড়া ও অন্য মানুষের ওপর দিয়ে জনস্রোত বয়ে চলা ইত্যাদি সেই অব্যবস্থারই প্রমাণ। অসহায় অবস্থায় মৃত্যুর কোলে লুটিয়ে পড়েছেন অনেকে। প্রয়াগরাজের ঘটনা যোগী সরকারের ব্যর্থতাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে। যাঁকে মোদির উত্তরসূরি ভাবা হয়ে থাকে, সেই যোগী আদিত্যনাথ কিন্তু কোনওভাবেই এই বিপর্যয়ের দায় অস্বীকার করতে পারেন না।

অমৃতধারা

আত্ম-অনুসন্ধান বেদান্তের মূল ভিত্তি। এই ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে প্রত্যেক বৈদান্তিককে তন্নতন্ন করে, নিজেকে ছিন্নভিন্ন করে, মনকে ব্রহ্মসমুদ্রে ও নিত্য ধ্যানে, বিচারে লীন করতে হবে। হারাতে হবে নিজের সব কিছুকে। সব হারিয়ে সব ফিরে পাওয়া। এ যেন সমুদ্রের গর্ভে বেপরোয়াভাবে মরণঝাঁপ। সমুদ্র ফিরিয়ে দেবে চৈতন্যময় মৃতদেহটি, অমরতার বরে ভরপুর। আত্মা না হওয়া পর্যন্ত আত্মতুষ্টির স্থান নেই এই পথে। চাই বিচার, ভক্তি, বিশ্বাস, সাহস, অদম্য কর্মশক্তি, প্রেম। সর্বসংস্কারমুক্ত মনে কাণ্ডকারখানাই-অবতারতত্ত্ব বা ঈশ্বরতত্ত্ব। সবার প্রতি আমার শেষ কথা-সবাই সবাইকে ভালোবাসতে শেখ-প্রেম, প্রেম আর শুধুই প্রেম।

- ভগবান

হাসিনা-খালেদা কাছাকাছি হওয়াও সম্ভব

বিশৃঙ্খল বাংলাদেশে ইউনূস সরকারে ছড়ি ঘোরাচ্ছে জামায়াতে। খালেদা জিয়ার পার্টিও এখন চরম অস্বস্তিতে।

অমল সরকার

রাজনীতিকে কেন বড় বিচিত্র এবং দ্রুত পরিবর্তনশীল বলা হয়, এই লেখা শুরু করছি এই সম্পর্কিত তাজা দৃষ্টান্ত দিয়ে।

শনিবার বাংলাদেশের রাজনীতির অঙ্গনে চর্চার বিষয় ছিল দুটি। এক, গণঅভ্যুত্থানের ছয় মাসের মাথায় মুহাম্মদ ইউনূস সরকারের পদত্যাগ দাবি করে আওয়ামি লিগের প্রচারপত্র বিলি। দুই, সেনা হেপাজতে বিএনপি'র যুব নেতাকে পিটিয়ে হত্যা, দলের প্রতিবাদ এবং প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূসের দুঃখ প্রকাশ ও তদন্তের নির্দেশ জারি।

দ্বিতীয় ঘটনাটি নিয়ে প্রতিক্রিয়া নিতে বিএনপির এক প্রথম সারির নেতাকে ফোন করেছিলাম। তিনি ফোন ধরে বললেন, 'আমি একটু ব্যস্ত আছি। আমাদের দলের এক কর্মী মারা গিয়েছেন। আমি একটু পরে কল ব্যাক করছি।' আমি বললাম, শুনেছি, সেনা হেপাজতে বিএনপি'র এক কর্মী মারা গিয়েছেন। সেই ঘটনা নিয়েই আপনার প্রতিক্রিয়া চাইছিলাম। জবাবে তিনি বললেন, 'আরও একজন কর্মী মারা গিয়েছেন। দুর্ভাগ্যের হল, তাঁকে দলের লোকেরাই পিটিয়ে মেরেছে।'

দুটি ঘটনাই কুমিল্লার। তবে এমন ঘটনা শনিবারই প্রথম নয়। দ্বিতীয়টি অর্থাৎ বিএনপি বনাম বিএনপি মারামারি, খুন ইত্যাদি বিগত মাস তিন-চার যাবৎ বাংলাদেশ রাজনীতির ট্রেন্ডিং বলা চলে। যার মূলে আছে, এলাকা দখল, চাঁদাবাজি, সিন্ডিকেটরাজ।

বিএনপি'র বহু নেতা একান্ত আলোচনায় সহমত হয়েছেন যে, আওয়ামি লিগ সেভাবে ময়দানে সক্রিয় না থাকাতেই তাঁদের দলের আজ এই অবস্থা। শক্ত প্রতিপক্ষ না থাকায় তাঁদের নীচু ও মাঝারি স্তরের নেতা-কর্মীরা বেপরোয়া হয়ে ভ্রাতৃঘাতী হয়ে উঠেছে। আসলে খালেদা জিয়ার দলের নেতারা বুঝতে পারছেন, ১৫-১৬ বছর ক্ষমতার বৃত্তের বাইরে থাকা দলের নেতা-কর্মীরা উপোসি ছারপোকার মতো খুবলে খাওয়া শুরু করেছে, নির্বাচন পর্যন্ত অপেক্ষার তর সইছে না তাদের।

রাজনীতির ময়দানে প্রতিপক্ষকে নিকেশ করার পরিণতি শেষপর্যন্ত যে নিজেরই অস্তিত্ব সংকট ডেকে আনে তার জ্বলন্ত প্রমাণ আওয়ামি লিগ। ভোটের ময়দানে বিরোধীদের মাইনাস করতে গিয়ে তারা নিজেরাই ক্ষমতা থেকে মাইনাস হয়ে গিয়েছে।

'রাজনীতিতে কিছুই অসম্ভব নয়'-কথাটিকে বিবেচনায় রেখেই বলতে হয়, কেউ কি ভেবেছিলেন, হাসিনা সরকারের পতনের পর বিএনপি সুপ্রিমো খালেদা জিয়া এবং দলের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড তারেক জিয়া এমন নজিরবিহীন সংযমী রাজনীতি করবেন। খালেদা তাঁর প্রধান রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ শেখ হাসিনার দেশ ছেড়ে যাওয়ার দৃশ্য হাসপাতালের বেডে শুয়ে দেখেছেন। শত অনুরোধেও যে হাসিনা তাঁকে বিদেশে চিকিৎসা করাতে যাওয়ার অনুমতি দেননি, তাই-ই শুধু নয়, তাঁর অসুস্থতা নিয়ে নানা সময়ে উপহাস করেছেন।

সেই হাসিনার শাসনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে বিএনপি'র হাজার হাজার নেতা-কর্মী নির্যাতনের শিকার হয়েছেন।

২৩ বছর আগের ছবি। শেখ হাসিনা ও খালেদা জিয়াকে নিয়ে প্রাক্তন আমেরিকান প্রেসিডেন্ট কার্টার। এমন ছবি বাংলাদেশে বিরল।

প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে খালেদা ৫ অগাস্টই গণঅভ্যুত্থানে গদিচ্যুত আওয়ামি লিগ নেত্রীর মুণ্ডপাত করলে দেশে এমন গৃহযুদ্ধ বেঁধে যাওয়া অসম্ভব ছিল না যা বাংলাদেশ সেনাবাহিনী মোকাবিলা করতে পারত। সে পথে না হেঁটে বিএনপি নেত্রী বলেছেন, 'আমি আল্লার কাছে বিচার দিলাম।'

পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বদলের আভাস দিয়েছেন হাসিনাও। গণঅভ্যুত্থানকে ষড়যন্ত্র বললেও আওয়ামি লিগ নেতৃত্ব জোরালোভাবে বিএনপি'র দিকে আঙুল তোলেনি। শেখ হাসিনা ভার্চুয়াল ভাষণেও বিএনপি সম্পর্কে ততটা রূঢ় নন।

কারণ গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী পদ্মা-মেঘনা-যমুনা দিয়ে রাজনীতির যে জল গড়িয়েছে তার চরিত্র ভিন্ন, বলা ভালো ভয়ানক। অভ্যুত্থান পরবর্তী মাসখানেকের হত্যাযজ্ঞের ছবিগুলি মনে পড়লে আজও গা শিউরে ওঠে। যা চার বছর আগে আফগানিস্তানে তালিবানের প্রত্যাবর্তণের সময় দেখা গিয়েছিল।

সেই হত্যাযজ্ঞে একেবারে মধুচন্দ্রিমার মেজাজে শামিল হয়েছিল জামায়াতে-বিএনপি। যদিও জামায়াতে শীর্ষ নেতৃত্বের পূর্ণ মদত থাকলেও বিএনপি'র প্রথম সারির নেতৃবৃন্দ সে পথে হাঁটেননি। তাঁরা জাতীয় ঐক্য রক্ষার ডাক দিয়েছেন। শেখ মুজিবের প্রতি অসম্মান, তাঁর মূর্তি ভাঙার নিন্দা করেছেন।

এই সুযোগে ইউনূসের সরকারকে সামনে রেখে বিগত পাঁচ মাসে জামায়াতে ইসলামি, হিযবুত তাহরীরের মতো শক্তি বাংলাদেশের শাসন-প্রশাসন এবং সমাজজীবনে প্রভাব আরও বাড়িয়ে নিয়েছে। পাশাপাশি একদা শরিক উগ্র ইসলামিক শক্তি জামায়াতের সঙ্গে বিএনপি'র দূরত্ব তৈরি এখন রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতা। রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দিনকে (যিনি শেখ হাসিনার একান্ত পছন্দের মানুষ এবং বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত) অপসারণ, আওয়ামি লিগকে নিষিদ্ধ ঘোষণা, '৭২-এর সংবিধান বদলের মতো গুরুতর প্রস্তাবে সায় না দেওয়ায় জামায়াতের পাশাপাশি বৈষম্য বিরোধী ছাত্র নেতৃত্বের সঙ্গে বিএনপির এখন সাপে-নেউলে সম্পর্ক।

ইউনূস প্রকাশ্যেই বলেছেন, আওয়ামি লিগকে তিনি নিষিদ্ধ করতে পারেননি বিএনপি সায় না দেওয়ায়। আসলে বিএনপি নেতৃত্ব বুঝতে পেরেছে, আজ আওয়ামি লিগের জন্য তৈরি হাঁড়িকাঠে তাদেরও গলা চেপে ধরা হতে পারে। আওয়ামি লিগ ও বিএনপি-কে এক বন্ধনীতে রেখে হাসিনা, খালেদার দলকে অশুভ শক্তি হিসাবে তুলে ধরছে গণঅভ্যুত্থানের কারিগর ছাত্র নেতৃবৃন্দ এবং জামায়াতে। ঠেকাতে চাইছে বিএনপি'র ক্ষমতায় ফেরার যাবতীয় সম্ভাবনা।

বিএনপি'র বিরুদ্ধে এই আক্রমণ তীব্র হয়েছে খালেদা জিয়ার দল দ্রুত জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দাবিতে সরব হওয়ায়। আমার ধারণা, পরিচ্ছন্ন নির্বাচন হলে বিএনপি হেসেখেলে ক্ষমতায় ফিরবে। কারণ, অন্তবর্তী সরকারের ছয় মাসের কার্যকলাপে দেশবাসীর কাছে গণঅভ্যুত্থানের প্রয়োজনীয়তাই প্রশ্নের মুখে। রুটিরুজি, আইনশৃঙ্খলা স্বাভাবিক করার মতো আশু সমস্যার সমাধানের আগে রাষ্ট্রসংস্কার নিয়ে মেতে ওঠা ইউনূসের মস্ত বড় ভুল। তাঁকে সামনে রেখে যাঁরা দেশ চালাচ্ছেন, তাঁদের মতলব সম্ভবত ভিন্ন এবং এতদিনে স্পষ্ট। গণঅভ্যুত্থানে হাসিনা সরকার ও আওয়ামি লিগকে উৎখাতের পর নির্বাচনের ময়দানে বিএনপি-কে নিশ্চিহ্ন করা পরবর্তী লক্ষ্য। সেনা-পুলিশ-আমলার মদতে আরও একটা লুটতরাজের ভোট করে বিএনপি-কে আটকে দেওয়ার চেষ্টা হবে।

সেই উদ্দেশ্য সফল হওয়া মানে আওয়ামি লিগের মতো মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের আর এক শক্তিতে নিকেশ করে দেওয়া, যা দিনের শেষে হাসিনার দল তো বটেই, বাংলাদেশ সহ গোটা উপমহাদেশের জন্যও অশনিসংকেত। কাঁটাতারের বেড়ার এপার থেকে যেটুকু প্রত্যক্ষ করছি, তাতে মনে হয়, বাংলাদেশে রাজনীতিতে তৃতীয় শক্তিকে খাটো চোখে দেখার বড় খেসারত দিতে হতে পারে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের দুই দলকেই। এবং এই পরিস্থিতিতে তাদের কাছাকাছি আসাই বরং সময়ের দাবি।

একথা ঠিক, বিএনপি ও আওয়ামি লিগের বৈরিতা নজিরবিহীন। হাসিনার দলের অভিযোগ, শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যায় সেনাকর্তা জিয়াউর রহমানের হাত ছিল। আরও অভিযোগ, হত্যার উদ্দেশ্যেই খালেদা জিয়ার সময় হাসিনার ওপর গ্রেনেড হামলা করা হয়েছিল।

অন্যদিকে বিএনপি'র অভিযোগ, মুক্তিযুদ্ধে জিয়াউর রহমানের ভূমিকাকে আওয়ামি লিগ নস্যাৎ করেছে। শেখ মুজিব নন, স্বাধীনতার ঘোষক ছিলেন জিয়া। খালেদা জিয়াকে বিদেশে চিকিৎসা করতে দিতে যেতে না দিয়ে আওয়ামি লিগ সরকার তাঁর মৃত্যু নিশ্চিত করতে চেয়েছিল, এমন অভিযোগও করে থাকে বিএনপি।

স্বভাবতই বিএনপি ও আওয়ামি লিগের হাত ধরাধরি সূর্য পশ্চিমে উদিত হয়ে পুবে অস্ত যাওয়ার মতো অকল্পনীয় ঠেকবে। কিন্তু মনে রাখা দরকার, একমাত্র রাজনীতিতেই তেল আর জল মিশ খায়। বাংলাদেশের শিকড় উৎপাটনে উদ্যত নয়া রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে দেশের স্বার্থে আটকাতে চির প্রতিদ্বন্দ্বী দুই দলের হাত ধরাধরি সময়ের দাবি। রাজনীতিতে কেউ স্থায়ী মিত্র বা শত্রু নয়।

(লেখক সাংবাদিক)

আজ

২০০০

ওস্তাদ আল্লারাখা প্রয়াত হন আজকের দিনে।

১৮৭৩

ঔপন্যাসিক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের জন্ম আজকের দিনে।

আলোচিত

হে রাম, হে সীতা আপনারা কোথায়? অযোধ্যায় এমন দিনও দেখতে হল? দলিত তরুণীর খুন ও ধর্ষণের খবরে আমি ভেঙে পড়েছি। লোকসভায় মোদির সামনে ব্যাপারটা তুলে ধরব। যদি বিচার না পাই, তাহলে পদ ছেড়ে দেব।

- অবধেশ প্রসাদ *(ফৈজাবাদের সাংসদ কাঁদতে কাঁদতে বললেন)*

ভাইরাল/১

'টিপ টিপ বরসা পানি'... গাইছিলেন উদিত নারায়ণ। সেই সময় কয়েকজন মহিলা তাঁর সঙ্গে সেলফি তুলছিলেন। এক তরুণী উদিতকে হঠাৎ চুমু দেন। উদিতও পালটা তরুণীর ঠোঁটে ঠোঁট রাখেন। সমাজমাধ্যমে তুমুল হইচই। বিতর্ক গায়ে মাখতে নারাজ উদিত।

ভাইরাল/২

কখনও সিক্সপ্যাক, কখনও ফ্যামিলিপ্যাক। নানা লুকে তাঁকে দেখা গিয়েছে। এবার মুম্বইয়ের পথে গুহামানবকে ঘুরতে দেখা গেল। লম্বা এলোমেলো চুল, দাড়ি। ঠ্যালাগাড়ি ঠেলছেন। ছদ্মবেশী আমির খানের ছবি ভাইরাল।

জনমন জনমত

বাজেটে চা উপেক্ষিত কেন?

প্রতিদিন সকালে যে পছন্দের পানীয়ের স্বাদে আমাদের শরীর চাঙ্গা হয়ে ওঠে সেই চা শিল্প নিয়ে এবারের সাধারণ বাজেটে কোনও উচ্চবাচ্য নেই। চা শিল্প এখন ধুঁকছে। অবিলম্বে কোনও সঠিক পরিকল্পনা না নিলে চা বাগানগুলির দুর্দশা আরও চরমে উঠবে। পশ্চিমবঙ্গে পাটশিল্পের সমাধি অনেক আগে ঘটেছে। আমার মতে, যে অগুনতি ছোট চা বাগান আছে সেগুলির জন্য সরকারিভাবে একটা কর্পোরেশন গঠন করে সরকারি আর্থিক সহায়তা করার পরিকল্পনা করা যেতে পারে। বেসরকারি অবস্থায় সরকারি আর্থিক অনুদান দিয়ে কোনও সুরাহা করা যাবে না। এর জন্য যৌথ উদ্যোগে একটি পরামর্শ কমিটি গঠন করা উচিত। পরামর্শদাতারা পরিকাঠামো পরিবর্তন থেকে চা শ্রমিকদের উন্নিতকল্পে সময়োপযোগী সঠিক পরিকল্পনা দিতে পারেন।

সুদীপ্ত লাহিড়ি, শিলিগুড়ি।

দ্বিতীয় রাজধানী হওয়া উচিত

২৯ জানুয়ারি উত্তরবঙ্গ সংবাদে প্রকাশিত 'দ্বিতীয় রাজধানী হতে চায় শিলিগুড়ি' শীর্ষক সংবাদে শিলিগুড়ি বাসিন্দারা উল্লাসিত। সম্প্রতি ডিব্রুগড় শহরকে অসমের দ্বিতীয় রাজধানী বলে ঘোষণা এই জল্পনার উৎস। যদি পশ্চিমবঙ্গে কোনও দ্বিতীয় রাজধানীর প্রয়োজন হয় তাহলে যোগ্যতার বিচারে শিলিগুড়ি নিঃসন্দেহে অন্যান্য শহরের তুলনায় এগিয়ে। কিন্তু যোগ্য হলেই সবসময় যোগ্য বিচার হয় না।

শিলিগুড়ির অনেক পাওনাই অধরা থেকে গিয়েছে। শিলিগুড়ি কি জেলা হতে পারে না? রাজনৈতিক কারণে স্মার্ট সিটির সুবিধা শিলিগুড়ি পায়নি। যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও এনজেপিতে ডিআরএম অফিস এখনও হল না। তাই দ্বিতীয় রাজধানীর জল্পনা কতদূর এগোয় সেটাই দেখার।

ধ্রুব সরকার
পূর্ব বিবেকানন্দপল্লি, শিলিগুড়ি।

সারি সারি লক্ষ্মীর পায়ের সেই উঠোন কই

অতীতে বাড়িতে থাকত উঠোন। বাড়িতে অনুষ্ঠান সেখানেই হত। থাকত তুলসী মঞ্চ। এখন তা রূপকথার মতো শোনায়।

শাঁওলি দে

গত কয়েকবছরে অগ্রগতিটা বড্ড বেশি চোখে লাগছে। যখনই কোনওকিছুর অগ্রগতি হয় কিংবা চলতে চলতে এগিয়ে যায় আরও খানিকটা, তখন আমরা সামনের দিকে এগোই ঠিকই, কিন্তু পেছনে ফেলে দিতে থাকি আরও অসংখ্য কিছু। আমাদের শৈশব, চেনা পথঘাট, খেলার মাঠ, পুরোনো স্কুল বাড়িটা, ছেলেবেলার বন্ধু, ডাকনাম হারিয়ে যায়।

আজকাল যেদিকেই তাকাই, বড় বড় বিল্ডিং আর কংক্রিটের দালান। ওপরের দিকে তাকালে নীল আকাশ আর দেখা যায় না। ভোরবেলায় আর সন্ধ্যায় পাখির কিচিরমিচির এখন মোবাইলেই সহজলভ্য।

ফুরসত নেই এতটুকু, তবু যেটুকু সময় মেলে, চোখ বুজি, অন্ধকারে স্মৃতির পাতা হাতড়াই। মুঠো ভরে উঠে আসে কতকিছু! যা এককালের খুব প্রিয়, অপরিহার্য আজ অচেনা, দূরের। কত কিছু ভেসে আসে চোখের সামনে...টিনের চালা, মাটির উনুন, ঘুঁটের ঢিপি, বেতের বেড়া, একটা বিরাট বড় নিকোনো উঠোন...

মা খুব ভোরে উঠে গোবর দিয়ে লেপে দিত পুরো উঠোনটা, তারপর শুরু হত মাটির উনুনে আঁচ চড়ানোর পালা। কয়েক মুহূর্ত পরই ধোঁয়ায় ভরে যেত পুরো বাড়িটা। কী যে পবিত্র লাগত সেসময়, তখন না বুঝতে পারলেও এখন বুঝতে পারি।

বিরাট বড় একটা উঠোন ছিল আমাদের এবং আশপাশের বাড়ির সবার। উঠোনের এক কোণে কুয়োর পাড়, পাশে বাথরুম। উঁচু প্রাচীর তখনও এক বাড়ির সঙ্গে অন্য বাড়িগুলোকে আলাদা করেনি। বেড়া গলিয়ে দিব্যি চলে যাওয়া যেত এ বাড়ি থেকে ও বাড়ি।

উঠোনজুড়ে চলত আমাদের যত আঁকিবুকি। কখনও চু-কিতকিত খেলার কোর্ট, কখনও বা শীতকালে ব্যাডমিন্টন খেলার লম্বা দাগ। অলস দুপুরে সেই উঠোনেই চলত ইটের টুকরো দিয়ে ছোট ছোট ঘর কেটে চকোর চাল খেলার আয়োজন।

এই তো কয়েক বছর আগেই বিয়ে, অন্নপ্রাশন কিংবা অন্য পারিবারিক জমায়েতের জন্য ভবন বা হোটেল ভাড়া করার চল ছিল না। নিজেদের উঠোনেই প্যান্ডেল খাটিয়ে সব অনুষ্ঠানের আয়োজন সফলভাবে উতরে যেত। চাইলে পাশের বাড়ির উঠোনও ব্যবহার করা হত নির্দ্বিধায়।

উঠোনের এককোণে তুলসী মঞ্চে মা প্রদীপ জ্বালিয়ে রাতকে স্বাগত জানাতেন শাঁখ বাজিয়ে। আশপাশের বাড়ি থেকেও পরপর ভেসে আসত সেই আওয়াজ। যেন মনে হত নিমেষে দূর হয়ে গেল চারদিকের অশুভ শক্তি।

আজকাল মফসসল শহরেও সেই উঠোনের আয়তন কমে এসেছে। কোথাও মাটির উঠোনে এখন সিমেন্টের পরত পড়েছে। তবু প্রত্যন্ত গ্রামে গেলে আজও সেই এক টুকরো উঠোন দেখা যায়, অলস দুপুরে আজও কোথাও কোথাও নরম আলোয় মাদুর বিছিয়ে আড্ডা দেয় সেই নিকোনো উঠোনেই।

বড় একটা ধানের গোলা, খড়ের গাদা, উঠোনজুড়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা ফুলের বাগান আজ আর সহজলভ্য নয়। ব্যালকনিতে ঝুলতে থাকা প্লাস্টিকের ফুল গাছ আজ ঘরের শোভা বাড়ায়।

পরবর্তী প্রজন্ম আরও অনেককিছুর মতোই উঠোনের গল্প পড়বে বইয়ের পাতায়, মোবাইলের স্ক্রিনে। আমরা শুধু অতীত খুঁড়ে বেঁচে থাকা কিছু মানুষ অন্যান্য আরও অনেককিছুর মতোই বারবার আউড়ে যাব, 'নিকোনো উঠোনে, সারি সারি লক্ষ্মীর পা'। আর চোখের সামনে ভেসে উঠবে একটা নিকোনো উঠোনের মধ্যে জমিয়ে রাখা হাজারও গল্প, যা আজও আমাদের মন থেকে ফিকে হয়ে যায়নি। হয়তো কোনওদিন যাবেও না!

(লেখক শিক্ষক। জলপাইগুড়ির বাসিন্দা)

শব্দরঙ্গ ■ ৪০৫৫

১		২	★	৩	★	★	★
	★	৪			★	৫	৬
৭			★		★	★	
★	★	★	★	৮			
৯			১০	★	★	★	★
	★	★		★	১১		১২
১৩		★	১৪			★	
★	★	★		★	১৫		

পাশাপাশি : ১। সোনালি সুগন্ধি ফুলের নাম ৪। তারবাদ্য বা গয়নার শব্দ ৫। রাস্তার ধারের হোটেল ৭। মধ্যযুগে বাংলার রাজধানী ছিল ৮। আদর করে দু'হাতে আলিঙ্গন ৯। রাগসংগীতে স্বরগ্রাম ১১। হিন্দু বিধবার দ্বিতীয় স্বামী ১৩। কাঠও হতে পারে, মদও হতে পারে ১৪। ছাউনি ১৫। একেবারে সোজা

উপর–নীচ : ১। চোখের জিনিস, কানে থাকে ২। সুতো দিয়ে নকশাদার সেলাইয়ের কাজ ৩। জনকল্যাণে করণীয় কাজ ৬। মানুষ একসঙ্গে যেখানে কেনাবেচা করেন ৯। বীণা হাতে বাগদেবী সরস্বতী ১০। বাংলার মাস অগ্রহায়ণ ১১। এই পাখি জলা জায়গায় দেখা যায় ১২। ঢালু ও নীচু জায়গা।

সমাধান ■ ৪০৫৪

পাশাপাশি : ১। দরকচা ৩। চাকলা ৫। তাম্বুলাধার ৭। রসুন ৯। ভূলোক ১১। আলটপকা ১৪। মঞ্জুর ১৫। নচিকেতা।

উপর–নীচ : ১। দরবার ২। চালতা ৩। চাপিলা ৪। লাচার ৬। ধারালো ৮। সুডৌল ১০। কলঙ্কিতা ১১। আরাম ১২। টক্কর ১৩। কামান।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

দেশের প্রথম এআই বিশ্ববিদ্যালয়

মুম্বই, ২ ফেব্রুয়ারি : নির্বাচনি প্রতিশ্রুতি মোতাবেক মহারাষ্ট্রে তৈরি হতে চলেছে রাজ্য তথা দেশের প্রথম এআই (কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা) বিশ্ববিদ্যালয়। এই ব্যাপারে গবেষণা, দক্ষতা উন্নয়ন, প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনের জন্য একটি ২২ সদস্যের দল গঠন করেছে রাজ্য সরকার। ওই দলকে নেতৃত্ব দেবেন তথ্যপ্রযুক্তি দপ্তরের প্রিন্সিপাল সচিব। থাকছেন বিজ্ঞানী ড. অনিল কাকোদকার, গুগল ইন্ডিয়ায় নরেন কাচরু, মাহিন্দ্রার ভুবন লোধা, অ্যাটলাস স্কিল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. রাজেশ ভেলুকার।

রাজ্যের তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রী আশিস শেলার বলেন, 'ভারতের এআই বিপ্লবকে নেতৃত্ব দিচ্ছে মহারাষ্ট্র। দেশের মধ্যে প্রথম রাজ্য হিসেবে একটি এআই বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করতে চলেছি আমরা। যে টাস্ক ফোর্স গঠন করা হয়েছে তা এআই নিয়ে গবেষণা এবং উন্নয়নের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। ভারত সরকারের সহযোগিতায় আমরা একটি বিশ্বমানের সেন্টার ফর এক্সেলেন্স তৈরি করতে চলেছি।'

হিন্দু ব্যাখ্যায় শশীর মুখে 'বিবেকানন্দ'

জয়পুর, ২ ফেব্রুয়ারি : বিজেপিকে নিশানা করতে গিয়ে হিন্দু-হিন্দুত্ব বিতর্ককে টেনে আনলেন তিরুবনন্তপুরমের কংগ্রেস সাংসদ শশী থারুর। রবিবার রাজস্থানের জয়পুরে আয়োজিত সাহিত্য উৎসবে থারুর হিন্দু-হিন্দুত্ব নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে স্বামী বিবেকানন্দের কথা উল্লেখ করেন।

তিনি বলেন, 'হিন্দু ধর্মে কিছু মানুষ ব্রিটিশ ফুটবল গুন্ডাদের মতো আচরণ করছে। তাদের পছন্দের দলকে সমর্থন না করলেই হিংসা ছড়াচ্ছে। এই লোকেরা বলছে, তুমি আমার দলকে সমর্থন করো, নয়তো আমি তোমার মাথায় আঘাত করব। জয় শ্রী রাম বলো, না হলে আমি তোমাকে চাবুক মারব।'

থারুরের বক্তব্য, 'এটা হিন্দুধর্ম নয়। হিন্দুধর্মের সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক নেই।' ভালো হিন্দুর সংজ্ঞা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে স্বামী বিবেকানন্দের কথা উল্লেখ করেন তিনি। থারুর বলেন, 'একজন ভালো হিন্দু হওয়ার চারটি উপায় রয়েছে। প্রথমটি হল জ্ঞান-যোগ। এর মাধ্যমে আপনি পড়াশোনা এবং জ্ঞানের আলোয় আধ্যাত্মিক ধারণাগুলি সম্পর্কে জানতে পারবেন। ভক্তি-যোগ বেশিরভাগ মানুষ করে থাকেন। এরপর রয়েছে রাজ-যোগ, যা ধ্যান বা অনুসন্ধানের মধ্য দিয়ে অন্তরের সত্যকে প্রকাশিত করে। শেষটি কর্ম-যোগ। এটি আসলে মানব সেবার মাধ্যমে ঈশ্বরের উপাসনা। আমার পথই একমাত্র পথ, একথা হিন্দু ধর্মে বলা যায় না।'

আজ সংসদে ওয়াকফ রিপোর্ট

নয়াদিল্লি, ২ ফেব্রুয়ারি : ওয়াকফ সংশোধনী বিল নিয়ে গঠিত জেপিসির রিপোর্ট সোমবার পেশ করা হবে লোকসভায়। যদিও কংগ্রেস সাংসদ তথা জেপিসির সদস্য সৈয়দ নাসির হুসেন দাবি করেছেন, তাঁকে না জানিয়ে তাঁর ডিসেন্ট নোটটি বদলানো হয়েছে। জানা গিয়েছে, জেপিসির চেয়ারম্যান জগদম্বিকা পাল এবং বিজেপি সাংসদ সঞ্জয় জয়সওয়াল হিন্দি এবং ইংরেজিতে সোমবার রিপোর্টটি লোকসভায় পেশ করবেন।

গুজরাটের দাং জেলার সাপুতারার কাছে একটি যাত্রীবাহী বাস খাদে পড়লে প্রাণ হারান পাঁচ পুণ্যার্থী। আহত ১৭। রবিবার ভোর সাড়ে চারটে নাগাদ নাসিক-গুজরাট হাইওয়েতে বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ৩৫ ফুট গভীর খাদে পড়ে যায়। আহতদের স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

রবিবাসরীয় প্রচারে ঝড় হাত-পদ্ম-ঝাড়ুর

নয়াদিল্লি, ২ ফেব্রুয়ারি : বুধবার দিল্লিতে বিধানসভা ভোট। তার আগে শেষ রবিবাসরীয় প্রচারে ঝড় তুলল আপ, বিজেপি এবং কংগ্রেস। এদিন দিল্লির বিভিন্ন প্রান্তে তিন দলের রথী-মহারথীরা প্রচার সারেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আরকে পুরমে বিজেপির একটি নির্বাচনি জনসভায় ভাষণ দেন। অপর দিকে আপের হয়ে এদিন প্রচার করেন দলের সুপ্রিমো অরবিন্দ কেজরিওয়াল, পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মান। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অতিশীর হয়ে কালকাজি আসনে প্রচার করেন তৃণমূল সাংসদ শত্রুঘ্ন সিনহা। কংগ্রেসের হয়ে এদিন প্রচার করেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি, কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে এবং ওয়েনাডের সাংসদ প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরা।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেন, 'আপদা পার্টির মুখোশ খুলে গিয়েছে। ৫ ফেব্রুয়ারি দিল্লিতে পরিবর্তন আসছে। ৮ ফেব্রুয়ারি ডাবল ইঞ্জিন সরকার তৈরি হবে দিল্লিতে।' তাঁর কথায়, বসন্ত পঞ্চমীতে আবহাওয়ার পরিবর্তন শুরু হয়। ৫ ফেব্রুয়ারি উন্নয়নের নতুন বসন্ত আসবে। আপদা পার্টি দিল্লির ১১টা বছর নষ্ট করেছে। বিজেপির বিজয় নিশ্চিত।' ঝুপড়িবাসীদের আশ্বস্ত করে মোদি বলেন, 'আপদা পার্টি গুজব রটাচ্ছে। দিল্লিতে একটিও ঝুপড়ি ভাঙা হবে না। একটিও জনকল্যাণকারী প্রকল্প বন্ধ হবে না।' কংগ্রেসকেও একহাত নিয়েছেন মোদি। তিনি বলেন, 'কমনওয়েলথ গেমস কেলেঙ্কারির দাগ এতটাই গভীর যে কংগ্রেস কোনওদিনই তা থেকে নিজেদের মুক্ত করতে পারবে না।'

> আপদা পার্টি গুজব রটাচ্ছে। দিল্লিতে একটিও ঝুপড়ি ভাঙা হবে না। একটিও জনকল্যাণকারী প্রকল্প বন্ধ হবে না। আপদা পার্টির মুখোশ খুলে গিয়েছে। ৫ ফেব্রুয়ারি দিল্লিতে পরিবর্তন আসছে। ৮ ফেব্রুয়ারি ডাবল ইঞ্জিন সরকার তৈরি হবে দিল্লিতে।
>
> **জিতেন্দ্র সিং, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী**

মোদির আক্রমণের জবাবে কেজরিওয়াল এদিন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা-র বিরুদ্ধে গুণ্ডারাজের অভিযোগ তোলেন। তিনি বলেন, আপ কর্মীদের ওপর চড়াও হচ্ছে বিজেপি। কিন্তু দিল্লি পুলিশ কোনও পদক্ষেপ করছে না।' তিনি নির্বাচন কমিশনের কাছেও এই বিষয়ে নালিশ জানান। যদিও বিজেপি এবং দিল্লি পুলিশ কেজরির অভিযোগ মানতে রাজি হয়নি। আপ কর্মীদের বিজেপির তরফে হেনস্থা করার যে অভিযোগ কেজরিওয়াল করেছেন তা নস্যাৎ করে দিয়েছে নির্বাচন কমিশনও। এক বিবৃতিতে কমিশন বলেছে, নয়াদিল্লি বিধানসভা কেন্দ্রে আপের স্বেচ্ছাসেবকদের বিজেপি ভয় দেখিয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে। কিন্তু এই সংক্রান্ত কোনও লিখিত অভিযোগ পাওয়া যায়নি। দিল্লি পুলিশও অভিযোগ পেলেই ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে কেজরিওয়ালকে আশ্বস্ত করেছে। এদিকে মল্লিকার্জুন খাড়গে অভিযোগ করেছেন, 'কংগ্রেসকে মিথ্যে কথা বলেছেন কেজরিওয়াল। দিল্লি যা পেয়েছে তা কংগ্রেস এবং শীলা দীক্ষিতের আমলে পেয়েছে।'

অভিযোগ মায়ের গায়ের রং নিয়ে র‍্যাগিংয়ে আত্মঘাতী ছেলে

কোচি, ২ ফেব্রুয়ারি : বয়স ১৫। আর ৫ জন কিশোরের মতো স্কুল যেত মিহির আহমেদ। কোচির একটি বহুতলের ২৬ তলা থেকে ঝাঁপ দিয়ে তার আত্মহত্যায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোটা কেরলে। মিহিরের মায়ের অভিযোগ, গায়ের রং কালো হওয়ায় ছেলেকে স্কুলে বারবার খোঁটা দিত সহপাঠীদের একাংশ। শুধু তাই নয়, তাঁকে স্কুলের শৌচালয়ের কমোড চাটতে বাধ্য করা হয়েছিল। ক্রমাগত র‍্যাগিংয়ের শিকার হয়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে বাধ্য হয়েছে মিহির। স্কুল কর্তৃপক্ষ ঘটনাটি চেপে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন বলে দাবি করেন তিনি।

কোচি থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে কিশোরের পরিবার। মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়নকে চিঠি লিখে নিরপেক্ষ তদন্ত দাবি করেছেন মিহিরের আত্মীয়রা। ১৫ জানুয়ারি আত্মঘাতী হয় মিহির। তার মায়ের বক্তব্য, 'আমার ছেলেকে স্কুলে মারধর করত ওর কয়েকজন সহপাঠী। ওকে জোর করে শৌচাগারে নিয়ে গিয়ে কমোডে মাথা ঢোকাতে বাধ্য করা হয়েছিল। কমোড চাটানো হয়েছিল। গায়ের রং কালো বলে বারবার অপমান করা হয়েছে। এই র‍্যাগিং মিহির সহ্য করতে পারেনি। মৃত্যুর পরেও ওকে নিয়ে মজা করা হয়েছে। সহপাঠীদের মোবাইল চ্যাটে তার প্রমাণ রয়েছে।'

দিল্লির সীমান্তপুরীতে নির্বাচনি প্রচারে প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরা। রবিবার।

পপি চাষের জমি নষ্টের হুংকার অসমে

গুয়াহাটি, ২ ফেব্রুয়ারি : 'অসম উড়তা পঞ্জাব নয়।' চার এলাকায় ১৭০ বিঘা জমিতে চাষ হওয়া পপি পুলিশ বাজেয়াপ্ত করার পর মাদক মাফিয়াদের বিরুদ্ধে হুংকার দিয়েছেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা। এক্স হ্যান্ডেলে তিনি লিখেছেন, 'ডিয়ার লোকাল পাবলো এসকোবার্স, আপনাদের পরিকল্পিত উড়তা অসম পার্টি নষ্ট করার জন্য দুঃখিত। কারণ গোয়ালপাড়া থানা ১৭০ বিঘা জমিতে চাষ হওয়া আফিম যার মূল্য ২৭.২০ কোটি টাকা, তা জানুয়ারি মাসে নষ্ট করে দিয়েছে।'

হিমন্তের তোপ, এরপর যখনই আপনারা মাদকের কথা ভাববেন, তখন অসম পুলিশের কথা সবার আগে ভাববেন।' পাবলো এসকোবার কলম্বিয়ার কুখ্যাত মাদক মাফিয়া। তার মাদকের ব্যবসা বিভিন্ন মহাদেশে ছড়িয়ে আছে। মাদক চাষের বিরুদ্ধে অসমের মুখ্যমন্ত্রীর এহেন কঠোর অবস্থানকে সমর্থন জানিয়েছেন মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিং।

তিনি বলেছেন, 'অসমে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মার নেতৃত্বে রাজ্য সরকার পপি চাষের বিরুদ্ধে যে পদক্ষেপ করেছে তাকে আমি গভীর সমর্থন জানাচ্ছি। উত্তর-পূর্বের প্রতিটি তরুণকে মাদকের ছায়া থেকে মুক্ত করার জন্য অসমের পাশে রয়েছে মণিপুর।' তাঁর রাজ্যে ২৫ একরের বেশি জমিতে চাষ হওয়া বেআইনি পপি নষ্ট করার ঘটনার কথাও জানিয়েছেন বীরেন সিং। ২০১৬ সালে শাহিদ কাপুর অভিনীত 'উড়তা পঞ্জাব' ছবিতে পঞ্জাবে কীভাবে মাদকের কারবার চলে সেটা তুলে ধরা হয়েছিল। পঞ্জাবে মাদক সমস্যার কথা মেনে নিয়েছেন সেখানকার বিজেপি নেতারাও।

শাহি স্নান দাগমুক্ত রাখতে তৎপর যোগী

মহাকুম্ভ মামলার শুনানি আজ সর্বোচ্চ আদালতে

নয়াদিল্লি ও প্রয়াগরাজ, ২ ফেব্রুয়ারি : অমৃত স্নানে আর যেন কোনও কলঙ্ক না লাগে তার জন্য তৎপর যোগী প্রশাসন। বসন্তপঞ্চমী উপলক্ষ্যে রবিবার থেকে ত্রিবেণি সংগমে ভিড় জমিয়েছেন কোটি কোটি পুণ্যার্থী। সোমবার অমৃত স্নান ঘিরে যাতে পদপিষ্টের ঘটনার পুনরাবৃত্তি না হয় সেই কারণে মহাকুম্ভের নিরাপত্তা ব্যবস্থা আঁটোসাঁটো করেছে যোগী সরকার। ২০১৯ সালের অর্ধ কুম্ভ মেলা যাঁরা সফলভাবে উতরে দিয়েছিলেন সেই আমলাদের লখনউ থেকে এবার প্রয়াগরাজে মোতায়েন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। আশিস গোয়েল এবং ভানুচন্দ্র গোস্বামী নামে ওই দুই আমলা প্রয়াগরাজে প্রশাসনের দায়িত্ব সামলেছিলেন। ভিড় নিয়ন্ত্রণ এবং নিরাপত্তা সংস্থাগুলির সঙ্গে সমন্বয় রাখার পূর্ব অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁদের। ওই দুই প্রাক্তন আমলার পাশাপাশি উত্তরপ্রদেশের অতিরিক্ত ডিজি ভানু ভাস্কর মেলাপ্রাঙ্গণের ভিড় সামলানোর দায়িত্ব দেখভাল করছেন।

শনিবার মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ মেলাপ্রাঙ্গণে এসেছিলেন। দুর্ঘটনাস্থলও ঘুরে দেখেন তিনি। পরে হাসপাতালে গিয়ে আহতদের সঙ্গে কথা বলেন। ৫ ফেব্রুয়ারি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি মহাকুম্ভে আসতে পারেন। তার প্রস্তুতিও চলছে জোরকদমে। এই পরিস্থিতিতে বসন্তপঞ্চমীর শাহি স্নানের সময় যাতে কোনওপ্রকার অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে তার জন্য আধিকারিকদের কড়া নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি সাফ জানিয়েছেন, মেলার বাকি দিনগুলিতে আয়োজন, ব্যবস্থাপনায় যাতে একচুলও খামতি না থাকে।

২৯ জানুয়ারি মৌনী অমাবস্যায় অমৃত স্নান করতে গিয়ে হুড়োহুড়ির জেরে পদপিষ্ট হয়ে বহু মানুষ মারা যান। সরকারিভাবে এখনও ওই দুর্ঘটনায় নিহতের সংখ্যা ৩০ বলে

বসন্তপঞ্চমীর অমৃতস্নানের আগে ভিড় নিয়ন্ত্রণ পুলিশের। রবিবার।

জানানো হয়েছে। আহতের সংখ্যা ৬০। যদিও একাধিক মহলের দাবি, ওই দিন দুটি পদপিষ্টের ঘটনা ঘটেছিল। যে পরিমাণ ভিড় মেলাস্থলে দেখা গিয়েছিল তাতে মৃতের সংখ্যা অন্তত কয়েকশো বলে দাবি করা হয়েছে। রাহুল গান্ধি, অখিলেশ যাদব, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো বিরোধী নেতারা মৃতের প্রকৃত সংখ্যা গোপন করা হচ্ছে বলে অভিযোগ তুলেছেন। এই পরিস্থিতিতে এখন মহাকুম্ভের নিরাপত্তা সামলানোই সবথেকে বড় চ্যালেঞ্জ যোগীর কাছে। সাধুসন্তরাও ভক্ত, পুণ্যার্থীদের আগাম সতর্ক করে দিয়েছেন। আখাড়া পরিষদের সভাপতি মহন্ত রবীন্দ্র পুরী সংগমস্থলে পুণ্যার্থীদের অহেতুক ভিড় না করার আর্জি জানিয়েছেন।

এদিকে মহাকুম্ভ মেলার নিরাপত্তা বাড়ানোর জন্য সুপ্রিম কোর্টে যে মামলা হয়েছিল সোমবার তার শুনানি হওয়ার কথা। মহাকুম্ভে পুণ্যার্থীদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে সুনির্দিষ্টভাবে কিছু গাইডলাইন এবং বিধিনিষেধ আরোপ করার আর্জি জানিয়ে ওই মামলাটি দায়ের করেছেন বিশাল তিওয়ারি নামে এক আইনজীবী। সোমবার প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্না এবং বিচারপতি সঞ্জয় কুমারের বেঞ্চে ওই মামলার শুনানি হবে। কেন্দ্র ও উত্তরপ্রদেশ সরকারকে মহাকুম্ভে আগত পুণ্যার্থীদের নিরাপদ পরিবেশ তৈরির আর্জিও জানানো হয়েছে ওই মামলায়। এদিকে পদপিষ্টের ঘটনার তদন্তকারীরা ষড়যন্ত্রের বিষয়টি খতিয়ে দেখতে শুরু করেছেন। সূত্রের খবর, দুর্ঘটনার দিন সংগম নোজ এলাকায় সক্রিয় ১৬ হাজারেরও বেশি মোবাইল নম্বরের তথ্য খতিয়ে দেখছেন। বর্তমানে সেগুলি সুইচড অফ হয়ে গিয়েছে। সিসিটিভি ফুটেজ থেকে ফেসিয়াল রিকগনিশন অ্যাপেরও সাহায্য নিচ্ছেন তদন্তকারীরা।

এদিকে সোমবার সংসদে কুম্ভ দুর্ঘটনা নিয়ে আলোচনার দাবিতে অনড় বিরোধী ইন্ডিয়া জোট। তৃণমূল সূত্রে খবর, দলের রাজ্যসভার সাংসদ সাগরিকা ঘোষ রুল ২৬৭-এর আওতায় একটি নোটিশ জমা দিয়েছেন। কংগ্রেস, সপা, আরজেডি সহ বিরোধী শিবিরের একাধিক দল রাজ্যসভায় পৃথক নোটিশ জমা দিয়েছে। বিরোধীরা একজোট হয়ে কুম্ভ দুর্ঘটনার জন্য আলোচনার দাবি জানিয়েছে। সোমবার দুপুর ২টো থেকে রাজ্যসভায় রাষ্ট্রপতির অভিভাষণের ওপর ধন্যবাদ প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা শুরু হবে।

রাম জন্মভূমিতে দলিত তরুণীকে ধর্ষণ করে খুন

বিচার চেয়ে কান্না সপা সাংসদের

অযোধ্যা, ২ ফেব্রুয়ারি : ধুমধাম করে রামলালার মন্দিরে প্রাণপ্রতিষ্ঠার প্রথম বর্ষপূর্তি হলেও অযোধ্যায় এখনও রামরাজ্য প্রতিষ্ঠা করে উঠতে পারল না যোগী আদিত্যনাথের ডাবল ইঞ্জিন সরকার।

অযোধ্যার ঘটনায় ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। তিনি সামাজিক মাধ্যমে লিখেছেন, ক্রন্দনরত অবধেশ বিলাপের সুরে বলতে থাকেন, 'ভগবান রাম, সীতা মা আপনারা কোথায়?'

> আমি লোকসভায় বিষয়টি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির গোচরে আনব। আমি যদি ওই তরুণীকে ন্যায়বিচার দিতে না পারি, তাহলে লোকসভা থেকে পদত্যাগ করব।
>
> **অবধেশ প্রসাদ, সপা সাংসদ**

উত্তরপ্রদেশে নারী নিরাপত্তা যে স্রেফ কথার কথা, সেটা আরও একবার প্রমাণিত হয়ে গেল অযোধ্যার একটি ধর্ষণ করে খুনের ঘটনায়। এক ২২ বছরের দলিত তরুণীকে ধর্ষণের পর নৃশংসভাবে খুন করার অভিযোগ উঠেছে। শুক্রবার সন্ধ্যা থেকে ওই তরুণীকে পাওয়া যাচ্ছিল না।

শনিবার সকালে তাঁর গ্রামের বাইরে একটি নর্দমার কাছ থেকে ওই তরুণীর ক্ষতবিক্ষত নগ্ন মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়। তাঁর রক্তমাখা জামাকাপড় উদ্ধার হয় সেখান থেকে। পুলিশ এই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। রবিবার ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে সাংবাদিক বৈঠকে কেঁদে ফেলেন ফৈজাবাদের সপা সাংসদ অবধেশ প্রসাদ।

অবরুদ্ধ কণ্ঠে তিনি বলেন,'আমাকে দিল্লিতে যেতে দিন। আমি লোকসভায় বিষয়টি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির গোচরে আনব। আমি যদি ওই তরুণীকে ন্যায়বিচার দিতে না পারি, তাহলে লোকসভা থেকে পদত্যাগ করব। আমি ব্যর্থ হয়েছি। এটা আমাদের সবার ব্যর্থতা। ইতিহাস আমাদের কীভাবে ক্ষমা করবে?' রীতিমতো হাউহাউ করে কাঁদতে থাকেন অবধেশ প্রসাদ। তাঁকে অন্যান্য নেতা সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করলেও 'অযোধ্যায় দলিতকন্যার সঙ্গে হওয়া অমানবিকতা এবং নৃশংসভাবে তাঁকে যেপ্রকার হত্যা করা হয়েছে তা হৃদয়বিদারক এবং লজ্জাজনক।

তিন দিন ধরে তাঁর পরিবারের কান্না যদি প্রশাসন শুনত তাহলে ওই কন্যার জীবন বেঁচে যেত। জঘন্য অপরাধে আরও একটি কন্যার জীবন শেষ হয়ে গেল। আর কতদিন এবং কতগুলি পরিবারকে এইভাবে কষ্ট পেতে হবে? বহুজন বিরোধী বিজেপি রাজত্বে বিশেষ করে উত্তরপ্রদেশে ঘৃণিত অত্যাচার, অন্যায় এবং হত্যা বেলাগাম হয়ে চলেছে।'

যোগীকে বিঁধে রাহুল বলেন, 'উত্তরপ্রদেশ সরকারের উচিত এই অপরাধের দ্রুত তদন্ত করে দোষীদের কঠোর শাস্তি দেওয়া।'

আটকে পড়া হিন্দুদের উদ্ধারে মুসলিমরা

প্রয়াগরাজ, ২ ফেব্রুয়ারি : জনসমাগমে নজির গড়েছে উত্তরপ্রদেশের প্রয়াগরাজের মহাকুম্ভ। ত্রিবেণী সঙ্গমে প্রতিদিন স্নান করছেন লক্ষ লক্ষ মানুষ। শাহি স্নানের দিনগুলিতে সংখ্যাটা কয়েক কোটিতে পৌঁছে যাচ্ছে। আর সেই স্নান করতে গিয়েই ২৯ জানুয়ারি মৌনী অমাবস্যায় পদপিষ্ট হয়ে অন্তত ৩০ জনের মৃত্যু হয়। ভিড়ের চাপে আহত হন অনেকে। কুম্ভমেলা এবং তার আশপাশের এলাকায় অগুনতি পুণ্যার্থী আটকে পড়েছিলেন। সেই দুঃসময়ে তাঁদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন স্থানীয় মুসলিমরা। হিন্দু ভক্তদের জন্য মসজিদ, মাদ্রাসা, ইমামবাড়া এমনকি বাড়ির দরজা পর্যন্ত খুলে দিয়েছিলেন তাঁরা। এক অন্য কুম্ভের সাক্ষী হয়েছিল প্রয়াগরাজ।

অন্য কুম্ভ

সেদিন কোটি কোটি পুণ্যার্থীর সঙ্গে কুম্ভমেলায় আটকে পড়েছিলেন মধ্যপ্রদেশের বাসিন্দা রামনাথ তিওয়ারি। ৬৮ বছরের বৃদ্ধ বলেন, 'অসংখ্য মানুষ আটকে পড়েন। রাস্তায় বাস, গাড়ি চলাচল বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। আমরা ক্লান্ত ও অসহায় ছিলাম। সেইসময় মুসলিম বাসিন্দারা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন।' তিনি জানান, পদপিষ্ট হওয়ার খবর ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে নাখাস কোহনা, রোশন বাগ, হিম্মতগঞ্জ, খুলদাবাদ, রানি মান্ডি এবং শাহগঞ্জের মুসলিম পরিবারগুলি তাঁদের দরজা খুলে দিয়েছিল। খুলদাবাদ সবজি মান্ডি মসজিদ, বড় তাজিয়া ইমামবাড়া এবং চক মসজিদগুলি পুণ্যার্থীদের রাত কাটানোর আশ্রয়স্থল হয়েছিল। পুণ্যার্থীদের চা, জলখাবার এবং গরম খাবার পরিবেশন করা হয়েছিল।

বাহাদুরগঞ্জের মহম্মদ ইরশাদ বলেন, 'তখন হিন্দু-মুসলিমে তফাত ছিল না। ছিল শুধুই মানবতা। ওই রাতে আমরা মানুষকে কষ্ট পেতে দেখেছি, যা দরকার ছিল সেটাই করেছি। আমরা তাঁদের অতিথি হিসেবে স্বাগত জানিয়েছি। তাঁদের জন্য খাবারের ব্যবস্থা এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছিলাম।'

ট্রাম্পের সঙ্গে বাণিজ্য-যুদ্ধে কানাডা-মেক্সিকো

আমেরিকার পণ্যের ওপর ২৫ শতাংশ কর কানাডায়

ওয়াশিংটন, ২ ফেব্রুয়ারি : কানাডা ও মেক্সিকো থেকে আমদানি করা পণ্যের ওপর ২৫ শতাংশ হারে কর বসানোর কথা ঘোষণা করেছিলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। এছাড়া চিনা পণ্যের ওপর করের হার ১০ শতাংশ বাড়িয়েছেন তিনি। জবাব দিতে দেরি করেনি ৩টি দেশই। কয়েকঘণ্টার মধ্যে আমেরিকার পণ্যে একই হারে কর চাপালেন কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো। রবিবার তিনি বলেন, '১৫৫ বিলিয়ন ডলারের মার্কিন পণ্যের ওপর ২৫ শতাংশ হারে কর বসানোর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

এর মধ্যে ৩০ বিলিয়ন ডলারের পণ্যের ওপর মঙ্গলবার থেকে বর্ধিত হারে কর আদায় করা হবে। বাকি পণ্যের ওপর নতুন করের হার ২১ দিনের মধ্যে কার্যকর হতে পারে।' ট্রুডো বলেন, 'আমরা এটা করতে চাইনি। কিন্তু কানাডিয়ানদের পক্ষে দাঁড়াতে আমরা পিছু হটব না।' কানাডা থেকে এক শতাংশের কম মাদক এবং এক শতাংশের কম অবৈধ অভিবাসী আমেরিকায় প্রবেশ করে বলে দাবি করেন তিনি।

ডোনাল্ড ট্রাম্প, জাস্টিন ট্রুডো, ক্লাউদিয়া শেনবাউম। ফাইল চিত্র।

কানাডার পথে হাঁটার কথা জানিয়েছেন মেক্সিকোর প্রেসিডেন্ট ক্লাউদিয়া শেনবাউম। চিনের বিদেশমন্ত্রক এক বিবৃতিতে বলেছে, মার্কিন সরকারের সিদ্ধান্তে তারা ক্ষুব্ধ। দৃঢ়তার সঙ্গে এই পদক্ষেপের বিরোধিতা করা হবে। চিনের পণ্যের ওপর ট্রাম্পের বাড়তি কর বসানোর সিদ্ধান্ত বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার নিয়মের বিরোধী বলে দাবি বেজিংয়ের।

ট্রাম্প সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার না করলে তারাও আমেরিকা থেকে আমদানি করা জিনিসপত্রের ওপর অতিরিক্ত কর আরোপ করবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছে চিন।

আমেরিকার সঙ্গে ৩ দেশের করযুদ্ধ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে গভীর প্রভাব ফেলতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। এর ফলে কূটনৈতিক সমীকরণ বদলে যাওয়ার আশঙ্কা করছেন আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশেষজ্ঞদের একাংশ।

আমেরিকার আমদানি করা পণ্যের ৪০ শতাংশ আসে চিন, কানাডা ও মেক্সিকো থেকে। আবার ওই ৩টি দেশে বড় অঙ্কের পণ্য রপ্তানি করে আমেরিকা। চিনে বহু মার্কিন সংস্থার উৎপাদনকেন্দ্র রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে দু-পক্ষের একে অন্যের পণ্যের ওপর কর চাপানোর সিদ্ধান্ত আন্তর্জাতিক মন্দাকে তীব্রতর করতে পারে।

ট্রাম্প অবশ্য নিজের সিদ্ধান্তে অনড়। হোয়াইট হাউসের প্রেস সেক্রেটারি ক্যারোলিন লিয়াভিটের অভিযোগ, মেক্সিকো সরকারের সঙ্গে মাদকপাচার চক্রের যোগ রয়েছে। সেখান থেকে আমেরিকায় প্রচুর পরিমাণে ফেন্টালিন মাদক পাচার করা হচ্ছে। এটি লক্ষ লক্ষ আমেরিকানের প্রাণ নিয়েছে। কানাডা থেকেও অবৈধ অভিবাসীরা আমেরিকায় ঢুকছেন। সেই কারণে দুই দেশের ওপর বাড়তি কর বসানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

সুস্থ থাকুন

অতিরিক্ত হলেই সিকেডি'র রোগীদের বিপদ

সমস্যার নাম পানীয়

ক্রনিক কিডনি ডিজিজ সিকেডি নামেই বেশি পরিচিত। এটি কিডনির এমন একটি দীর্ঘস্থায়ী রোগ যা সময়মতো নির্ণয় করা না গেলে রেনাল ফেলিওর হতে পারে। ভারতীয় জনসংখ্যার ১০ শতাংশেরও বেশি মানুষ ক্রনিক কিডনি ডিজিজে আক্রান্ত, যেখানে প্রতি বছর এক লক্ষেরও বেশি রোগী রেনাল ফেলিওরের সমস্যায় ভোগেন। এই অবস্থায় কী করবেন জানালেন নেওটিয়া গেটওয়েল মাল্টিস্পেশালিটি হসপিটালের কনসালট্যান্ট নেফ্রোলজিস্ট **ডাঃ সুতনয় ভট্টাচার্য**

সাধারণ লক্ষণ

কিডনি রোগের প্রথম দিকে সেরকম কোনও উপসর্গ থাকে না। রোগ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন উপসর্গ দেখা দিতে পারে। এরমধ্যে রয়েছে– বারেবারে প্রস্রাব করা, অবসাদ, দুর্বলতা, এনার্জি কমে যাওয়া, খিদে কমে যাওয়া, হাত-পা ফোলা, শ্বাসকষ্ট, ফেনাযুক্ত প্রস্রাব, শুকনো ত্বক, চুলকানি, মনোযোগে সমস্যা বা ঘুমে ব্যাঘাত ঘটতে পারে। এছাড়া অসাড়তা, বমিবমি ভাব বা বমি, পেশিতে ব্যথা, উচ্চ রক্তচাপ এবং ত্বক কালো হয়ে যেতে পারে। কিডনির রোগ তখনই হয় যখন কিডনির ক্ষতি হয়, রক্ত পরিস্রুত করার আর ক্ষমতা থাকে না। ক্রনিক কিডনি ডিজিজ কয়েক বছর ধরে ধীরে ধীরে হতে থাকে।

ঝুঁকির কারণ

এই রোগের ঝুঁকির কারণ একাধিক, তবে উচ্চ রক্তচাপ এবং ডায়াবিটিস প্রধান। রক্তে শর্করার মাত্রা যদি নিয়ন্ত্রণে না থাকে তাহলে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কিডনির ছোট রক্তনালিতে প্রভাব পড়ে। বর্জ্য পরিস্রুত করার ক্ষমতা নষ্ট হয়। একইভাবে উচ্চ রক্তচাপের কারণে কিডনিতে ব্যাপক চাপ পড়ে। ফলে কিডনির আরও ক্ষতি হয়।

অন্যান্য উল্লেখযোগ্য ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে হৃদরোগ। হার্ট ও কিডনির মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। যাঁদের হার্টের সমস্যা রয়েছে তাঁদের কিডনির রোগের ঝুঁকি বেশি। কারণ, হার্টে সমস্যা থাকলে অনেকসময় কিডনিতে অক্সিজেন ও রক্তপ্রবাহ কমে যেতে পারে। এছাড়া কিডনি রোগের পারিবারিক ইতিহাসের ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, জেনেটিক প্রবণতা ব্যক্তিদের আরও সংবেদনশীল করে তুলতে পারে। সেইসঙ্গে বয়সও একটা কারণ। বিশেষ করে বয়স্কদের সিকেডি হওয়ার ঝুঁকি বেশি, কারণ, কিডনির কার্যকারিতা বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কমতে থাকে।

অতিরিক্ত ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে ওবিসিটি, যা ডায়াবিটিস ও উচ্চ রক্তচাপের ঝুঁকি বাড়ায় এবং ধূমপান যা কিডনিতে রক্তপ্রবাহ কমিয়ে দেয় এবং রোগটিকে ত্বরান্বিত করে। এছাড়া দীর্ঘদিন ধরে নির্দিষ্ট কোনও ওষুধ ব্যবহার করা যেমন নন-স্টেরয়ডাল অ্যান্টি-ইনফ্ল্যামাটরি ড্রাগস (এনএসএআইডিএস) কিডনির ক্ষতি করতে পারে এবং সিকেডি-র ঝুঁকি বাড়ায়।

কিছু ভুল ধারণা এবং বাস্তব

ভুল ধারণা ১- সিকেডি-তে শুরুতেই উপসর্গ দেখা যায়।

বাস্তব- সিকেডি-কে প্রায়ই সাইলেন্ট ডিজিজ বলা হয়। কারণ, রোগটির উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি না হওয়া পর্যন্ত অনেকে কিছুই টের পান না। সিকেডি-র প্রথম অবস্থায় সেরকম কোনও উপসর্গ দেখা যায় না। তাই নিয়মিত চেকআপে থাকা জরুরি।

ভুল ধারণা ২- প্রচুর জল খেলে সিকেডি সেরে যায়।

বাস্তব- কিডনি সামগ্রিকভাবে ভালো রাখতে হাইড্রেটেড থাকা উচিত। তাই বলে অতিরিক্ত পরিমাণে জল খেলে সিকেডি ভালো হয়ে যাবে এমনটা মোটেও নয়। যথাযথ হাইড্রেশন কিডনির কার্যকারিতা বজায় রাখতে সাহায্য করে ঠিকই, কিন্তু একবার সিকেডি ধরা পড়লে অবশ্যই চিকিৎসা করানো জরুরি।

ভুল ধারণা ৩- শুধুমাত্র বয়স্কদেরই সিকেডি হয়।

বাস্তব- বয়স্কদের মধ্যে সিকেডি খুব সাধারণ। কিন্তু অল্পবয়সিদেরও হতে পারে, বিশেষ করে যাঁদের ডায়াবিটিস, উচ্চ রক্তচাপ বা কিডনি রোগের পারিবারিক ইতিহাস রয়েছে তাঁদেরও ঝুঁকি রয়েছে। সব বয়সের মানুষেরই সিকেডি হতে পারে।

ভুল ধারণা ৪- কিডনির রোগ প্রতিরোধ করা যায় না।

বাস্তব- অনেক ক্ষেত্রে উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবিটিস নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারলে এবং স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন বজায় রাখলে সিকেডি প্রতিরোধ করা যেতে পারে। নিয়মিত স্ক্রিনিং ক্ষতিগ্রস্ত কিডনির প্রাথমিক লক্ষণ শনাক্ত করতে সাহায্য করে।

সঠিক খাবারের গুরুত্ব

সিকেডির লক্ষণ নিয়ন্ত্রণে রাখতে, জটিলতা কমাতে এবং রোগের বৃদ্ধি ধীর করতে সঠিক খাবারের ভূমিকা অপরিহার্য। যথাযথ পুষ্টি কিডনির কাজের চাপ কমাতে এবং জমে থাকা বর্জ্য নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে।

কিডনি রোগীর লক্ষ্য হওয়া উচিত, সোডিয়াম গ্রহণ কমানো, যা রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে এবং তরল জমে থাকা প্রতিরোধ করে। উচ্চমাত্রার সোডিয়ামের কারণে উচ্চ রক্তচাপ হতে পারে, যা কিডনি রোগের ঝুঁকির একটি কারণ। এছাড়া প্রোটিন গ্রহণ কমানোরও পরামর্শ দেওয়া হয়। কারণ, অতিরিক্ত প্রোটিন ইউরিয়ার মতো বর্জ্য পদার্থ পরিস্রুত করতে কিডনির ওপর চাপ তৈরি করতে পারে। তবে পেশি ও টিস্যু মেরামতের জন্য পর্যাপ্ত মাত্রায় প্রোটিন জাতীয় খাবার খাওয়া জরুরি। এক্ষেত্রে প্রত্যেকের খাদ্যতালিকাগত পরিকল্পনা করে নেওয়া উচিত।

অনেক সময় সিকেডি রক্তে ফসফরাস ও পটাসিয়ামের মাত্রায় প্রভাব ফেলে। তাই এই দুই পুষ্টিগুণ সমৃদ্ধ খাবার সীমিত খাওয়া উচিত। এতে বোন ডিজিজ এবং হার্ট সংক্রান্ত সমস্যা প্রতিরোধ করা যেতে পারে। সিকেডি-র রোগীদের অতিরিক্ত তরল এড়িয়ে চলা উচিত, বিশেষ করে অ্যাডভান্স স্টেজে কিডনিতে ফোলা ও চাপ প্রতিরোধে। এই রোগীদের রেনাল নিউট্রিশনে বিশেষজ্ঞ রেজিস্টার্ড ডায়েটিসিয়ানের পরামর্শ নেওয়া উচিত।

ক্যানসার : যেভাবে মোকাবিলা করবেন

৪ ফেব্রুয়ারি বিশ্ব ক্যানসার দিবস। দিনটির উদ্দেশ্য, রোগটি সম্পর্কে আরও সচেতনতা বাড়ানো। গ্লোবোক্যান ২০২২-এর তথ্য অনুযায়ী, ভারতে বছরে প্রায় ১৫ লক্ষ নতুন ক্যানসার রোগীর তথ্য নথিভুক্ত করা হয়। প্রতিবছর ক্যানসারে প্রায় ১০ লক্ষ রোগীর মৃত্যু হয়। এই অবস্থায় ক্যানসার সংক্রান্ত ভুল ধারণা পুষে না রেখে প্রতিরোধের উপায় জানা জরুরি। লিখেছেন শিলিগুড়ির হোপ অ্যান্ড হিল ক্যানসার হসপিটাল ও রিসার্চ সেন্টারের ক্লিনিকাল অঙ্কোলজিস্ট **ডাঃ সপ্তর্ষি ঘোষ**।

২০২৫ সালের থিম

এবছর বিশ্ব ক্যানসার দিবসের থিম 'ইউনাইটেড বাই ইউনিক'। ইউনাইটেড অর্থাৎ আমরা সবাই আমাদের মতো করে ক্যানসারের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হব। অন্যদিকে, ইউনিক অর্থে প্রত্যেক ক্যানসার রোগীর রোগের ধরন তাঁদের নিজস্ব মলিকিউলার অনুযায়ী অন্য ক্যানসার রোগীর থেকে আলাদা। তাই তাঁদের চিকিৎসা পদ্ধতিও অনন্য হওয়া উচিত।

সাধারণ ক্যানসার

পুরুষদের মধ্যে রয়েছে- মুখগহ্বরের ক্যানসার, ফুসফুসে ক্যানসার, খাদ্যনালিতে ক্যানসার, কোলোরেক্টাল ও গ্যাস্ট্রিক ক্যানসার। অন্যদিকে, মহিলাদের মধ্যে স্তন, ওভারিয়ান, মুখগহ্বর এবং কোলোরেক্টাল ক্যানসার প্রধান।

কারণ

তামাক সেবন ও মদ্যপান

অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস, শারীরিক সক্রিয়তার অভাব এবং ওবিসিটি

বায়ু দূষণ এবং পেশাগত বিপদ

ভাইরাল সংক্রমণ (এইচপিভি, ইবিভি, হেপাটাইটিস-বি এবং সি)

জেনেটিক প্রবণতা

প্রতিরোধের উপায়

তামাক বর্জন করুন এবং মদ্যপান এড়িয়ে চলুন।

স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস বজায় রাখুন, সবুজ শাকসবজি ও ফল বেশি খান।

জাংক ফুড এড়িয়ে চলুন, অতিরিক্ত রেড মিট ও স্মোকড ফুড এড়িয়ে চলুন।

নিয়মিত শরীরচর্চা করুন।

এইচপিভি এবং হেপাটাইটিস-বি ভ্যাকসিন নিন।

নিয়মিত স্ক্রিনিং করান এবং বছরে একবার সারা শরীর চেকআপ করান।

কার্সিনোজেনের সংস্পর্শ কমান।

পরিবারে একাধিক সদস্যের ক্যানসার থাকলে জেনেটিক টেস্টিং ও নির্দেশিত স্ক্রিনিংয়ের পরামর্শ দেওয়া হয়।

সাধারণ ভুল ধারণা

ভুল ধারণা - বায়োপসির ফলে ক্যানসার ছড়ায়।

বাস্তব - ক্যানসার নির্ণয়ের জন্য বায়োপসির সঙ্গে ইমিউনোহিস্টোকেমিস্ট্রি করানো উচিত

ভুল ধারণা - চিনি খেলে ক্যানসার বাড়ে।

বাস্তব- চিনি নিজে ক্যানসারের ঝুঁকি বাড়ায় না।

ভুল ধারণা - ক্যানসারের রোগীদের রান্নাঘরে গ্যাসের কাছে যাওয়া উচিত নয়।

বাস্তব – ক্যানসার বা রেডিয়েশনের সঙ্গে রান্নাঘরে কাজ করার কোনও সম্পর্ক নেই।

ভুল ধারণা - ক্যানসার রোগীদের সকলের থেকে আলাদা থাকা উচিত।

বাস্তব - একসঙ্গে থাকলে বা একে অপরের খাবার শেয়ার করলে ক্যানসার একজনের থেকে আরেকজনে ছড়ায় না। বরং ক্যানসার রোগীর নৈতিক সমর্থনের প্রয়োজন হয়। তাকে কখনোই আলাদা রাখা উচিত নয়।

ভুল ধারণা - ক্যানসার রোগীদের আমিষ খাবার এড়িয়ে চলা উচিত।

বাস্তব - এরকম কোনও বাধ্যবাধকতা না থাকলেও রোগীকে রেড মিট এড়িয়ে চলতে বলা হয়। তবে তাঁরা ডিম, মাছ, মুরগির মাংস খেতে পারেন।

ভুল ধারণা - কেমোথেরাপি চলাকালীন আপেল ও পেয়ারা না খাওয়াই ভালো।

বাস্তব – খাওয়ার আগে এই ধরনের ফলের বাইরের স্তর অবশ্যই ধুয়ে নেওয়া উচিত। কিন্তু খাবেন না এমনটা নয়।

ভুল ধারণা - সব রোগীর জন্য কেমোথেরাপি ক্ষতিকর।

বাস্তব – যে কোনও কেমোথেরাপিরই নিজস্ব কিছু পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া রয়েছে। মারাত্মক পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার ঝুঁকি ৫-১০%। মনে রাখতে হবে, ক্যানসার চিকিৎসার গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ কেমোথেরাপি।

প্রাথমিক লক্ষণ

- মুখের ঘা না কমা
- খাবার গিলতে অসুবিধা বা ব্যথা
- ঘাড়, বগল, স্তন, পেটে বা শরীরের যে কোনও অংশে ফোলা যা ক্রমে আকারে বাড়তে থাকে
- ওষুধেও কাশি না সারলে
- থেমে থেমে বমি হলে
- অরুচি হলে এবং ওজন কম হলে
- মলদ্বার, জরায়ু থেকে বা প্রস্রাবের সঙ্গে রক্তপাত হলে
- পেটে ব্যথা হলে
- কোষ্ঠকাঠিন্য ও ডায়ারিয়ার বিকল্প ইতিহাস থাকলে

রোগ নির্ণয়ের পদ্ধতি

- ইমিউনোহিস্টোকেমিস্ট্রি সহ বায়োপসি ক্যানসার নির্ণয়ের যথোপযুক্ত পদ্ধতি।
- এছাড়া রয়েছে সিটি স্ক্যান, পেটসিটি স্ক্যান এবং এমআরআই স্ক্যান।
- ক্যানসারে অনন্য বৈশিষ্ট্য খুঁজে বের করতে মলিকিউলার টেস্টিং ও নেক্সট জেনারেশন সিকোয়েন্সিং ব্যবহার করা হয়, যাতে সফলভাবে চিকিৎসা করা যায়।

চিকিৎসা

সার্জারি, আইএমআরটি, আইজিআরটি, এসবিআরটি-র মতো উচ্চ পর্যায়ের প্রযুক্তি সহ রেডিয়েশন থেরাপি, এইচডিআর ব্র্যাকিথেরাপি, কেমোথেরাপি, টার্গেটেড থেরাপি, ইমিউনোথেরাপি প্রভৃতির মাধ্যমে ক্যানসারের চিকিৎসা করা হয়ে থাকে।

যা করতে পারেন

- মানসিকভাবে রোগীর পাশে থাকুন
- যত দ্রুত সম্ভব রোগনির্ণয় ও চিকিৎসা শুরু করা উচিত
- রোগীকে স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনে উৎসাহিত করা
- ক্যানসার সম্পর্কে সচেতনতা প্রচার করা

বীণা-পুস্তক রঞ্জিত হস্তে

বাণীবন্দনায় শহর শিলিগুড়ি। রবিবার দিনভর জমজমাট রইল স্কুল, কলেজ প্রাঙ্গণ। বাগদেবীর আরাধনায় ব্রতী হল সামাজিক সংগঠনও। (১) শিলিগুড়ি কলেজ, (২) সুভাষপল্লির নেতাজি মোড় এবং (৩) শিলিগুড়ি গার্লস হাইস্কুল। ছবিগুলো তুলেছেন সূত্রধর

শিলিগুড়িতে পরিস্থিতি সামলাতে নাজেহাল পুলিশ

বেলাগাম টোটোচালকরা

মিঠুন ভট্টাচার্য

শিলিগুড়ি, ২ ফেব্রুয়ারি : শিলিগুড়ির প্রধান সড়কগুলোতে টোটোর রুট স্থির করে দেওয়ায় শহরের যানজটে কিছুটা লাগাম পরেছে। কিন্তু একাংশ চালকের কর্মকাণ্ড পুলিশ-প্রশাসনের গলায় কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ক্ষুব্ধ সাধারণ মানুষও। তবে পরিস্থিতির সরলীকরণ করতে নারাজ শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের ডিসিপি বিশ্বচাঁদ ঠাকুর। তাঁর যুক্তি, 'কেউ যদি কোনও অপরাধ করে থাকে, সেক্ষেত্রে একমাত্র তাকেই অপরাধী হিসেবে দেখা উচিত। এজন্য সবাইকে একসঙ্গে দাগিয়ে দেওয়া যায় না।'

টোটোচালকদের বিরুদ্ধে অভিযোগের তালিকা কিন্তু দিন-দিন লম্বা হচ্ছে। একবার ফিরে দেখা যাক।

দিনদুয়েক আগে এক ট্রাফিক পুলিশকর্মীর গায়ে হাত তোলার অভিযোগ ওঠে একজন টোটোচালকের বিরুদ্ধে। দশদিন আগে আরেকটি ঘটনা ঘটে বাড়িভাসায়। সেখানে এক নাবালককে টোটোতে তুলে নিয়ে গিয়ে মারধর এবং মোবাইল ছিনতাইয়ের অভিযোগ দায়ের হয় নিউ জলপাইগুড়ি থানায়। অভিযুক্ত এক টোটোচালক ও তার শাগরেদ। অন্যদিকে, অপরাধমূলক কার্যকলাপের সঙ্গে জড়িত ছয় দুষ্কৃতী ধরা পড়েছিল ভক্তিনগর থানার পুলিশের হাতে। সেখানেও মূল পান্ডা এক টোটোচালক, তদন্তে নেমে এমনটা জানতে পারে পুলিশ।

এছাড়া ভাড়া নিয়ে বচসা এবং নানা অছিলায় যাত্রীদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার তো নিত্যদিনের বিষয়, দাবি দেশবন্ধুপাড়ার বাসিন্দা তন্ময় রায়ের। তাঁর কথায়, 'টোটোচালকদের অনেকেই ন্যূনতম নিয়ম মানছেন না। মোড়ের মাথা থেকে রাস্তার মাঝখান- যেখানে-সেখানে টোটো দাঁড় করিয়ে যাত্রী ওঠানো-নামানো চলছে। ভিড় রাস্তা আটকে বহালতবিয়তে চালক দাঁড়িয়ে থাকছেন। কেউ কিছু বললে কানে তোলেন না। এসব কারণে অলিগলিতেও যানজট তৈরি হয়।' ভুক্তভোগী ডাবগ্রাম, হাকিমপাড়া, বাবুপাড়া ও শক্তিগড়ের মতো শহরের নানা এলাকার মানুষ।

এসবের পাশাপাশি মাদক কারবারে জড়িত থাকার অভিযোগ একশ্রেণির টোটোচালকের বিরুদ্ধে।

> **অভিযোগের ইতিহাস**
> - ট্রাফিক পুলিশকর্মীর গায়ে হাত তোলা
> - বাড়িভাসায় নাবালককে টোটোতে তুলে নিয়ে গিয়ে মারধর, মোবাইল ছিনতাই
> - অপরাধমূলক কার্যকলাপে জড়িত ছয় দুষ্কৃতীর মূল পান্ডা এক টোটোচালক
> - টোটোতে চেপে মাদক বিক্রির কারবার দুই তরুণের
> - দুর্ব্যবহার, ভাড়া নিয়ে বচসার দৃষ্টান্ত সবথেকে বেশি

এই যেমন, এনজেপি রেল কলোনি হাইস্কুল ও লালবাহাদুর শাস্ত্রী হিন্দি হাইস্কুল চত্বরে একটি নির্দিষ্ট সবুজ রঙের টোটো দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায় মাঝেমধ্যে, খবর মিলেছে স্থানীয় সূত্রে। সংশ্লিষ্ট এলাকার এক ব্যবসায়ীর দাবি, 'টোটোটিতে চেপে ব্রাউন সুগার বিক্রি করতে আসে দুই তরুণ।' সন্ধ্যার পরও রেল কলোনির বিভিন্ন জায়গায় দাঁড়িয়ে টোটোতে চেপে অভিযুক্তদের মাদক বিক্রি করতে দেখা যায়, দেখেছেন অনেকে। দিনকয়েক আগে সেই টোটোর ছবি তোলার চেষ্টা করলে লালবাহাদুর শাস্ত্রী স্কুলের দিক থেকে রেলের মাঠের দিকে জোরগতিতে চালিয়ে চম্পট দেয় চালকরা। টোটোর পেছন সিটে বসে অসামাজিক কার্যকলাপের এমন ভূরিভূরি অভিযোগ রয়েছে।

এ প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হলে দোষ পাওয়া গেলে অবশ্য ছাড় দেওয়া হবে না বলে স্পষ্ট জানিয়েছে পুলিশ। ডিসিপির বার্তা, শহরে বেশ কিছু নিয়ম আরোপ করার পর টোটো সমস্যা অনেকটা নিয়ন্ত্রণে। এরপরও যারা আইন অমান্য করবে অথবা অসৎ আচরণ করছে, ব্যবস্থা নেওয়া হবে তাদের বিরুদ্ধে।

জলের অপচয়

ইসলামপুর, ২ ফেব্রুয়ারি : ট্যাপকলে বিবকক নেই, ফলে ইসলামপুর পুরসভার ১৫ নম্বর ওয়ার্ডে পরিস্রুত পানীয় জলের অপচয় চলছে দেদারে। নেতাজিপল্লির একাধিক ট্যাপকলের বিবকক হয় চুরি গিয়েছে কিংবা ভেঙেছে কেউ বা কারা। সারাবছর ধরে অপচয়ের ছবি দেখে ক্ষুব্ধ শহরবাসী। ঘণ্টার পর ঘণ্টা পানীয় জল গড়িয়ে পড়ে মিশছে নিকাশিনালায়। এপ্রসঙ্গে স্থানীয় কাউন্সিলার অর্পিতা দত্তর প্রতিক্রিয়া, 'ওই ট্যাপকলগুলোতে বিবকক লাগানো হয়েছিল এর আগে। খোঁজ নিয়ে ফের লাগিয়ে দেওয়া হবে।'

জমা জঞ্জাল

ইসলামপুর, ২ ফেব্রুয়ারি : ইসলামপুর পুরসভার ৫ নম্বর ওয়ার্ডে রুরাল লাইব্রেরির সামনে মাঝেমধ্যেই আবর্জনার স্তূপ চোখে পড়ে। স্থানীয় বাসিন্দাদের পাশাপাশি পথচলতি মানুষ যা নিয়ে বেজায় ক্ষুব্ধ। রবিবারও দুপুরে ওই এলাকায় জঞ্জাল জমে ছিল। যদিও ওয়ার্ড কাউন্সিলার পূর্ণিমা সাহা দে জানালেন, আবর্জনাবাহী গাড়ি রোজ ময়লা তুলে নিয়ে যাচ্ছে। কিছু অসচেতন মানুষের জন্য এমন পরিস্থিতি। সমস্যা সমাধানে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বেপরোয়া বাইক

ইসলামপুর, ২ ফেব্রুয়ারি : সরস্বতীপুজোর উন্মাদনায় বাদ সাধল বেপরোয়া বাইকচালকদের দৌরাত্ম্য। রবিবার সন্ধ্যার পর থেকে রাত পর্যন্ত শহরের নিউটাউন রোড, হাইস্কুল রোড সহ বিভিন্ন এলাকায় নিয়মভঙ্গকারীদের দাপট অব্যাহত ছিল। থানা কলোনির বাসিন্দা সঞ্চয় পালের কথায়, 'বাইকের ধাক্কায় যে কোনও সময় বড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।' ইসলামপুর ট্রাফিক পুলিশ জানিয়েছে, তারা টানা নজরদারি চালাচ্ছে। পদক্ষেপ করা হবে।

নদীতে জামা, গ্রেপ্তার চোর

শিলিগুড়ি, ২ ফেব্রুয়ারি : একজন অপরাধী যতই প্রমাণ লোপাটের চেষ্টা করুক না কেন, কোনও না কোনও সূত্র সে ছেড়ে যায় ঘটনাস্থলে আর সেই সূত্র ধরে তদন্তকারী পৌঁছে যান তার কাছে। এই আপ্তবাক্য যেন ফের প্রমাণিত হল ধৃত নিকি দাসের ঘটনায়।

শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের মাথাব্যথার কারণ হয়ে উঠেছিল ওই দুষ্কৃতী। কেউ যাতে ধরতে না পারে, সেজন্য চুরির পর স্কুলের ঘরে লাগানো সিসিটিভি ক্যামেরার হার্ড ডিস্ক বের করে নিয়েছিল সে।

শুধু তাই নয়, চুরির সময় পরে থাকা জামাকাপড় কার্যসিদ্ধির পর ছুড়ে ফেলে দেয় নদীতে। যদিও তাতে শেষরক্ষা হয়নি। চুরির ধরন ধরিয়ে দিয়েছে তাকে। এক্ষেত্রে তদন্তকারীদের সাহায্য করে রাস্তায় বসানো সিসিটিভি ক্যামেরা।

শিলিগুড়ি থানায় খোঁজ নিয়ে জানা গেল, মিলনপল্লির একটি নবনির্মিত বিদ্যালয়ের ঘটনা এটা। স্কুলটি উদ্বোধন হয়নি। তবে ভেতরের সাজসজ্জা সম্পূর্ণ। লাগানো হয়েছিল স্মার্ট টিভি, ফ্যান সহ নানা সামগ্রী। শনিবার হঠাৎ স্কুল কর্তৃপক্ষের নজরে আসে, সেখানকার দরজা ভাঙা। উধাও বহু সামগ্রী। এরপরই তারা শিলিগুড়ি থানার দ্বারস্থ হয়।

পুলিশ অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে দেখে, স্কুলের ভেতরে বসানো সিসিটিভির ক্যামেরার হার্ড ডিস্ক নেই। দরজা ভাঙার ধরন দেখে তাদের সন্দেহ হয়, এর আগে একাধিক চুরিতে অভিযুক্ত ওই তরুণ এই কাণ্ড ঘটিয়েছে। তারপর স্কুল সংলগ্ন একটি রাস্তার সিসিটিভি ফুটেজ দেখে পুলিশ এব্যাপারে নিশ্চিত হয়।

সফল পুলিশ

অবশেষে গ্রেপ্তার করা হয় নিকিকে। জিজ্ঞাসাবাদে সে স্বীকার করে, চুরি করা সামগ্রীর একাংশ সে গোয়ালাপট্টির একটি পরিত্যক্ত জায়গায় রেখে এসেছে। সেখানে গিয়ে পুলিশ দুটো স্মার্ট টিভি উদ্ধার করে। তদন্তকারীরা স্কুল থেকে উধাও সিসিটিভির হার্ড ডিস্কের খোঁজ করেন এরপর। সেসময় একুশ বছরের ওই দুষ্কৃতী জানায়, হার্ড ডিস্ক এবং চুরির সময় পরে থাকা জামাকাপড় সে নিজের বাড়ি সংলগ্ন মহানন্দা নদীতে ফেলে দিয়েছে।

রবিবার ধৃতকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তুলে চুরি যাওয়া বাকি সামগ্রী উদ্ধারের জন্য ধৃতকে নিজেদের হেপাজতে নেয় শিলিগুড়ি থানার পুলিশ।

বোটিং সারাবছর

শিলিগুড়ি, ২ ফেব্রুয়ারি : বছরে শুধু চারমাস নয়। এবার থেকে সারাবছর সূর্য সেন পার্কে বোটিং করার সুযোগ মিলবে। অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে পার্কের নতুন লেক গড়ে তোলা হয়েছে। ফলে বর্ষাকাল ছাড়াও অন্যসময় লেকে পর্যাপ্ত জলের অভাব হবে না। ঘুরতে এসে সবাই যাতে শহরের একমাত্র বোটিং লেকের আনন্দ নিতে পারে সেজন্য উদ্যান ও কানন বিভাগের তরফে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পুরনিগমের উদ্যান ও কানন বিভাগের মেয়র পারিষদ সিক্তা দে বসু রায় বলেন, 'কয়েকটি সমস্যার জন্য সারাবছর বোটিং করা যেত না। তবে সে সমস্যা এখন আর নেই।'

পার্কে কচিকাঁচাদের পাশাপাশি বড়রা যাতে আনন্দ করতে পারে সেজন্য টয়ট্রেন, বোটিং লেকের সুবিধা রয়েছে। পার্কের এই রাইড খুবই জনপ্রিয়। বোটিংয়ের আনন্দ নিতে শহরের পাশাপাশি আশপাশের মানুষেরাও এখানে আসেন। তবে এতদিন শুধু বর্ষাকালে বোটিং করা যেত। বাকি সময় পর্যাপ্ত পরিমাণ জলের অভাবে বোটিং বন্ধ রাখতে হত। মহানন্দা নদীর চরের পাশে বোটিং লেকটি থাকায় সারাবছর পর্যাপ্ত জল ধরে রাখতে অসুবিধে হচ্ছিল। তবে পরিবেশবান্ধবভাবে নতুন এই লেকটি গড়ে তোলা হয়েছে। যেখানে জল পরিস্রুত হওয়ার পাশাপাশি বছরজুড়ে পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকবে।

সূর্য সেন পার্কে আয়ের অনেকটা এই বোটিং লেক থেকে আসে। চার আসনযুক্ত বোটের টিকিট ৬০ টাকা ও দুই আসনযুক্ত টিকিটের দাম ৩০ টাকা। এবার বছরজুড়ে এই সুবিধা থাকায় পার্কের মুনাফা আরও বাড়বে বলে সংশ্লিষ্ট বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত মেয়র পারিষদের আশা।

Recipient of
INDIA'S TOP 100 PRE-SCHOOL
We Teach, We Care
Bright Academy
AN ISO 9001:2008 CERTIFIED SCHOOL
www.worldofbright.com
BRIGHTER ! HIGHER ! STRONGER !
Punjabipara: 9832095334
Khalpara: 9832113888

বনভোজনে ভোগ আরাধ্য গোপালকে

সুকান্তনগরের কুণ্ডুপুকুর মাঠে বনভোজন। রবিবার। ছবি : বাপ্পা রায়

শিলিগুড়ি, ২ ফেব্রুয়ারি : শীতের মরশুম মানেই বনভোজন। খাওয়াদাওয়া, গানবাজনা মিলিয়ে জমজমাট ব্যাপার। এই আনন্দ থেকে কেন-ই বা বাদ পড়বেন বাড়ির আরাধ্য। যে বাড়িতে গোপাল পূজিত হন, তিনি রীতিমতো সেই পরিবারের একজন সদস্য হয়ে ওঠেন। তাই বাড়ির সদস্যটির জন্য বন্দোবস্ত হওয়া চাই নিখুঁত।

প্রদীপকৃষ্ণ গোস্বামীর তত্ত্বাবধানে সনাতনীদের নিয়ে গঠিত হয়েছে গোস্বামী পরিবার। তার হাজার হাজার সদস্য। গোস্বামী পরিবারের গোপালদের জন্য শিলিগুড়ির সুকান্তনগরে কুণ্ডুপুকুর মাঠে বনভোজনের আয়োজন করা হয়েছিল রবিবার। প্রায় আড়াই-তিন হাজার মানুষের জমায়েত হয়। গোপালের বসার জন্য আলাদা জায়গা তৈরি হয়েছিল। ভোগ নিবেদনের পাশাপাশি হয় আরতি।

বনভোজনের আহ্বায়ক রঞ্জিত সাহার কথায়, '২০১৭ সাল থেকে গোপালের বনভোজন হচ্ছে। এবছর কুণ্ডুপুকুর মাঠে সেই আয়োজন করা হল। শিলিগুড়ি শহর এবং সংলগ্ন মাটিগাড়া, শিবমন্দির সহ বিভিন্ন জায়গা থেকে বাড়ির গোপালকে নিয়ে মানুষ শামিল হন।'

বনভোজন মানে তো জম্পেশ খাওয়াদাওয়া। এখানে তাই গোপালের জন্য ছাপ্পান্ন ভোগের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। গোপালকে নিয়ে যাঁরা এসেছেন, তাঁদের জন্য মেনুতে ছিল পোলাও, ছোলার ডাল, চিলি ফুলকপি, চাটনি আর পায়েস।

কুণ্ডুপুকুর মাঠে এদিন দেখা হল রাধা সাহার সঙ্গে। জানালেন, প্রতিবছর তিনি তাঁর গোপালকে নিয়ে আসেন বনভোজনে। বছরপাঁচেক ধরে শিবমন্দিরের বাসিন্দা রতন দাস তাঁর পরিবার ও গোপালকে নিয়ে যোগ দেন গোস্বামী পরিবারের বনভোজনে। এবারও এসেছেন। তাঁর কথায়, 'প্রচুর বাড়ি থেকে গোপাল নিয়ে আসা হয়। সবাইকে একসঙ্গে বসিয়ে যখন পুজো, ভোগ নিবেদন করা হয়- সেই দৃশ্য অবর্ণনীয়। আমরাও আনন্দ করি।'

বাড়িতে গোপালকে রেখে ঘুরতে বেরোলে মন খারাপ হয় অনেকের। তাঁরা মনে করেন, এতে আরাধ্য দুঃখ পেতে পারেন। তাই বছরে একবার এমন বিশেষ আয়োজন।

স্লেট-পেন্সিলের অস্তিত্ব টিকে হাতেখড়িতে

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ২ ফেব্রুয়ারি : বিদ্যার দেবী সরস্বতী। জ্ঞান, সংগীত, শিল্পকলা এবং বুদ্ধিরও। তাই তাঁর পুজোতে হাতেখড়ি হওয়ার প্রথা ঘরে ঘরে। 'হাতেখড়ি' আচারের আবশ্যিক সামগ্রী স্লেট ও পেন্সিল। আগে পঠনপাঠনে এই দুইয়ের ব্যবহার ব্যাপক ছিল, এখন অবশ্য তেমনটা না। চাহিদার সঙ্গে সঙ্গে কমেছে বিক্রি। তবে সারাবছরে এই একটা দিন পাথর কিংবা প্লাস্টিকের স্লেট আর পেন্সিলের খোঁজ পড়ে দোকানে।

রবিবার শিলিগুড়ির সুভাষপল্লিতে দেখা হল রিয়াংকার সঙ্গে। ওই খুদের হাত ধরে দোকানে দাঁড়িয়ে স্লেট-পেন্সিল কিনছিলেন তার বাবা সজল দে। সেদিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে কৌতূহল মেটালেন হাসিমুখে, 'সোমবার বাড়িতে সরস্বতীপুজো। সেদিনই হাতেখড়ি হবে রিয়াংকার। তাই আজ স্লেট-পেন্সিল কিনছি।' বড় ছেলের হাতেখড়ির সময় শেষবার এক সেট কিনেছিলেন। কয়েকবছর আগেকার কথা।

ওই দোকানের মালিক কৌশিক পালের কথায়, 'শনিবার থেকে স্লেট-পেন্সিলের বিক্রি শুরু হয়েছে। এখন তো ডিজিটাল বোর্ডের চাহিদা বেশি, সেখানে ডিজিটাল পেন দিয়ে লেখা যায়। তবে হাতেখড়ির জন্য কিন্তু এই স্লেট-পেন্সিল আবশ্যিক। প্রতিবার সরস্বতীপুজোর সময় চাহিদা বাড়ে। এবছর তো দু'দিন পুজো। বেশ ভালো বিক্রিবাটা হল।'

বাজারে প্লাস্টিকের স্লেট মিলছে ৩০-৩৫ টাকায়, ফাইবারেরটা বিক্রি হচ্ছে ৫০-৬০ টাকায়। অন্যদিকে, পাথরের স্লেটের দাম শুরু ৭০ টাকা থেকে ৯৫ টাকা অবধি রয়েছে। পেন্সিল বিকোচ্ছে ১০ টাকা প্রতি প্যাকেট হিসেবে। শহরের বাসিন্দা রন্যিতা সান্যালের কথায়, 'বাঙালির ঘরে স্লেট-পেন্সিলে হাতেখড়ি দেওয়াই প্রথা। আমাদের এভাবে হাতেখড়ি হয়েছিল, এখন আমাদের ছেলেমেয়েদের হচ্ছে।'

সামনে সরস্বতী প্রতিমা। পুরোহিতমশাইয়ের কোলে বসে একরত্তি। তার হাত ধরে স্লেটের ওপর অ-আ-ক-খ লেখার দৃশ্য দেখলে বড়রাও ফিরে যান অতীতে। শহরের এক দোকানদার অশোক হালদার স্মৃতিচারণায় ভাসলেন এদিন, 'ছোটবেলায় অনেকদিন স্লেট আর খড়িমাটির পেন্সিল দিয়ে লিখেছি। খাতা-পেনকে ছাপিয়ে এখন রমরমা ডিজিটাল স্লেট ও বোর্ডের। ভবিষ্যতে হয়তো আরও কতকিছু আসবে বাজারে। কিন্তু আচারের সৌজন্যে এই স্লেট-পেন্সিলগুলো বেঁচে থাকবে চিরকাল।'

SILIGURI MODEL HIGH SCHOOL
35 YEARS OF EXPERIENCE
Baropathuram, Near Kawakhali,
P.O.: Ranidanga-734012, Siliguri
AFFILIATED TO C.B.S.E., DELHI, Affln. No. : 2430064, School Code : 15696

সন্তানকে স্কুলে ভর্তি করার সময় যে বিষয়গুলি বিবেচ্য-
ঐতিহ্যগত বুনিয়াদ নাকি ব্র্যান্ডের জনপ্রিয়তা?
মানবিক মূল্যবোধ নাকি ভোগ্যপণ্যে ঠাসা সম্ভ্রান্ততার অনুকরণ?

দীর্ঘ ৩৫ বছরের অভিজ্ঞতা ও আভিজাত্য নিয়ে শিলিগুড়ি মডেল হাইস্কুল (সিনিয়র সেকেন্ডারি) উত্তরবঙ্গের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সুনাম অর্জন করেছে। মেডিক্যাল, ইঞ্জিনিয়ারিং থেকে সরকারি ও বেসরকারি বহু ক্ষেত্রেই শিক্ষার্থীদের স্বপ্নপূরণের উপযুক্ত শিক্ষার প্রতি সর্বদা দায়বদ্ধ আমরা।

কেন্দ্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড (CBSE) অনুমোদিত দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত বিস্তৃত পাঠক্রমে উচ্চমাধ্যমিক স্তরে বিজ্ঞান, কলা ও বাণিজ্য- সকল শাখার পঠনপাঠনের জন্য আধুনিক শ্রেণিকক্ষ, স্বাস্থ্যকর শৌচালয় ও পানীয় জলের ব্যবস্থা, সুসংগঠিত গ্রন্থাগার, সমুন্নত গবেষণাগার, সমৃদ্ধ কম্পিউটার ল্যাব, নান্দনিক প্রদর্শনী কক্ষ, সুব্যবস্থিত সেমিনার কক্ষ, ক্রীড়াঙ্গন ও উন্মুক্ত ময়দান, আকর্ষণীয় মঞ্চ ও প্রেক্ষাগৃহ, সুসজ্জিত যোগাসন ও শরীরচর্চা গৃহ, উন্নত ক্যান্টিন, পর্যাপ্ত পরিবহণ ব্যবস্থা ও সর্বদা সতর্ক নিরাপত্তার বেষ্টনীতে সর্বোচ্চমানের প্রযত্নের নিশ্চয়তার জন্য সমর্পিত আমাদের বিদ্যানিকেতন। দীর্ঘ ৩৩ বছর শিলিগুড়ির গুরুংবস্তি ক্যাম্পাসে অতিবাহিত করে, এখন ২ বছরব্যাপী নতুন ক্যাম্পাস রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে শিলিগুড়ি বড়পথুরাম, কাওয়াখালী, রানিডাঙ্গা এলাকায়।

দেশের নতুন শিক্ষানীতি-২০২০-র বাস্তবায়নের পথে আমরা এগিয়ে চলেছি। মানবসেবায় নিবেদিত ঐতিহ্যশালী সংস্থা রোটারি ক্লাবের সাথে যুক্ততায় গড়ে উঠেছে শিলিগুড়ি মডেল হাইস্কুল রোট্যারাক্ট ক্লাব, লায়েন্স ক্লাব এবং সীমা সুরক্ষা বলের সহযোগিতায় আয়োজিত হয়েছে বহু চক্ষু পরীক্ষা শিবির, স্বাস্থ্য শিবির, শীতবস্ত্র প্রদান সমারোহ, বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি, কোভিড পরবর্তী জনস্বাস্থ্য সচেতনতা প্রচারাভিযান।

নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত G-20 ভুক্ত রাষ্ট্রগুলির আন্তর্জাতিক সম্মেলন উপলক্ষ্যে দেশের বাছাই করা স্কুলগুলির মধ্যে আমাদের স্কুলে অনুষ্ঠিত হয় বিশেষ G20 Awareness Summit- এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন লোকসভার মাননীয় অধ্যক্ষ শ্রী ওম বিড়লা, সমগ্র উত্তরবঙ্গের ৮০টি স্কুলের প্রায় ১২০০ জন প্রতিনিধি এই সম্মেলনে যোগ দেয়।

NTA এবং CBSE-র মতো সংস্থা NEET, C-TET, SAINIK SCHOOL ENTERANCE EXAMINATION, CSIR ও UGC- NET, JEE ইত্যাদি বিভিন্ন জাতীয় স্তরের গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা ব্যবস্থাপনায় আমাদের স্কুলের ভূমিকা জাতীয় স্তরে স্বীকৃত। CBSE-র দশম ও দ্বাদশ শ্রেণির বোর্ড পরীক্ষার মুখ্য তত্ত্বাবধান সমন্বায়ক (Chief Nodal Supervisor) ও জেলান্তর তাৎক্ষণিক মূল্যায়ন কেন্দ্র (Spot Evaluation Centre) হিসেবেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয় আমাদের স্কুল।

সাম্প্রতিক আমাদের বিদ্যালয়ের একাদশ শ্রেণির কলা বিভাগের শিক্ষার্থী বিবেক গুপ্তা জাতীয় হিন্দি বিকাশ সংগঠন, প্রধানমন্ত্রী সংগ্রহালয়, তিনমূর্তি ভবন, নয়াদিল্লির প্রদত্ত রাষ্ট্রীয় হিন্দি প্রতিভা সম্মান স্বর্ণপদকে ভূষিত হয়েছে। আমাদের ছাত্রী পাপিয়া ঘোষ মার্শাল আর্টের বিশেষ কৌশল পেঞ্চাক সিলাৎ-এর জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতায় স্বর্ণপদক জয় করেছে। বিদ্যালয়ের আরেক পড়ুয়া সিয়া গুপ্তা স্কেটিং-এ জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপে স্বর্ণপদক পেয়েছে। ২০২৩ সালে রাজ্যস্তর কিকবক্সিং প্রতিযোগিতার আসর আমাদের বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে আয়োজন করা হয়েছিল। বছরব্যাপী অনুষ্ঠানে আমাদের বিদ্যালয়ে উপস্থিত ছিলেন পদ্মশ্রী শ্রী শিবানন্দজী মহারাজ (১২৭ বছর প্রবীণ), গীতা-মণীষী মহামণ্ডলেশ্বর জ্ঞানানন্দ'জি মহারাজ এবং খুদে সুবক্তা ভক্ত ভগবদ (৬ বছরের নাবালক)।

আমাদের লক্ষ্য আপনার সন্তানকে প্রতিযোগিতাময় ভবিষ্যতের সম্মুখীন হবার জন্য যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী, সমর্থ, সহানুভূতিশীল ব্যক্তিত্ব হিসেবে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে তার সর্বাঙ্গীন উন্নতিসাধন।

ভরসা রাখুন সুযোগ্য, অভিজ্ঞ ও দূরদর্শী নেতৃত্বে
আমাদের বিদ্যালয়ের প্রধানাচার্য্য ডাঃ এস.এস. আগরওয়াল দীর্ঘ তিন দশকাধিক সময় শিক্ষা পরিচালন ব্যবস্থার সাথে জড়িত জাতীয় স্তরের একটি উজ্জ্বল নাম। তিনি ইউনেস্কো-এন.সি.ই.আর. টি-সি.বি.এস.ই শংসায়িত "স্কুল হেলথ ওয়েলনেস প্রোগ্রাম"-এর অন্যতম জাতীয় মুখ্য প্রশিক্ষক, সি.বি.এ.ই অনুমোদিত বিদ্যালয়সমূহের অধ্যক্ষ ও শিক্ষকদের জন্য সংস্থার ভুবনেশ্বর, গুয়াহাটি ও আজমের আঞ্চলিক কেন্দ্র পরিচালিত পেশাগত উন্নয়ন ও সামর্থ্য বিকাশ কার্যক্রমের বরিষ্ঠ প্রশিক্ষক, পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা ও ছত্তিশগড় রাজ্যের সি.বি.এস.ই অনুমোদিত বিদ্যালয়সমূহের অধ্যক্ষদের প্রশিক্ষণের জন্য নিয়োজিত বরিষ্ঠ প্রশিক্ষক, উত্তরবঙ্গের সি.বি. এস.ই অনুমোদিত বিদ্যালয়সমূহের যৌথ সংগঠন 'সহোদয় স্কুল কমপ্লেক্স'-এর সভাপতি।

দেশের গৌরবময় ৭৬তম প্রজাতন্ত্র দিবস উদ্‌যাপনের অঙ্গ হিসেবে আমরা আমাদের বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে আসা আগ্রহী প্রথম ৭৬জন পড়ুয়ার ভর্তির মাশুল (Admission Fee) মুকুব করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

শিলিগুড়ি মডেল হাইস্কুল (সিনিয়র সেকেন্ডারি) সকলের সন্তানের অনিঃশেষ মঙ্গল কামনা করে।
SCAN FOR MAP
Contact: 7810985192 / 7810985193 (WhatsApp)

মাল পুরসভায় দৌড়ে ৩ নারী

দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ পদ নিয়ে জল্পনা তুঙ্গে

অভিষেক ঘোষ

মালবাজার, ২ ফেব্রুয়ারি : মাল পুরসভায় চেয়ারম্যান পদে পালাবদলের পর এখন জল্পনা চলছে ভাইস চেয়ারম্যান নিয়ে। শুক্রবার চেয়ারম্যান পদে ইস্তফা দিয়েছেন স্বপন সাহা। সেক্ষেত্রে সরকারিভাবে উৎপলের চেয়ারে বসা শুধু সময়ের অপেক্ষা। যদিও এখন উৎপল নিজেকে ভাইস চেয়ারম্যান হিসেবেই পরিচয় দিচ্ছেন। তবে উৎপল চেয়ারম্যান পদে বসার পর ভাইস চেয়ারম্যান কে হবেন তা নিয়ে শুরু হয়েছে ইঁদুর দৌড়। তবে এই দৌড়ে তিন মহিলা কাউন্সিলার এগিয়ে রয়েছেন। পুরসভার বর্তমান ভাইস চেয়ারম্যান বলেন, 'দল আমাকে চেয়ারম্যানের দায়িত্ব দিয়েছে সেটা নিষ্ঠা সহকারে পালন করব, তবে ভাইস চেয়ারম্যান কে হবেন সেটা দল সিদ্ধান্ত নেবে।'

দলীয় সূত্রে খবর, রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক অভিজ্ঞতার দিক থেকে ভাইস চেয়ারম্যান পদের দৌড়ে এগিয়ে রয়েছেন ৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার মণিকা সাহা। দু'বার তৃণমূলের টিকিটে জয়ী হয়েছেন মণিকা। নির্বাচনের সময় ছাড়াও সারাবছর এলাকায় জনসংযোগ করার চেষ্টা করেন তিনি। তবে মণিকার স্পষ্ট বক্তব্য, 'দল কোনও দায়িত্ব দিলে অবশ্যই ভালোভাবে সেই কাজটি করব।' আবার ভাইস চেয়ারম্যান পদে ৩ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার মঞ্জু দেবী মোরের নাম শোনা যাচ্ছে। প্রথমবারের কাউন্সিলার তিনি। অভিজ্ঞতায় কম হলেও মঞ্জু দেবীর সঙ্গে পারিবারিক সম্পর্ক রয়েছে মন্ত্রী বুলু চিকবড়াইকের। মঞ্জু দেবী বিষয়টি অবশ্য দলীয় নেতৃত্বের ওপর ছেড়ে দিয়েছেন। এই দৌড়ে নাম শোনা যাচ্ছে ১২ নম্বর ওয়ার্ডের আরেক মহিলা কাউন্সিলার সরিতা গিরির। তিনিও প্রথমবার তৃণমূলের টিকিটে জয়ী হয়েছেন। তাঁকে কেন্দ্র করে একাধিকবার বিতর্ক হয়েছে শহরে। বেআইনিভাবে আদিবাসী জমিতে সরকারি প্রকল্পের কাজ শুরু করানোর অভিযোগ উঠেছিল। তাকিয়ে আছেন। এছাড়াও তরুণ কাউন্সিলার সুরজিৎ দেবনাথ ছাত্র রাজনীতি থেকে উঠে এসে প্রথমবার কাউন্সিলার হয়েছেন। সুরজিৎ দেবনাথের কথায় এটা স্পষ্ট, দল তাঁকে বড় কোনও দায়িত্ব দিলে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করবেন না। স্বপন সাহার হাত ধরে রাজনীতিতে

ধারে ও ভারে

- ভাইস চেয়ারম্যান পদের দৌড়ে এক নম্বরে রয়েছেন মণিকা সাহা
- এই পদে ৩ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার মঞ্জু দেবী মোরের নামও শোনা যাচ্ছে
- ১২ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার সরিতা গিরির সমর্থকরা চাইছেন তাঁকে ভাইস চেয়ারম্যান করা হোক

যদিও সেই বিতর্কে জল ঢেলে নিজেকে নির্দোষ দাবি করেছিলেন সরিতা। সরিতার সমর্থকদের মধ্যে একটা বড় অংশ দাবি করছে তাঁকে ভাইস চেয়ারম্যানের দায়িত্ব দেওয়া হোক। যদিও সরিতা এই বিষয়ে দলের সিদ্ধান্তের দিকেই পা দিয়ে সুরজিৎ খুব কম সময়ে একমাত্র তরুণ কাউন্সিলার হিসেবে বেশ পরিচিতি পেয়েছেন। দলের অন্দরের খবর, ভাইস চেয়ারম্যানের প্রতিযোগিতায় জয়ী হতে অনেকেই ব্যক্তিগতভাবে শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে যোগাযোগ করছেন।

তবে শহরের বাসিন্দাদের দাবি, ভাইস চেয়ারম্যান যেই হোন না কেন তিনি যেন দুর্নীতিপরায়ণ না হন। দলীয় সূত্রে খবর, রাজ্য নেতৃত্ব ভাইস চেয়ারম্যান পদের জন্য স্বচ্ছ ভাবমূর্তির কাউন্সিলারের সন্ধান করছে।

বিজেপির টাউন মণ্ডল সভাপতি নবীন সাহা বলেন, 'তৃণমূলের সব কাউন্সিলার দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত। মাল শহর একজন স্বচ্ছ ভাবমূর্তির ভাইস চেয়ারম্যান চায়।' সিপিএমের এরিয়া কমিটির সম্পাদক রাজা দত্ত'র কথায়, ভাইস চেয়ারম্যান ঘোষণা করতে যেন ৪ মাস সময় না লাগে।'

ফের তদন্ত চাইছে নির্যাতিতার পরিবার

জসিমুদ্দিন আহম্মদ

মালদা, ২ ফেব্রুয়ারি : 'আরজি কর কাণ্ড সঞ্জয়ের একার পক্ষে কোনওভাবেই সম্ভব নয়।' রবিবার মালদায় আইনজীবীর সঙ্গে পরামর্শ করতে এসে এমনই মন্তব্য করলেন অভয়ার বাবা-মা। মামলা রিট্রায়ালের আবেদন করতে চান তাঁরা। আগামী ৫ ফেব্রুয়ারি যা নিয়ে হাইকোর্টে শুনানি হওয়ার কথা।

বর্তমানে আরজি কর কাণ্ডে অভয়ার পরিবারের মূল আইনজীবী মালদার তড়িৎ ওঝা। এদিন সকালের ট্রেনে মালদায় পৌঁছে অভয়ার বাবা-মা সরাসরি তাঁর বাড়িতে চলে যান। বিকাল পর্যন্ত দফায় দফায় আলোচনা শেষে সন্ধ্যার ট্রেনে কলকাতায় রওনা হয়ে গেছেন।

শিয়ালদা কোর্টের রায় নিয়ে একেবারেই সন্তুষ্ট নন অভয়ার মা-বাবা। তাঁদের সাফ কথা, 'কলকাতা পুলিশ ও মুখ্যমন্ত্রী একসঙ্গে পুরো বিষয়টা আড়াল করার চেষ্টা করছে। রায়ের কপি ঠিকমতো না পড়েই হাইকোর্টে সঞ্জয়ের ফাঁসির আবেদন জানিয়েছে রাজ্য। অনেক খেলা চলছে।'

তাঁদের বক্তব্য, 'যারা যারা এই ব্যাপারে জড়িত তাদের সবাইকে তদন্তের আওতায় নিয়ে আসা হোক। অভয়ার বাবার দাবি, 'মুখ্যমন্ত্রী নিজেই স্বাস্থ্যমন্ত্রী। পুলিশমন্ত্রীও। আমার মেয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কর্মচারী ছিল। কর্মরত অবস্থায় মানুষের সেবা করতে গিয়ে তাকে ধর্ষিত ও খুন হতে হয়েছে। এর দায় রাজ্য সরকার কোনওভাবে এড়াতে পারবে না।'

তিনি বলেন, 'তৃণমূলের অনেকেই আমার বিরুদ্ধে কথা বলছেন। কিন্তু শিয়ালদা কোর্টের রায় পড়ে দেখলেই আমার প্রশ্নগুলোর বাস্তবতা তাঁরা বুঝতে পারবেন। আমরা চাই, এই ঘটনায় দোষীদের শাস্তি হোক।'

> সিবিআইয়ের চার্জশিটে একাধিক অসংগতি দেখে মোট ৫৪টা প্রশ্ন হাইকোর্টের নজরে আনা হয়েছে। ঘটনায় জড়িত মাথাদের আড়াল করতে সঞ্জয়কে জড়ানো হয়েছে। কলকাতা পুলিশের মতো সিবিআইয়ের ভূমিকাও সন্দেহের ঊর্ধ্বে নয়।
>
> তড়িৎ ওঝা
> আইনজীবী

অভয়ার পরিবারের আইনজীবী তড়িৎ বাবুর বক্তব্য, 'সিবিআই যেমন চেষ্টা করেনি, তেমনই কলকাতা পুলিশও চেষ্টা করেনি। কলকাতা পুলিশ যা করেছে, কার্যত সেটাকে ভিত্তি করেই সিবিআই আদালতে চার্জশিট দিয়েছে।'

তিনি জানান, এই মামলা রিট্রায়াল করা যায় কি না সেটা নিয়েই এখন লড়াই। সুপ্রিম কোর্টের অনুমোদন নিয়ে হাইকোর্টে মামলার আবেদন করা হয়েছে। সিবিআইয়ের চার্জশিট ও তদন্ত নিয়ে ৫৪টি প্রশ্ন হাইকোর্টের নজরে আনা হয়েছে। যার অনেকগুলোর সঙ্গে আদালত সহমত পোষণ করেছে। সেই সঙ্গে তিনি জানান, 'আরজি করের তৎকালীন সুপার সুদীপ্ত রায়ের বিরুদ্ধে যে দুর্নীতির মামলা শুরু হয়েছে, আলিপুর আদালতে তারও শুনানি রয়েছে ৫ ফেব্রুয়ারি।'

চলমান।। দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানেসবার্গে বৃহত্তম হিন্দু মন্দির উদ্বোধনের আগে সন্ন্যাসীদের পদযাত্রার মধ্যেই চলেছেন এক জাগলার।

অনুভবের পুজো সুবীর, রাজদীপদের

তন্দ্রা চক্রবর্তী দাস

কোচবিহার, ২ ফেব্রুয়ারি : এ যেন এক অন্যরকমের পুজো। অন্যান্য জায়গার পুজোর মতো এই স্কুলের সরস্বতীপুজোয় নেই কোনও বাহ্যিক আড়ম্বর, সাজগোজ, চোখধাঁধানো আয়োজন। আছে শুধু আনন্দ-অনুভূতি। সামান্য আয়োজনে বছরের পর বছর ধরে এভাবেই কোচবিহার তথা উত্তরবঙ্গের সবচেয়ে বড় সরকারি দৃষ্টিহীন বিদ্যালয়ের পুজো হয়ে আসছে। কোচবিহার বিমানবন্দর যেতে যে রাস্তাটা বাঁ হাতে ঘুরে গিয়েছে সেখানেই ওই স্কুলে মাঘ মাসের বসন্তপঞ্চমীতে হয় সরস্বতীর আরাধনা।

প্রায় সব স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা যখন নিজেদের স্কুলকে সেরা প্রমাণ করতে সরস্বতী ঠাকুরের সামনে কীভাবে আলপনা দেবে, কী করে সাজিয়ে তুলবে পুজোমণ্ডপ সেই লক্ষ্যে ব্যস্ত, তখন একেবারে অন্যরকম ছবি চোখে পড়ল ওই স্কুলে।

রবিবার তখন সাড়ে ১১টা। ওই স্কুলে সরস্বতী প্রতিমা নিয়ে আসা হয়েছে। আর তাতেই আনন্দে আত্মহারা আবাসিকরা। আবাসিক বিদ্যালয় হওয়ার কারণে স্কুল বন্ধ থাকলেও ভেতরে হাতে হাত ধরে ঘোরাফেরা করছিল জনা চারেক বাচ্চা ছেলে।

তাদের জিজ্ঞাসা করে জানা গেল, সোমবার পুজো হবে তাদের স্কুলে। সকালে স্নান করে ধোয়া জামাকাপড় পরে ঠাকুরের সামনে চলে আসব সবাই, বলল ক্লাস সেভেনের রাজদীপ দাস। একগাল হেসে বলে, 'কাল সকাল সকাল উপোস করে অঞ্জলি দিতে হবে না।' সুবীর মোদকের কথায়, 'কাল পুজোর ফলমূল ছাড়াও দুপুরে খিচুড়ি, লাবড়া, চাটনি আর চিপস হবে। পায়েসও থাকছে।'

তাদের প্রত্যেকের মুখে যেন এক অদ্ভুত আলো। সরস্বতীপুজোর

কোচবিহারে দৃষ্টিহীনদের স্কুলে আবাসিকদের সঙ্গে কর্মীরা।

ঠাকুর তা গেল বিদ্যালয় বারান্দায় ঠাকুরের মূর্তি হয়েছে। নিজেরা দিয়ে প্রতিমা করতে না পারলেও তাতে তাদের আনন্দে এতটুকু ভাটা পড়েনি। আনন্দে মেতে সকলে। সরস্বতী কেমন হয়েছে দেখাতে নিয়ে দল বেঁধে। ভবনের সরস্বতী রাখা চোখ দর্শন

পুজোর পরে গান-বাজনা খেলাধুলার আয়োজন করা হয়েছে। এদিন স্কুলের বাকিরা ছিল শিলিগুড়ির এক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায়। ওই স্কুলে রান্নার দায়িত্বে আছেন কৃষ্ণ দাস। তিনি বলেন, পুজোর আগের দিন বাসনপত্র নামানোর পর বাচ্চারা সবাই আমাদের হাতে হাতে সেগুলো ধোয়। যারা খুব আবছা দেখতে পায় তারা ফল প্রসাদ কাটাতেও সাহায্য করে। এই পুজোকে ঘিরে ওদের উৎসাহ দেখার মতো।'

বাড়ির জন্য মন খারাপ হয় না এই প্রশ্নের উত্তরে ষষ্ঠ শ্রেণির রাহুল রবিদাস বলে, 'একদম না, এখানে সবার সঙ্গে খুবই ভালো লাগে। সবাই মিলে আমরা ভীষণ মজা করি।'

বিদ্যালয়ের অফিস ইনচার্জ অভিজিৎ পোদ্দার বলেন, 'প্রতি বছরই আমরা পুজোর আয়োজন করে থাকি। পুজোর দিনগুলোতে আর পাঁচটা বাচ্চার মতো তারাও মন খুলে আনন্দ করে।'

বাংলাদেশি ধৃত

কিশনগঞ্জ, ২ ফেব্রুয়ারি : অনুপ্রবেশের অভিযোগে এক বাংলাদেশিকে গ্রেপ্তার করল কিশনগঞ্জের সদর থানার পুলিশ। রবিবার দুপুরে গোপন খবরের ভিত্তিতে তাকে কালুচক থেকে গ্রেপ্তার করা হয় বলে পুলিশ সুপার সাগর কুমার জানান। বছর একচল্লিশের ধৃতের নাম মহম্মদ সৈফুল ইসলাম। বাড়ি বাংলাদেশের সাদরাপুরে গাইবান্ধা জেলায়। ধৃতের কাছ থেকে পুলিশ কোনও নথিপত্র পায়নি। পুলিশের অনুমান, সৈফুল গবাদিপশু পাচারে যুক্ত। ঘটনাস্থল থেকে চিল ছোড়া দূরত্বে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর কিশনগঞ্জ সেক্টরের সদর দপ্তর। পুলিশ সুপার জানান, ধৃতের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপের প্রস্তুতি চলছে।

ফ্ল্যাট কিনে

প্রথম পাতার পর

প্রীতমের শালবাড়িতে একটি অ্যাপার্টমেন্টে ফ্ল্যাট রয়েছে। তিনি বলছিলেন, 'পরিবারের কেউ খুব অসুস্থ হলে শিলিগুড়িতেই তাঁদের আনতে হয়। এখানে ভালো নার্সিংহোম রয়েছে। নিজের ফ্ল্যাট থাকলে সেখানেই অসুস্থ পরিজনদের রাখা যায়।'

পাহাড়ের বাসিন্দাদের মধ্যে এখন অনেকেই দেশের বিভিন্ন জায়গায় প্রতিনিয়ত যাওয়া-আসা করেন। শিলিগুড়িতে ফ্ল্যাট থাকলে তাতে অনেকটাই সুবিধা হয় বলে চম্পাসারিতে ফ্ল্যাট নেওয়া দার্জিলিংয়ের বাসিন্দা বিপিন শর্মা জানালেন। ফাঁকা রাখা ফ্ল্যাট ভাড়া দিতে কেউ রাজি নন। সিকিমের বাসিন্দা ব্যবসায়ী প্রদীপ থাপার কথায়, 'শিলিগুড়িতে সবকিছুর সুবিধা রয়েছে। তাই আমরা ফ্ল্যাট কিনছি। যাতে শীত ছাড়াও অন্য সময় কোনও সমস্যা হলে সহজেই সেখানে গিয়ে থাকা যেতে পারে। ভাড়া দিলে যে ওঠানো নিয়ে সমস্যা তৈরি হবে।'

তবে ফ্ল্যাট কিনতে যে ভালোই টাকা খরচ হচ্ছে, সেটা দীর্ঘদিন ধরে প্রোমোটারির ব্যবসার সঙ্গে জড়িত সুতীর্থ মুখোপাধ্যায়ের কথাতেই বোঝা গেল। তিনি বলছিলেন, 'পাহাড়ের মানুষ মূলত টু বিএইচকে-র রুমের ফ্ল্যাটগুলোই নিচ্ছে। বর্তমানে পাহাড়ের এই মানুষজন শহর সংলগ্ন এলাকার দিকেই বেশি ঝোঁক দিচ্ছে। যেখানে প্রতি বর্গফুটের দাম পড়ছে ৪৫০০-৫০০০ টাকা।' প্রোমোটারির ব্যবসার সঙ্গে জড়িত স্বরূপ দাসের কথায়, 'প্রথমে শহরের ভিতরেই পাহাড়ের মানুষ ফ্ল্যাট কিনত। এখন শহর সংলগ্ন বিশেষ করে শালবাড়ি, চম্পাসারি-এই সমস্ত এলাকাতেও অ্যাপার্টমেন্ট তৈরি শুরু হওয়ায় তাঁদের ঝোঁকটা সেদিকেই। প্রোমোটারদের কাছ থেকে পাওয়া তথ্য বলছে, শহর ও শহর সংলগ্ন এলাকা মিলিয়ে ফ্ল্যাটের প্রায় ৮০ শতাংশই পাহাড়ের বাসিন্দা। তাঁদের ৪০ শতাংশ আবার সিকিমের। মণিপুর, নাগাল্যান্ডের মানুষও এখানে ফ্ল্যাট কিনে রাখছেন।'

তবে দীর্ঘদিন ফ্ল্যাটগুলো ফাঁকা থাকায় মাঝেমধ্যে চুরির ঘটনাও কিন্তু ঘটছে। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ওয়েস্ট) বিশ্বচাঁদ ঠাকুরের কথায়, 'যাঁরা দীর্ঘসময় ফ্ল্যাট খালি রেখে দিচ্ছেন তাঁরা সিসিটিভি লাগিয়ে রাখতে পারেন। সেক্ষেত্রে দূরে থাকলেও মোবাইলের মাধ্যমে তাঁরা ফ্ল্যাটের ওপর নজর রাখা যাবে।'

চোরাই মোবাইলের অ্যাপের টাকা উধাও

শিলিগুড়ি, ২ ফেব্রুয়ারি : চোরেরাও এখন আধুনিক। কিছুদিন আগেই মোবাইল ফোন চুরি করে সামগ্রী বিক্রির অ্যাপে সেটা বিক্রি করে দেওয়ার ঘটনায় অবাক হয়েছিল বিভিন্ন মহল। তবে এবার সামগ্রী বিক্রির অ্যাপে মোবাইল ফোন বিক্রি করা নয়, চুরি করা ওই মোবাইল ফোন থেকে অনলাইনে ৪৪ হাজার টাকা ট্রান্সফারের ঘটনা ঘটেছে। শনিবার এমনই অভিযোগ তুলে সাইবার ক্রাইম থানায় অভিযোগ দায়ের করলেন এক তরুণ। তাঁর অভিযোগ, 'কিছুদিন আগেই তাঁর মোবাইল হারিয়ে যায়। পরে তিনি ব্যাংকের পাসবুক চেক করতে গিয়ে চমকে ওঠেন। দেখেন মোবাইলে থাকা অনলাইন ট্রানজ্যাকশন অ্যাপের সঙ্গে অ্যাটাচ করা ব্যাংকের অ্যাকাউন্টের থেকে সব টাকা তিনবারে তুলে নেওয়া হয়েছে।' গোটা ঘটনারই তদন্ত শুরু করেছে সাইবার ক্রাইম থানার পুলিশ।

ওই তরুণ জানিয়েছেন, গতমাসের ১২ তারিখে তাঁর মোবাইল হারিয়ে যায়। রাস্তায় চলার পথে তাঁর নজরে আসে, পকেটে থাকা মোবাইল নেই। প্রাথমিকভাবে তিনি ভেবেছিলেন, হয়তো ওই মোবাইল ফোনটি কোথাও পড়ে গিয়েছে। কিছুদিন পর ব্যাংকের পাসবুক চেক করতে গিয়েই দেখতে পান ঘটনা আসলে অন্য। তাঁর অভিযোগ, কোনওভাবে তাঁর মোবাইল ফোন কেউ চুরি করে নিয়েছে। ওই তরুণ বলেন, '৪৪,০৫০ টাকা ছিল ওই অ্যাকাউন্টে। সেই টাকা সব উধাও হয়ে গিয়েছে।' সবমিলিয়ে, শুধু মোবাইল চুরিই নয়, অনলাইন ট্রানজ্যাকশন অ্যাপের থেকেও এবারে নজর দিতে শুরু করেছে আধুনিক চোরেরা।

দুই পুরুষের সন্তান জন্মের পরীক্ষা সফল

বেজিং, ২ ফেব্রুয়ারি : মায়ের উপস্থিতির কোনও দরকার পড়ল না। দুই বাবা মিলে জন্ম দিল সন্তানের। এমন অবিশ্বাস্য পরিস্থিতিকে বাস্তবে করে দেখালেন চিনা বিজ্ঞানীরা, দুই পুরুষ ইঁদুরকে নিয়ে। বলা হচ্ছে, এটা আধুনিক সভ্যতার প্রেক্ষাপটে এক মাইলফলক। ইউনিসেক্সুয়াল প্রজনন অর্থাৎ একই লিঙ্গের প্রজনন ঘটিয়ে নয়া দিশা দেখালেন তাঁরা। বিজ্ঞানজগতে যা নজির। বছর কুড়ি আগে দুই মায়ের সন্তান হিসেবে একটি ইঁদুরছানার জন্ম হয়। এবারের পরীক্ষা ছিল অনেক কঠিন। বেজিংয়ের চাইনিজ অ্যাকাডেমিক অফ সায়েন্সের জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের অধ্যাপক উই লি-র নেতৃত্বে কাজটি সম্ভব হল।

চিনা গবেষকরা সেল স্টেম সেল জার্নালে প্রকাশিত গবেষণাপত্রে জানিয়েছেন, ২০টি জিনের অনুলিপিতে সংশোধন ঘটিয়ে দুই বাবার সন্তান হিসেবে একটি ইঁদুরছানা সৃষ্টি করেছেন তাঁরা। ইউনিসেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশনের মাধ্যমে বিজ্ঞানের জগতে বিপ্লব ঘটানো সম্ভব বলে জানিয়েছেন তাঁরা। প্রাণীজগতে প্রজননের বিভিন্ন ব্যাখ্যা মিলেছে এতদিনে। এর মধ্যে একমাত্র কিছু প্রজাতির টিকটিকে সক্ষম ছাড়াই সন্তানের জন্ম দিতে পারে। তাদের ডিম একটা সময় পর আপনাআপনিই ভ্রূণের আকার ধারণ করে। স্তন্যপায়ী প্রাণীদের ক্ষেত্রে তা ঘটে না।

গবেষণায় দেখা গিয়েছে, স্তন্যপায়ী প্রাণীদের এক-পিতামাতার প্রজননের ক্ষেত্রে প্রাথমিক বাধা ইম্প্রিন্টেড জিনের উপস্থিতি। সাধারণত, স্তন্যপায়ী প্রাণীরা বাবা-মার কাছ থেকে একটি করে জিন পায়। এবারের সাফল্যের পর চিনা বিজ্ঞানীদের ধারণা, অদূর ভবিষ্যতে আরও অনেক চমক দেখানো সম্ভব।

মেয়রকে নিশানা

প্রথম পাতার পর

মেয়রকে ফোন করছেন।' মেয়রকে বিঁধতে ছাড়েনি বিরোধী দল বিজেপিও। বিরোধী দলনেতা অমিত জৈন বলেন, 'টক টু মেয়রেও কী খুব কাজ হচ্ছে? মেয়র নিজের মুখ দেখাতেই ব্যস্ত। বর্তমান পুর বোর্ড কাউন্সিলারদের কোনও গুরুত্ব দেয় না। একটা মেয়র পারিষদকেও মেয়র পাশে নিয়ে কথা বলেন না। উনি নিজেকে একাই ১০০ মনে করছেন। এটা চলতে পারে না।'

বাণীবন্দনা

কিশনগঞ্জ, ২ ফেব্রুয়ারি : কিশনগঞ্জে দু'দিনের বাণীবন্দনায় মাতল খুদের দল। রবিবার জেলায় শতাধিক মণ্ডপ ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে দেবী সরস্বতীর আরাধনা করা হয়। আজ, সোমবারও শহর মাতবে বাগদেবীর পুজোয়। পুজো উপলক্ষ্যে শহর পুলিশি নিরাপত্তায় মুড়ে দেওয়া হয়। শহরের প্রতিটি এলাকায় নিরন্তর চলে পুলিশি টহল। যত্রতত্র পুজোর বাজার বসায় শহরে ব্যাপক যানজট তৈরি হয়। মহকুমা পুলিশ আধিকারিক গৌতম কুমার জানান, শহরে শান্তিপূর্ণ পরিবেশেই পুজো হচ্ছে।

চুরির কিনারা

কিশনগঞ্জ, ২ ফেব্রুয়ারি : চুরির সাতদিনের মাথায় কিনারা করল কিশনগঞ্জের সদর থানার পুলিশ। বমাল গ্রেপ্তার হল আন্তঃরাজ্য চুরিচক্রের তিন দুষ্কৃতী। তাদের হেপাজত থেকে পুলিশ ৩৫.৫২ গ্রাম সোনার অলংকার, দু'কেজি ৪১৮ গ্রাম রুপোর গয়না, নগদ এক লাখ ২৮ হাজার টাকা, একটি বাইক ও চারটি মোবাইল ফোন উদ্ধার করে। পুলিশ জানায়, ধৃতরা হল বাপি সিং, অমিত বাল্মীকি ও নেপাল কর্মকার। সবাই উত্তরবঙ্গের বাসিন্দা।

অন্যদিকে, কিশনগঞ্জ সদর থানার শিঙ্গিয়া কুলামণি গ্রামের ১৫ নম্বর ওয়ার্ডে আবার বন্ধ ঘর থেকে লক্ষাধিক টাকা চুরি গেল। রবিবার বাড়ির মালিক সঞ্জীব ঝাঁ জানান, গত ৩১ জানুয়ারি আত্মীয়ের বাড়িতে এক অনুষ্ঠানে গিয়েছিলেন। রবিবার সকালে প্রতিবেশীরা বাড়ির সদর দরজা খোলা ও ঘরের তালা ভাঙা দেখে তাঁকে ফোনে খবর দেন।

গাঁজা সহ ধৃত ২

কিশনগঞ্জ, ২ ফেব্রুয়ারি : ঠাকুরগঞ্জের নেপাল সীমান্তের নাওদুব্বা গ্রামের কাছে রবিবার বিকালে এসএসবি'র ১৯ নম্বর ব্যাটালিয়নের জওয়ানরা একটি বাইক ও দশ কেজি গাঁজা সহ দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে।

বক্সার বাহারি মাছ

প্রথম পাতার পর

যদিও এতদিন এই বিনা পুঁজির ব্যবসার বিষয়ে অনেকেই জানতেন না। হাতেগোনা কয়েকজন এই কাজ করছিলেন।

রাজাভাতখাওয়ার পাম্পুবস্তিতে গিয়ে দেখা গেল কুমারগ্রামের বারবিশার লেফড়াগুড়ি বনবস্তির দুই তরুণ রণকুমার রাভা ও বিনয় ওরাওঁ চৈতন্যজোরার ধারে ছোট খাল থেকে মশারির জাল দিয়ে ছোট ছোট মাছ ধরে আলাদা আলাদা প্লাস্টিকে রাখছেন।

জানালেন, এই মাছগুলো বিদেশে পাঠানো হয়। তাঁরা এই মাছগুলো নিয়ে গিয়ে শামুকতলা রোডের মসজিদখানার এক পাইকারের কাছে বিক্রি করবেন। এক-একটি মাছের দাম দুই টাকা।

এই পেশার সঙ্গে যাঁরা যুক্ত, তাঁরা মোটরবাইক নিয়ে ডুয়ার্সের বিভিন্ন নদী সংলগ্ন এলাকা থেকে ছোট জাল দিয়ে এই মাছ ধরেন।

তারপর প্লাস্টিকের প্যাকেটে কৃত্রিম অক্সিজেন ও জল ভরে তাতে মাছগুলো রাখেন। সেই মাছ স্থানীয় মহাজনরা নিয়ে যান।

সেই মহাজনের হাত ধরে ওই বাহারি মাছের চারা হাতবদল হয় পৌঁছে যায় কলকাতার মহাজনের কাছে। সেখান থেকে ওই মাছের চারা চলে যাচ্ছে ইউরোপ, আমেরিকার বিভিন্ন দেশে।

যাঁরা মাছ ধরেন, তাঁদের লাভ হয় কেমন? রণকুমার বলছিলেন, 'তিন ঘণ্টায় প্রায় ১৬০০টি মাছ ধরতে পারি দুজনে মিলে।'

কথা হচ্ছিল লক্ষ্মীকান্ত হালদারের সঙ্গে। তিনি এধরনের বাহারি মাছের পাইকারি ব্যবসা করেন। লক্ষ্মীকান্তের কাছেই এসব মাছ বিক্রি করেন বিনয়ের মতো আরও বেশ কয়েকজন তরুণ। লক্ষ্মীকান্ত বললেন, 'আট-দশজন তরুণ ডুয়ার্সের বিভিন্ন এলাকা ঘুরে ঘুরে এই মাছ ধরে আনে। আমি এই মাছগুলো ওদের থেকে কিনে এনে কলকাতায় পাঠিয়ে দিই।'

বিদেশে এই মাছের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। অথচ জেলাবাসী খুব কম লোক সেকথা জানে, বলছিলেন তিনিও।

স্ট্রবেরির টানে

প্রথম পাতার পর

চাষিদের কাজকে তুলে ধরতে অনেকদিন ধরে কাজ করছেন পর্যটন ব্যবসায়ী রাজ বসু। তাঁর বক্তব্য, 'চাষিরা যদি পতিরামজোতে ট্রবেরি ফেস্টিভাল করেন, সেক্ষেত্রে চাষের বিষয়টি আরও বেশি প্রচার পাবে এবং আরও লোক আসবেন।' পতিরামজোতে এলাকায় অল্প জায়গার মধ্যে মহম্মদ আব্দুল ও নুর নেহার বানু এবছর প্রথম স্ট্রবেরি চাষ করেছেন।

তাঁদের জমিতেও এবার ভালো ফলন হয়েছে। ওই দম্পতির নাসারির ব্যবসা রয়েছে। যাঁরা গাছ কিনতে আসছেন, তাঁরা স্ট্রবেরিক্ষেত ঘুরে দেখে তা কিনে নিয়ে যাচ্ছেন। মহম্মদ আব্দুলের কথায়, 'অনেক স্ট্রবেরি বিক্রি করেছি। দারুণ চাহিদা রয়েছে। তাই আগামী বছর আরও বড় জায়গাতে স্ট্রবেরি চাষ করব।'

বৈঠক কলকাতায়

প্রথম পাতার পর

তা সত্ত্বেও গত দু'দিন ধরে বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে বিক্ষিপ্তভাবে আওয়ামি লিগ কর্মীরা কিছু কর্মসূচি করেছেন।

এই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের গর্ব বলে পরিচিত অমর একুশে বইমেলায় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ডাস্টবিনে হাসিনার ছবি সেঁটে রাখা তাৎপর্যপূর্ণ। ইউনূসের প্রেস সচিব শফিকুল আলম সেই ডাস্টবিনে আবর্জনা ফেলার ছবি ফেসবুকে পোস্ট করেছেন। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনও নিজেদের ফেসবুক পেজে ছবিটি শেয়ার করেছে। ডাস্টবিন প্রসঙ্গকে অবশ্য বইমেলার আয়োজক সংস্থা 'অভিব্যক্তি প্রকাশের স্বাধীনতা' বলে দায় এড়িয়েছে। অমর একুশে বইমেলায় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের স্টলের বাইরে ওই ডাস্টবিনে হাসিনার মুখের ছবিটিও বিকৃত। তবে হাসিনার কট্টর সমালোচক হলেও এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছেন নির্বাসিত বাংলাদেশি লেখিকা তসলিমা নাসরিন।

তিনি সামাজিকমাধ্যমে লিখেছেন, 'এসব করে বইমেলা কর্তৃপক্ষ অত্যন্ত নিম্নরুচির পরিচয় দিয়েছেন।'

তনুশ্রীর পৌরোহিত্যে কলেজে আরাধনা

অনসূয়া চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ২ ফেব্রুয়ারি : মায়ের হাত ধরে শাড়ি পরে স্কুলে যাওয়ার স্মৃতি আজও তাঁর চোখে ভাসে। সে সময় পুরোহিতমশাইয়ের মন্ত্র উচ্চারণ তাঁকে তাড়া দিত। কিন্তু মনে মনে চেয়েছিলেন সেই জায়গায় একদিন বসে বাগদেবীর আরাধনা করবেন পুরোহিতমশাইয়ের মতো। এরই মাঝে অঞ্জলির শেষে পুরোহিতের আসন থেকে ছিটিয়ে দেওয়া হয় শান্তিজল। তখনই সর্বাং ফেরে তন্দ্রাও। অঞ্জলি দিয়ে মায়ের কাছে প্রার্থনা করে পড়াশোনার সঙ্গে সঙ্গে যেন একদিন মায়ের আরাধনা করতে পারে ঠিক এইভাবে। এরপর পেরিয়ে গিয়েছে দীর্ঘসময়। স্কুলের গণ্ডি ছাড়িয়ে এসে এখন কলেজে। আর এই শিক্ষালয়ে এসেই সেই আশা পূর্ণতা পেল তনুশ্রীর। বসন্তপঞ্চমীর দিনে মায়ের সামনে বসে লাল পাড় সাদা শাড়ি পরে উচ্চারণ করে 'ওঁ সরস্বত্যৈ নমো নিত্যং ভদ্রকাল্যৈ নমো নমঃ'।

এতক্ষণ যাঁর কথা বলছিলাম তিনি হলেন মাথাভাঙার বাসিন্দা তনুশ্রী অধিকারী। পড়াশোনার সূত্রে তিনি আনন্দ চন্দ্র কলেজের ইংরেজি বিভাগের দ্বিতীয় সিমেস্টারের ছাত্রী। টানা প্রায় ১৫-২০ দিন ধরে ৩ ঘণ্টা করে পুজোর আচার, রীতিনীতি রপ্ত করেছেন। রবিবার ছিল তাঁর ফাইনাল পরীক্ষা। রামকৃষ্ণ মিশনের স্বেচ্ছাসেবক সৌরভ সোমের তত্ত্বাবধানে সমস্ত কিছু

যজ্ঞ করছেন আনন্দ চন্দ্র কলেজের ছাত্রী তনুশ্রী।

শিখে এতদিনের আশা পূরণ হওয়ার আনন্দে কেঁদে ফেলেন তনুশ্রী। তাঁর কথায়, 'ছোটবেলা থেকে খুবই ইচ্ছে করত আমিও একদিন সরস্বতীপুজো করব। মায়ের কাছে সমাজে একজন শিক্ষিত মানুষ হয়ে ওঠার জন্য প্রার্থনা করব। সেই আশা পূরণ হল।' পড়াশোনার সঙ্গে মন্ত্র কীভাবে মুখস্থ হল? প্রশ্ন করতেই তনুশ্রী বলেন, 'কিছু জানা ছিল বাকিটা লিখে প্রশিক্ষণ নিয়ে রপ্ত করেছি।' কলেজের তরফে জানানো হয়েছিল এবছরের পুজো ছাত্রীরাই করবে। তখনই তনুশ্রীর মতো পাঁচ ছাত্রীকে নিয়ে শুরু হয় পুজোপাঠের প্রশিক্ষণ। পুজোর আগের দিন পরীক্ষা নেওয়া হয় সবার। পরীক্ষায় পাশ করেন তনুশ্রী। এরপরই এদিন বাগদেবীর আরাধনায় বসেন তিনি। তনুশ্রীর কাছে এটা খুবই চ্যালেঞ্জ ছিল। কলেজ ছাত্রী বলেন, 'শেষপর্যন্ত দেখলাম পেরেছি সকলের ভরসা রাখতে।'

আনন্দ চন্দ্র কলেজের বাংলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপিক তথা মহিলা হস্টেলের দায়িত্বে থাকা আবিরা সেনগুপ্ত বলেন, 'বাড়িতে যখন দেখা যায় মহিলারা পৌরোহিত্য করেন তখন এই ধরনের পুজোতে মহিলারা কেন ভাগ নেবেন না সেই ভাবনা থেকেই এই পথচলা। এরপর হস্টেলেই পুজোর করার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এরপর কলেজে সরস্বতীপুজো করে তনুশ্রী।' কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ দেবাশিস দাসের কথায়, 'ছাত্রীদের উদ্যোগ সত্যিই প্রশংসনীয়।'

এবছর সরস্বতীপুজোর নিয়ম রীতিমেনে উপোস করে প্রাণপ্রতিষ্ঠা, যজ্ঞানুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে পুজো করে আনন্দ চন্দ্র কলেজের তনুশ্রী অধিকারী ইতিমধ্যেই প্রশংসিত হয়েছেন।

রনজির মাঝে বিরতি চান না লক্ষ্মীরতন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২ ফেব্রুয়ারি : পাঞ্জাবের বিরুদ্ধে ইনিংস ও ১৩ রানে জয় দিয়ে মরশুম শেষ করেছে বাংলা দল। কিন্তু সেই জয়ের পরও শুধুই হতাশা। বঙ্গ ক্রিকেটের চেনা স্লোগান, 'আসছে বছর আবার হবে' ফিরে এসেছে। ৭ ম্যাচে ২১ পয়েন্ট পাওয়ার পরও বাংলার ক্রিকেট সংসারে শুধুই হতাশা। কারণ, শেষ ম্যাচে জয় এলেও নক আউট পর্ব অধরা। নিট ফল, ব্যর্থতার হতাশায় ডুবে বাংলার ক্রিকেট।

কেন রনজি ট্রফিতে বাংলা ব্যর্থ হল, তা নিয়ে শুরু হয়েছে আলোচনা। সামনে আসছে কল্যাণীর বাংলা ক্রিকেট অ্যাকাডেমির মাঠে বিহার ম্যাচে একদিনও খেলা না হওয়ার লজ্জার কাহিনী। সেই ব্যর্থতার পাশে বাংলা দলের তরফে তুলে ধরা হচ্ছে আরও একটি বিষয়। রনজি ট্রফির মাঝে সাময়িক বিরতি। চলতি মরশুমে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের তরফে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল, রনজির প্রথম পর্বে পাঁচটি করে ম্যাচ হওয়ার পর বন্ধ থাকবে প্রতিযোগিতা। দ্বিতীয় দফার খেলা শুরু হবে সৈয়দ মুস্তাক আলি ও বিজয় হাজারে ট্রফির পর। এখানেই আপত্তি বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লার। আগামী মরশুমেও তিনি কোচ হিসেবে থাকবেন কি না, এখনও সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করেননি লক্ষ্মীরতন। তার আগে বাংলার কোচ বলছেন, 'আমি বিসিসিআইয়ের কাছে অনুরোধ করব রনজির মাঠে সাময়িক বিরতির ব্যবস্থা বন্ধ করতে। লাল বলের পর সাদা বল। পরে ফের লাল বল, এই ব্যবস্থা সঠিক বলে মনে হয়নি আমার।' শুধু তাই নয়, লক্ষ্মীরতন চাইছেন, অক্টোবর-নভেম্বরে যেন দেশের পূর্বাঞ্চলের রাজ্যে রনজি ম্যাচ আয়োজন করা না হয়। কারণ, সেই সময় দেশের পূর্বাঞ্চলের বেশিরভাগ রাজ্যে প্রায়ই নিম্নচাপের দাপট থাকে। বাংলা কোচের কথায়, 'বোর্ডকে আমি ই-মেল করব খুব দ্রুত। বলব, অক্টোবর-নভেম্বরে যেন আমাদের মতো পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে রনজির ম্যাচ না দেওয়া হয়। বছরের ওই সময়ে নিম্নচাপের সম্ভাবনা খুব বেশি থাকে। ফলে খেলাই হয় না অনেক সময়।'

কর্ণাটকের সঙ্গে ড্র হরিয়ানার

বেঙ্গালুরু, ২ ফেব্রুয়ারি : উত্তেজক দ্বৈরথ শেষে বেঙ্গালুরুতে অনুষ্ঠিত কর্ণাটক-হরিয়ানা রনজি ট্রফি ম্যাচ। কর্ণাটকের ৩০৪ রানের জবাবে হরিয়ানা ৪৫০ রান করে। অধিনায়ক অঙ্কিত কুমার ও নিশান্ত সিন্ধু শতরান করেছিলেন। ১৪৫ রানে পিছিয়ে খেলতে নেমে ম্যাচ বাঁচাতে রীতিমতো ঘাম ঝরাতে হয় মায়াঙ্ক আগরওয়ালের নেতৃত্বাধীন কর্ণাটককে। একসময় ১৬৪/৬ হয়ে যায় তারা। কিন্তু রবিচন্দ্রন স্মরণের অপরাজিত ১৩৩ রানের লড়াকু ইনিংসে আটকে যায় হরিয়ানার জয়ের স্বপ্ন। তবে ৭ ম্যাচে ২৯ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ 'সি'-র শীর্ষে থেকে পরের পর্বে পৌঁছোতে অসুবিধা হয়নি হরিয়ানার।

গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন মোহনবাগান

কলকাতা, ২ ফেব্রুয়ারি : অনূর্ধ্ব-১৭ যুব লিগে গ্রুপ পর্বে চ্যাম্পিয়ন হল মোহনবাগান। তারা গ্রুপের শেষ ম্যাচে ১-০ গোলে হারিয়েছে অ্যাডামাসকে। সবুজ-মেরুনের হয়ে গোল করেন কিপগেন। অপর ম্যাচে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবকে ১-০ গোলে হারিয়েছে বেঙ্গল ফুটবল অ্যাকাডেমি। ইস্টবেঙ্গল ১-১ গোলে ড্র করেছে বিধাননগর মিউনিসিপ্যালিটি।

দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারিয়ে অনূর্ধ্ব-১৯ টি২০ বিশ্বকাপ জয়ের পর ভারতীয় মহিলা দল। কুয়ালা লামপুরে রবিবার।

টানা দ্বিতীয়বার বিশ্বজয় মেয়েদের

কুয়ালা লামপুর, ২ ফেব্রুয়ারি : মহিলাদের অনূর্ধ্ব-১৯ টি২০ বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন হল ভারত। তারা ফাইনালে ৯ উইকেটে হারাল দক্ষিণ আফ্রিকাকে। এই নিয়ে টানা দ্বিতীয়বার বিশ্বসেরা হল ভারতের মেয়েরা।

চলতি বিশ্বকাপে ভারতের সবচেয়ে বড় শক্তি হয়ে উঠেছিল বোলিং বিভাগ। ফাইনালেও তার অন্যথা হয়নি। ভারতীয় বোলারদের

অভিনন্দন জানালেন প্রধানমন্ত্রী মোদি

দাপটে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে মাত্র ৮২ রানেই শেষ হয় প্রোটিয়াদের ইনিংস। গোনগাডি তৃষা ১৫ রানে ৩ উইকেট পান। পারুনিকা সিসোদিয়া ৬ ও আয়ুষী শুক্লা ৯ রানে নেন ২ উইকেট। এবং রানে ২টি উইকেট দখল করেন। দক্ষিণ আফ্রিকার হয়ে সর্বোচ্চ ২৩ রান করেন মিয়েকে ভ্যান ভুরস্ট।

জবাবে ১১.২ ওভারে ১ উইকেটে ৮৪ রান তুলে নেয় ভারত। ওপেনার জি কমলিনী (৮) ব্যর্থ হলেও তৃষা ৩৩ বলে অপরাজিত ৪৪ রানের ইনিংসে দেশের জয় নিশ্চিত করেন। ফাইনাল ও প্রতিযোগিতার সেরা তৃষাকে যোগ্য সংগত করেন তিন নম্বরে ব্যাট করতে নামা সানিকা চালকে (২৬)। জোড়া পুরস্কারের সঙ্গে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার উচ্ছ্বাস নিয়ে তৃষা বলেছেন, 'আমি এই

> দুরন্ত পারফরমেন্স করেছে আমাদের মেয়েরা। ওরা দেশকে গর্বিত করেছে।
>
> **গৌতম গম্ভীর**

সাফল্য নিজের বাবাকে উৎসর্গ করছি। সবাইকে ধন্যবাদ আমার পাশে থাকার জন্য। ফাইনালে নিজের দক্ষতার ওপর ভরসা রেখেছিলাম।'

যেখানে ভারতের মহিলা সিনিয়ার দল এখনও কোনও আইসিসি ট্রফি জেতেনি, সেখানে অনূর্ধ্ব-১৯ দল পরপর দু'বার টি২০ বিশ্বকাপ ঘরে তুলেছে। টানা দু'বার বিশ্বসেরা হওয়ার কৃতিত্ব ভারতের সিনিয়ার পুরুষ দলেরও নেই। ভারতীয় মেয়েদের এই সাফল্যকে নারীশক্তির জয় আখ্যা দিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সামাজিক মাধ্যমে লিখেছেন, 'আমাদের নারীশক্তির জন্য গর্বিত। অসাধারণ দলগত সংহতির ফসল এই জয়, যা উঠতি খেলোয়াড়দের প্রেরণা জোগাবে। বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হওয়ার জন্য প্রত্যেককে অভিনন্দন।' তৃষাদের শুভেচ্ছা জানিয়ে ইতিমধ্যে ভারতীয় দলের কোচ গৌতম গম্ভীর বলেছেন, 'দুরন্ত পারফরমেন্স করেছে আমাদের মেয়েরা। ওরা দেশকে গর্বিত করেছে।' প্রাক্তন অধিনায়ক মিতালি রাজ বলেছেন, 'সারা প্রতিযোগিতা জুড়ে রীতিমতো দাপট দেখিয়ে একপেশে ফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারিয়ে ভারত চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। আমরা তোমাদের জন্য গর্বিত। একটা সোনালি প্রজন্মের উত্থান ঘটেছে।' এছাড়াও ঋষভ পন্থ, ইরফান পাঠানের মতো ক্রিকেট ব্যক্তিত্বরা শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

পাঁচের বদলে চারদিনের টেস্ট চাইছে আইসিসি!

মুম্বই ও দুবাই, ২ ফেব্রুয়ারি : ভাবনা শুরু হয়েছিল আগেই। এবার সেই ভাবনা ক্রমশ ডালপালা মেলতে শুরু করেছে। সব ঠিকমতো চললে একদিকে যেমন বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ দ্বিস্তরীয় হতে চলেছে বলে শোনা যাচ্ছে। ঠিক তেমনই পাঁচদিনের বদলে আগামী জুন মাস থেকে টেস্ট ক্রিকেট চারদিনের হতে পারে বলেও শোনা যাচ্ছে। সম্প্রতি ইসিবি-র শীর্ষ কর্তা রিচার্ড থম্পসনের সঙ্গে আইসিসি-র চেয়ারম্যান জয় শা-র এই ব্যাপারে দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। পরিকল্পনা শুরু হয়েছে আগামী জুন মাসে রোহিত শর্মার ভারতের ইংল্যান্ড সফর থেকেই এমন ভাবনা বাস্তবে পরিণত করার। জুন মাসের শুরুতে লর্ডসে অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকা পরস্পরের মুখোমুখি হচ্ছে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালে। ঠিক তারপরই বিলেতের মাটিতে টিম ইন্ডিয়ার পাঁচ টেস্টের দীর্ঘ সিরিজ রয়েছে। সেই সিরিজ থেকেই নতুন ব্যবস্থা চালু করতে চাইছে আইসিসি।

বাস্তবে টেস্ট ক্রিকেটে এমন পরিবর্তন এলে ক্রিকেটের জন্য সেটা কতটা ভালো হবে, সময় বলবে। কিন্তু তার আগেই ক্রিকেট দুনিয়ার একটা বড় অংশ থেকে ভারত-অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ডের দাদাগিরি নিয়ে সমালোচনা শুরু হয়েছে। শ্রীলঙ্কার বিশ্বজয়ী অধিনায়ক অর্জুন রণতুঙ্গাও আজ আইসিসি-র এমন ভাবনার কড়া সমালোচনা করেছেন। কিংবদন্তি ক্লাইভ লয়েডেরও এমন পরিকল্পনা পছন্দ নয়। অথচ বাস্তব ছবি অন্য। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে প্রতিযোগিতার মান নিয়েই প্রশ্ন উঠেছে অনেকদিন। রাজনৈতিক কারণে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের আসরে ভারত-পাক সিরিজ হয় না। দক্ষিণ আফ্রিকা এবারই প্রথম ডব্লিউটিসি-র ফাইনালে উঠেছে। প্রতিপক্ষ অস্ট্রেলিয়া। অথচ, অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সিরিজই খেলতে হয়নি বাভুমাদের। তাছাড়া বাকিদের চেয়ে অনেক কম ম্যাচ খেলেও দক্ষিণ আফ্রিকা কীভাবে ফাইনালে পৌঁছে গেল, তা নিয়েও বিতর্ক হয়েছে বিস্তর। তাই টেস্টের আঙিনায় এবার বড় রকমের পরিবর্তনের কথা ভাবতে শুরু করে দিয়েছে আইসিসি। ভারত, ইংল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়ার দাপট ও টেস্টের আঙিনায় বড় বদলের বিষয়টা বাকি দেশগুলি কীভাবে নেয়, সেটাই এখন দেখার।

বিদায়ি ঋদ্ধিকে শুভেচ্ছা পন্থের

নয়াদিল্লি, ২ ফেব্রুয়ারি : প্রাক্তনদের দলে নাম লিখিয়ে ফেলেছেন তিনি। অবসর নিয়েছেন ক্রিকেট থেকে। ঋদ্ধিমান সাহার অবসর ঘোষণার পরও তাঁকে নিয়ে

> সতীর্থ হিসেবে আমি তোমার দক্ষতা, স্কিলের প্রশংসা করেছি চিরকাল। অনেক কিছু শিখেছি তোমার থেকে। ঋদ্ধিভাই, তোমার অবসর পরবর্তী জীবন সুখের হোক, এই কামনাই করি।
>
> **ঋষভ পন্থ**

ভারতীয় ক্রিকেট সংসারে আবেগের স্রোত বইছে। টিম ইন্ডিয়ার হয়ে মোট ৪০টি টেস্ট ও ৯টি একদিনের ম্যাচ খেলা শিলিগুড়ির পাপালিকে তাঁর অবসর জীবনের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন ঋষভ পন্থ, শিখর ধাওয়ানরা।

মহেন্দ্র সিং ধোনির অবসরের পর যখন ভারতীয় টেস্ট দলের এক নম্বর উইকেটকিপার ব্যাটার ছিলেন, সেই সময়ই উত্থান ঋষভের। দিল্লির ঋষভের উত্থানের পরই বাংলার ঋদ্ধিমানকে ফের জাতীয় দলে দুই নম্বর জায়গায় ফিরতে হয়েছিল। যদিও ঋদ্ধি-ঋষভের ব্যক্তিগত সম্পর্ক দারুণ। পাপালির থেকে প্রচুর পরামর্শও পেয়েছেন ঋষভ। সেকথা মনে রেখেই ঋদ্ধির অবসরের পর তাঁকে শুভেচ্ছা জানিয়ে ঋষভ ইনস্টাগ্রামে লিখেছেন, 'সতীর্থ হিসেবে আমি তোমার দক্ষতা, স্কিলের প্রশংসা করেছি চিরকাল। অনেক কিছু শিখেছি তোমার থেকে। ঋদ্ধিভাই, তোমার অবসর পরবর্তী জীবন সুখের হোক, এই কামনাই করি।' টিম ইন্ডিয়ার প্রাক্তন ওপেনার শিখর ধাওয়ানও ঋষভের মতোই ঋদ্ধিমানকে তাঁর অবসর জীবনের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। শিখরের কথায়, 'একই সাজঘরে তোমার সঙ্গে কাটানো সময়গুলি ছিল দুর্দান্ত। মাঠে দাঁড়িয়ে উইকেটের পিছনে তোমার ক্ষিপ্রতা সবসময় মুগ্ধ করেছে আমায়। ঋদ্ধিমানকে অবসর জীবনের শুভেচ্ছা। তুমি সবসময়ই একজন চ্যাম্পিয়ন থেকে যাবে।' চেতেশ্বর পূজারাও একইভাবে পাপালিকে আগামীর শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। পূজারার সঙ্গে ঋদ্ধির সখ্যর কথা ভারতীয় ক্রিকেটে সবারই জানা। সেই প্রসঙ্গ টেনে এনে পূজারা ঋদ্ধির উদ্দেশ্যে বলেছেন, 'দুর্দান্ত একটা কেরিয়ারের জন্য তোমায় অভিনন্দন। ভারতীয় ক্রিকেটে তোমার বিশাল অবদান রয়েছে। তোমার সঙ্গে মাঠ ও মাঠের বাইরে কাটানো মুহূর্তগুলো চিরকাল মনে থাকবে। অবসর জীবনের শুভেচ্ছা রইল পপস।'

ছুটিতে ফুর্তিতে ঋষভ পন্থ। মুম্বইয়ে বিসিসিআইয়ের অনুষ্ঠানে যাওয়ার আগে।

বিসিসিআইয়ের অনুষ্ঠানে প্রশ্নোত্তরের আসরে রোহিত শর্মা, হার্দিক পান্ডিয়া, স্মৃতি মান্ধানা ও জেমিমা রডরিগেজ।

ব্যাট ছাড়তেই চায় না রোহিতের মেয়ে

মুম্বই, ২ ফেব্রুয়ারি : বাইশ গজের বাইরে ক্রিকেটীয় রাত।

ক্রিকেট নিয়ে দেদার আড্ডা। বিসিসিআইয়ের বর্ষসেরা পুরস্কারের অনুষ্ঠানে ভারতীয় মহিলা ক্রিকেটের অন্যতম মুখ স্মৃতি মান্ধানার সঙ্গে আড্ডার মেজাজে কন্যা সামাইরার ব্যাটিং প্রেমের কথা সামনে আনলেন রোহিত শর্মা। স্কুল থেকে ফিরে এসেই নাকি বাবা-মাকে নিয়ে ক্রিকেট খেলা চলে।

বাবা বোলার। মা ফিল্ডার। আর ব্যাট ছোট্ট সামাইরার হাতে। মেয়েকে কি নিজের মতো ক্রিকেটার তৈরি করবেন? স্মৃতির যে প্রশ্নের জবাবে রোহিত বলেছেন, 'আমরা সবাই মিলে বাড়ির মধ্যেই ক্রিকেট খেলি। পুরোটাই মজা করে। সামাইরা স্কুল থেকে ফেরার পর খেলি। ও ব্যাট করতে ভালোবাসে। আমাকে শুধু বল করতে হয়।'

মুম্বইয়ের গত রনজি ম্যাচে খেলার পর মাঝে কয়েকদিনের ছুটি। বাড়িতে মেয়ে-পরিবারের সঙ্গে সময় কাটিয়ে মাঠে ফেরার তোড়জোড়। লক্ষ্য আসন্ন চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতেও গত টি২০ বিশ্বকাপ সাফল্যের পুনরাবৃত্তি ঘটানো। রোহিত বলেছেন, 'এখন তো প্রায় প্রতি বছরই কোনও না কোনও আইসিসি টুর্নামেন্ট থাকছে। দম ফেলার সময় নেই। প্রস্তুত থাকতে হবে সবসময়। গতবছর টি২০ বিশ্বকাপ জিতেছিলাম। এবার লক্ষ্য চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি। দলের প্রত্যেকেই খেলার মধ্যে রয়েছে। লক্ষ্যপূরণে আমরা প্রস্তুত।'

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি নিয়ে সিরিয়াস প্রশ্নের পাশে স্মৃতি মান্ধানার মজাদার প্রশ্নের মুখেও পড়লেন ভারত অধিনায়ক। নিজের ভুলো মনের প্রসঙ্গে রোহিতের দাবি, সেরকম কিছু না। ভুলো মন নিয়ে সতীর্থরা নেহাতই মজা করে তাঁর সঙ্গে। মানিব্যাগ, পাসপোর্ট নিতে ভুলে যাওয়ার ঘটনা বহু পুরোনো।

স্মৃতি আরও জিজ্ঞাসা করেন, এখনও পর্যন্ত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কী জিনিস ভুলে গিয়েছেন রোহিত? কিছুটা ভেবে নিয়ে হিটম্যানের উত্তর, বলা কঠিন। এরপর কিছুটা মজার সুরে জানান, এই অনুষ্ঠান সরাসরি সম্প্রচার হবে। স্ত্রী ঋতিকাও দেখবেন। তাই সবথেকে বড় ভুলে যাওয়া জিনিসটার কথা না বলাই ভালো। ওটা মনের মধ্যেই থাক।

'স্ত্রী দেখবে, তাই কথাটা মনেই থাক'

বিশ্বজয়ের স্মৃতিও উসকে নিলেন রঙিন ক্রিকেট আড্ডায়। বিশ্বকাপ জেতার পর বার্বাডোজে বাড়তি কয়েকদিন আটকে ছিলেন ঝড়ের কারণে। ঝড়ঝাপটা কাটিয়ে মুম্বইয়ে পৌঁছোনোর পর লাখো ক্রিকেটপ্রেমীর উষ্ণ অভ্যর্থনা এখনও ভুলতে পারেননি। রোহিতের কথায়, মুম্বইয়ে পা দেওয়ার পর বুঝতে পারেন বিশ্বজয়ের আসল মাহাত্ম্য।

প্লে-অফ টাইয়ে টোগোকে ৪-০ ব্যবধানে উড়িয়ে উচ্ছ্বাস ভারতীয় টেনিস দলের। এই জয়ের সুবাদে ডেভিস কাপের বিশ্ব গ্রুপে স্থান করে নিলেন রামকুমার রমানাথন-এন শ্রীরাম বালাজিরা।

কাশিমভের ওপর ক্ষুব্ধ ক্লাব

হাল ছাড়তে নারাজ মেহরাজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২ ফেব্রুয়ারি : বড় ম্যাচে বিপর্যস্ত হলেও হাল ছাড়তে নারাজ মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের অন্তর্বর্তীকালীন কোচ মেহরাজউদ্দিন ওয়াড়ু। বরং অতীত ভুলে বাকি ম্যাচের দিকে ফোকাস করতে চান তিনি। মেহরাজ বলেছেন, 'ডার্বিতে হারটা একটা ধাক্কা। তবে এই ম্যাচ ভুলে সামনের দিকে তাকাতে হবে। আমাদের পরের ম্যাচ হায়দরাবাদ এফসি-র বিরুদ্ধে। সেই ম্যাচেই মনঃসংযোগ করছি।' তিনি আরও যোগ করেছেন, 'আমাদের হারানোর কিছু। মরশুমের বাকি ম্যাচগুলিতে লড়াই করতে চাই। প্রতিটি ম্যাচেই আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলব।'

শনিবার ডার্বিতে চারটি গোলের তিনটিই ছিল সেটপিস থেকে। তার ওপরে বিগত কয়েকটি ম্যাচে দুর্দান্ত খেলা ফ্লোরেন্ট ওগিয়ের-জো জোহেরলিয়ানা জুটি মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের বিরুদ্ধে সেভাবে খেলতে পারেনি। মেহরাজ অবশ্য আশা করছেন, সমস্যা কাটিয়ে দল

ঘুরে দাঁড়াবে। এমনিতেই বেতন সমস্যা ছাড়া নানাবিধ সমস্যা রয়েছে ক্লাবে। দলে গোল করার লোকের অভাব। সন্তোষের নায়ক রবি হাঁসদা, ইসরাফিল দেওয়ানদের দলে নেওয়া হলেও টেকনিকাল কারণে তাদের রেজিস্ট্রেশন করাতে পারছে না মহামেডান।

এদিকে মোহনবাগানের বিরুদ্ধে মিরজালোল কাশিমভের লাল কার্ড দেখাটা মেনে নিতে পারছেন না সাদা-কালো কোচ। তিনি বলেছেন, 'কাশিমভের লাল কার্ডটা একদম অপ্রত্যাশিত। মোহনবাগানের মতো দলের বিরুদ্ধে খেলার সময় আরও দায়িত্ববান হওয়া উচিত ছিল।'

কোচের সঙ্গে একমত ক্লাবকর্তারা। ক্লাবের কার্যকরী সভাপতি মহম্মদ কামারুদ্দিন সরাসরি দলের প্রতি কাশিমভের দিকেই আঙুল তুলেছেন। তিনি বলেছেন, 'কাশিমভ ইচ্ছাকৃতভাবে লাল কার্ড দেখেছে। ও এই মরশুমের বেশিরভাগ সময় হয় চোট না হয় কার্ড সমস্যা নিয়ে মাঠের বাইরে থাকে। দলের একজন গুরুত্বপূর্ণ ফুটবলারের কাছ থেকে এই আচরণ মানা যায় না।' পাশাপাশি ক্লাবের বর্তমান অবস্থার জন্য বিনিয়োগকারীদের দিকেও আঙুল তুলেছেন তিনি। তাঁর মতে, বিনিয়োগকারীরা টাকা দিতে না পারলে পরিষ্কার জানিয়ে দিক। সেইসঙ্গে আগামী মরশুমে দল গঠনের ক্ষেত্রে ক্লাবকর্তাদের মতামত যেন নেওয়া হয়, এমনটাই আবেদন ক্লাবের কার্যকরী সভাপতির।

ভারতকে টেনে পাক বোর্ডকে বিঁধলেন আক্রাম

লাহোর, ২ ফেব্রুয়ারি : টানা ব্যর্থ। তারপরও চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির দলে বহালতবিয়তে। উপমহাদেশীয় পিচে বাড়তি স্পিনার দরকার। অথচ, ঘোষিত পাকিস্তান দলে মাত্র একজন বিশেষজ্ঞ স্পিনার! পাক নির্বাচকদের যে সিদ্ধান্তের মধ্যে অদূরদর্শিতার পাশাপাশি রাজনীতির গন্ধও পাচ্ছেন প্রাক্তনদের অনেকেই।

সুইং কিং ওয়াসিম আক্রাম যেমন ভারতের স্পিন ব্রিগেডের উদাহরণ টেনে পাক নির্বাচকদের কাঠগড়ায় দাঁড় করালেন। আক্রাম সরাসরি ফাহিম আশরাফ ও খুশদিল শা-র দলে থাকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। প্রাক্তন অধিনায়ক বলেছেন, 'ভালো অলরাউন্ডার, তাই দলে আশরাফ। যদিও ফাহিমের সাম্প্রতিক পারফরমেন্স দেখুন। ব্যাটিং গড় ৮, বোলিং গড় ১০০! খুশদিলের পারফরমেন্সও ভালো নয়। তাছাড়া আমরা ১৫ জনের দলে মাত্র একজন স্পিনার নিয়েছি। ভারতীয় দলে যেখানে চারজন।'

আরেক প্রাক্তন অধিনায়ক রশিদ লতিফ দল নির্বাচনে রাজনীতি দেখছেন। অভিযোগের সুরে বলেছেন, 'দল নির্বাচনে রাজনীতির ছায়া বলে মনে হচ্ছে। সাম্প্রতিককালে ফাহিমের কোনও পারফরমেন্স নেই, যার জন্য ও দলে থাকার যোগ্য। কেরিয়ার রেকর্ডও প্রত্যাশিত নয়।'

এখানেই থেমে থাকেননি লতিফ। দাবি করেন, গত কয়েকটি সিরিজে যাঁরা ধারাবাহিকতা দেখিয়েছি, ভালো খেলেছেন, তাঁরা গুরুত্ব পাননি। অগ্রাধিকার পেয়েছেন এমন কয়েকজন, যাঁরা কয়েকটি সিরিজের দলে ছিলেনই না! আরও বলেন, 'গত অস্ট্রেলিয়া, জিম্বাবোয়ে, দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজে সাফল্য পাওয়া অনেকে দলে নেই। আবার ফাহিম, ফখর জামান, সাউদ শাকিলের মতো কয়েকজন রয়েছেন, যাঁরা গত তিন সফরে দলে জায়গা পাননি। এঁদের নিয়ে সেরা কম্বিনেশন তৈরির গুরুভার অধিনায়ক মহম্মদ রিজওয়ানের কাঁধে। ১৯৯২-এ ইমরান খান, ২০০৯ সালে ইউনিস খান যেভাবে দলকে দিশা দেখিয়েছেন, মহম্মদ রিজওয়ানকে সেই পথে হাঁটতে হবে।'

প্রাক্তন পেসার তনভীর আহমেদের কথায়, দল নির্বাচনকে প্রহসনে পরিণত করা হয়েছে। আক্রামের মতো ভারতের উদাহরণ টেনে তনভীরও দাবি করেন, উপমহাদেশীয় পিচে স্পিনাররা

দল নির্বাচনে রাজনীতি দেখছেন লতিফ

সুবিধা পাবেন। অথচ, পাক দলে একমাত্র বিশেষজ্ঞ স্পিনার আবরার আহমেদ! উলটো দিকে ভারতীয় দলে রবীন্দ্র জাদেজা, ওয়াশিংটন সুন্দর, কুলদীপ যাদব, অক্ষর প্যাটেলের মতো তারকা স্পিনার রয়েছেন।

এদিকে, পাক ক্রিকেটে নজিরবিহীন ঘটনা। পাক ক্রিকেট দলের অপারেশন ম্যানেজার হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন একজন মহিলা- হিনা মুনাওয়ার। প্রথমবার পাক পুরুষ দলের ম্যানেজারের দায়িত্ব পেলেন একজন মহিলা। পুলিশে চাকরিরত হিনা কড়া মানসিকতার বলে পরিচিত। এহেন হিনার নজরদারিতে থাকতে হবে বাবর আজমদের।

লিগ-শিল্ড নিয়ে ভাবছে না সতর্ক বাগান শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২ ফেব্রুয়ারি : এ লিগের সর্বকালের সর্বোচ্চ গোলদাতা দলে। অথচ তাঁকে ছাপিয়ে দলের সর্বাধিক গোলস্কোরার এক বঙ্গসন্তান, তাও আবার ডিফেন্ডার!

মোহনবাগান সুপার জায়েন্টে এখন সেরা তারকা দলের অধিনায়কই। তবে শুভাশিস বসুকে প্রশ্নটা করলে প্রকৃত নেতার মতো তাঁর মুখে গোটা দলের কথা। পাওলো মালদিনির ভক্ত। সেই কারণেই বোধহয় লড়াই এবং নেতৃত্ব তাঁর ডিএনএ-তে। তাঁকে যখন সর্বাধিক গোলস্কোরার হওয়ার কথা বলা হল একগাল হেসে শুভাশিসের মন্তব্য, 'আমি ৬টা গোল করেছি কিন্তু এতে গোটা দলের অবদান আছে। সেট পিস থেকে গোলগুলি এসেছে। তবে ডিফেন্ডার হিসাবে ক্লিনশিট রাখার লক্ষ্য থাকে। আসল কথা হল, কে গোল করল সেটা বড় কথা নয়। দলের জেতাটা জরুরি।' লিগ-শিল্ড জয়ের যত কাছে এগোচ্ছে দল, ততই সতর্কতা বাড়ছে সবুজ-মেরুন শিবিরে। বিশেষ করে কোচ তো চ্যাম্পিয়নশিপের কথা শুনতেই চাইছেন না। সম্ভবত সেই কারণেই শুভাশিসও বললেন, 'এখনও আমাদের পাঁচটা ম্যাচ বাকি। প্রতিটি ম্যাচই খুব গুরুত্বপূর্ণ। এখন ম্যাচ ধরে ধরে এগোতে হবে। লিগ-শিল্ড এখনও অনেক দূরে।' দলের হেড কোচ হোসে মোলিনারও বক্তব্য প্রায় একই। তিনি

> মাঝমাঠে আপুইয়া অবশ্যই আমার গুরুত্বপূর্ণ ফুটবলার। কিন্তু তার মানে এই নয় যে ওকে ছাড়া আমরা খেলতে পারব না। আমি মনে করি আমার দলে আরও ফুটবলার আছে যারা ওদের জায়গায় সমান দক্ষতার সঙ্গে খেলতে পারে।
>
> **হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনা**

বলেছেন, 'এটা ভুললে চলবে না যে এখনও পাঁচটা ম্যাচে আমাদের লড়াই করতে হবে। পরের ম্যাচে আমরা পাঞ্জাবের বিরুদ্ধে খেলব। ওরা খুবই শক্তিশালী দল। মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের বিপক্ষে আমাদের দল খুবই ভালো খেলেছে ঠিকই কিন্তু তার মানে এই নয় যে পাঞ্জাবকে হালকাভাবে নেওয়া যাবে। এখন ছেলেদের তরতাজা হয়ে উঠে ওই ম্যাচের প্রস্তুতি নিতে হবে।' ম্যাচের সেরা জেসন কামিংস মেনে নিলেন যে তাঁরা শিল্ড জয়ের দিকে এক ধাপ এগোলেন মিনি ডার্বি জিতে। তবে তিনি সতর্ক গলায় বলেছেন, 'হ্যাঁ, অবশ্যই এগোলাম। দ্বিতীয় স্থানে থাকা দলের বিপক্ষে বেশ খানিকটা পার্থক্য তৈরি হল। তবে তাতে আত্মহারা হয়ে গেলে চলবে না। ট্রফি জয় সুনিশ্চিত করতে গেলে আরও পরিশ্রম করতে হবে।'

এদিন গোটা দলই রিকভারি করে। দুইদিন পরই জামশেদপুর এফসি ম্যাচ। ফলে ফুটবলারদের ক্লান্তি কাটানোই এখন প্রধান কাজ। এরইমধ্যে দুঃসংবাদ, টম অ্যালড্রেড ও আপুইয়ার মতো দুই ফুটবলারকে পাচ্ছেন না মোলিনা। এতে মোহনবাগানের সমস্যা বাড়লেও কোচ সেটা স্বীকার করতে নারাজ। তিনি পরিষ্কার বলে দিচ্ছেন, 'মাঝমাঠে আপুইয়া অবশ্যই আমার গুরুত্বপূর্ণ ফুটবলার। কিন্তু তার মানে এই নয় যে ওকে ছাড়া আমরা খেলতে পারব না। আমি মনে করি আমার দলে আরও ফুটবলার আছে যারা ওদের জায়গায় সমান দক্ষতার সঙ্গে খেলতে পারে।'

সাউল এখনও রিহ্যাবে

দলের সঙ্গেই নেই আনোয়ার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২ ফেব্রুয়ারি : মুম্বই সিটি এফসি ম্যাচ যতই ভালো খেলুক, আইএসএল যে ক্রমশ তাদের কাছে অতীত হয়ে যাচ্ছে, এটা বুঝেই এবার সুপার কাপ এবং এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগ নিয়ে ভাবনাচিন্তা শুরু করেছে ইস্টবেঙ্গল। কোচ অস্কার ব্রুজোঁ আগেই জানিয়েছেন, চোট পাওয়া ফুটবলারদের পরিস্থিতি দেখেই পরিবর্ত নেওয়ার বিষয় ঠিক হবে। তবে ৩১ জানুয়ারি পার হয়ে যাওয়ার পর এটা পরিষ্কার, এখন ফ্রি ফুটবলার ছাড়া দলে নতুন বিদেশি আসার আর কোনও সম্ভাবনা নেই। আর সেটা নিলেও দ্রুতই নিতে হবে। অস্কার নিজের কিছু পছন্দের ফুটবলারের তালিকা তৈরি করে ম্যানেজমেন্টকে ইতিমধ্যেই অস্কার দিয়েছেন বলে শোনা যাচ্ছে। যদিও এই বিষয়ে কাজ কতদূর এগিয়েছে এখনও পরিষ্কার নয়। মাদিহ তালালের পরিবর্ত হিসাবে আসা রিচার্ড সেলিস মোটামুটি ভরসা জোগাচ্ছেন। যদিও এখনও গোলমুখ খুলতে তিনি তো বটেই এমনকি দিমিত্রিয়স দিয়ামান্তাকোসও পারেননি। লাল-হলুদ কোচ অবশ্য তাঁর দুই অ্যাটাকারের পাশেই দাঁড়াচ্ছেন। তাছাড়া তিনি আরও বলছেন, 'আমাদের যেসব ফুটবলার চোটের কবলে তাঁরা ফিট হয়ে এলে হয়তো পরবর্তী টুর্নামেন্টগুলোতে দল আরও ভালো খেলবে বলে মনে করি।'

তবে দলের এই ফিটনেস নিয়েও এখন রহস্য। বিশেষ করে সাউল ক্রেসপো এবং আনোয়ার আলিকে নিয়ে রীতিমতো ধোঁয়াশা। প্রথমজন চোট পাওয়ার পর দেশে গেলেন চিকিৎসার জন্য। তখন কোচ জানান, সপ্তাহ দুয়েক আরও লাগবে সাউলের মাঠে ফিরতে। মজার কথা হল, তারপর গোটা জানুয়ারি মাস কেটে গেলেও এই স্প্যানিশ মিডিয়ো ফিট হননি। তিনি এবং মহম্মদ রাকিপ সবে গত সপ্তাহের শেষে রি-হ্যাব শুরু করেছেন। আরও অপেশাদার আনোয়ার। তিনি বাড়ি গিয়ে বসে আছেন। সামাজিক মাধ্যমে ছবি পোস্ট করেন কিন্তু দলের সঙ্গে রিহ্যাবে নামেন না। কবে আসবেন, তারও খবর নেই ম্যানেজমেন্টের কাছে। ফলে ইস্টবেঙ্গলের ফুটবলারদের এই গয়ংগচ্ছ মনোভাবও ভোগাচ্ছে গোটা দলকে।

ওয়াংখেড়েতে অভিষেক সুনামি

ভারত-২৪৭/৯
ইংল্যান্ড-৯৭ (১০.৩ ওভারে)

মুম্বই, ২ ফেব্রুয়ারি : ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামের ৫০ বছর পূর্তি।

স্মরণীয় মুহূর্তকে কেন্দ্র করে কয়েকদিন আগে ক্রিকেট-মৌতাতে মেতেছিল মুম্বই। রঙিন রাতের সাক্ষী ছিল ক্রিকেটমহল। ভারত-ইংল্যান্ড টি২০ দ্বৈরথ ঘিরে আবারও উৎসবের মেজাজ। দর্শকের তালিকায় মুকেশ আম্বানি। পাশে খোশমেজাজে প্রাক্তন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনক। সপরিবারে 'মিস্টার পারফেকশনিস্ট' আমির খানও। উৎসবের আমেজ বাড়িয়ে ভিড়ে পা মেলালেন অমিতাভ বচ্চনও। পাশে ভারতীয় দলের ব্লু জার্সিতে পুত্র অভিষেক।

ওয়াংখেড়ের রবিবাসরীয় রাতও অভিষেকের নামে। তবে বচ্চন নয়, অভিষেক শর্মা। অমৃতসরের এক বছর চব্বিশের তরুণ। তারকাখচিত রাতে আসল তারা। যার ব্যাট থেকে বেরিয়ে আসা বিগহিটের ঢেউয়ে ভেসে গেলেন জোফ্রা আর্চার, মার্ক উড, জিমি ওভারটন, লিয়াম লিভিংস্টোন, আদিল রশিদরা। হারিয়ে গেল ইংল্যান্ড। অভিষেকের ৫৪ বলে মহাকাব্যিক ১৩৫, ভারতের ২৪৭/৯-এর জবাবে থ্রি লায়ন্স শেষ ৯৭-তেই। ১৫০ রানের বিশাল জয়ে ৪-১ ব্যবধানে সিরিজ দখল।

গোটা ম্যাচজুড়ে অভিষেক। কখনও সবুজ গালিচা চিরে ছুটতে থাকা শট তো কখনও পেশি শক্তির আস্ফালনে বল সোজা টপ টাওয়ারে! ওয়ান হ্যান্ডেড শটও পৌঁছে গেল গ্যালারিতে। রোহিত শর্মা, ডেভিড মিলারের (দুইজনেই ৩৫ বলে) পর তৃতীয় দ্রুততম শতরান করে মুষ্টিবদ্ধ হাতে আগ্রাসী সেলিব্রেশন। যে মুঠিতে ধরা পড়ল গোটা ওয়াংখেড়ে, জস বাটলার ব্রিগেড।

অফের বল অফে, লেগের বলে লেগে। প্রতিটি প্রান্তেই শটের ফুলঝুরি। বেশিরভাগই হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে গ্যালারিতে। যার স্বাদ তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করলেন আম্বানি-আমির-বিগ বি-রা। রূপকথার ব্যাটিং, স্বপ্নের আগ্রাসন। ভারতীয় ক্রিকেটের 'দিল' মুম্বইয়ে নিজেকে অন্য উচ্চতায় পৌঁছে নায়ক যুবরাজের মন্ত্রশিষ্য।

ম্যাচের প্রথম বলেই ছক্কা হাঁকিয়ে রিংটোন সেট করে দেন সঞ্জু স্যামসন। মনে হচ্ছিল, দিনটা তাঁর হতে চলেছে। কিন্তু পুল শটের লোভ সংবরণ করতে না পেরে সিরিজে পঞ্চমবার ভুলের পুনরাবৃত্তি সঞ্জুর (১৭)। আইপিএলের সুবাদে ওয়াংখেড়ে জনতার প্রিয়পাত্র তিলক ভার্মা টেম্পো বজায় রেখে ব্যাট ঘোরাচ্ছিলেন। যদিও সঞ্জুর মতোই কাজ অসম্পূর্ণ রেখে ফিরলেন তিলক (২৪)। ভারত অধিনায়ক হিসেবে প্রথমবার ওয়াংখেড়েতে খেলতে নামা সূর্যকুমার যাদব ব্যর্থতার কানা গলিতেই।

সূর্যের ঘরের মাঠ। প্রতিটি ঘাসকে হাতের তালুর মতো চেনেন। গ্যালারিতে স্ত্রী-পরিবারের উপস্থিতি, দর্শকদের সমর্থন। যদিও প্রিয় মাঠে প্রিয় শট (ফাইন লেগের ওপর দিয়ে) খেলতে গিয়ে আউট সূর্য (২)।

অভিষেক-ঝড়ে কোনও কিছুতেই ব্রেক লাগেনি। পাওয়ার প্লে-তে ৯৫/১, যা ভারতের সর্বাধিক। আগের সেরা বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ৮২। ৩৯ বলে দলীয় শতরান-সেটাও রেকর্ড। সারাক্ষণই রেকর্ড বইয়ের পাতা ওলটাতে হল। অভিষেকের নামের পাশে একঝাঁক নজির। তৃতীয় দ্রুততম শতরান। প্রিয় বন্ধু শুভমান গিলকে (১২৬, নিউজিল্যান্ড, ২০২৩) পিছনে ফেলে ভারতীয়দের সর্বাধিক ইনিংসের (১৩৫) নজির। ইনিংসে সর্বাধিক ১৩ ছক্কায় গুঁড়িয়ে দিলেন রোহিতের রেকর্ডও (১০টি)

বিশ্বের এক নম্বর টি২০ বোলার রশিদও বুঝতে পারছিলেন না কোথায় বল ফেলবেন। চাপে পড়ে একের পর এক ওয়াইড দিলেন। অভিষেক-ঝড়ের মুখে পড়ে কীই বা করার থাকে? সোজা বল রাখলেই উড়ে যাচ্ছিল। শেষপর্যন্ত রশিদের বলেই থামল অভিষেক-সুনামি।

আর্চারের হাতে শট যখন জমা পড়ে অভিষেকের নামের পাশে ৫৪ বলে ১৩৫। ১৩টি ছক্কা ও ৭টি চার। পরিসংখ্যান ছাপিয়ে প্রতিপক্ষ বোলারদের ওপর বুলডোজার চালানো। হতাশা ঝেড়ে আউট হয়ে ফেরা অভিষেকের দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন বাটলার, উডরাও।

মাঠ থেকে সাজঘরে ফিরতে অনেকটা সময় লাগল। দর্শকদের করতালি, সতীর্থদের পিঠ চাপড়ানি, বুকে জড়িয়ে ধরা। সাজঘরে ঢুকেই সবার আগে প্রিয় ব্যাটটাকে মোড়কে জড়িয়ে ফেললেন। তুলে রাখলেন পরবর্তী বিস্ফোরণের জন্য।

তিনশোর সম্ভাবনা উঁকি মারলেও শেষপর্যন্ত ভারত ২৪৭/৯। শিবম দুবে (১৩ বলে ৩০) ছাড়া কাউকে পাওয়া যায়নি অভিষেকের তৈরি মঞ্চে ঠিকঠাক তাল ঠুকতে। হার্দিক পান্ডিয়া (৯), রিঙ্কু সিংরা (৯) ফিনিশ করতে ব্যর্থ। তবে ২৪৭ রানেই চাপা পড়ে যায় ইংল্যান্ড (৯৭)। ফিল সল্টের (২৩ বলে ৫৫) বিস্ফোরক শুরুটুকু সরিয়ে রাখলে অসহায় আত্মসমর্পণ। ১৫০ রানের বিশাল ব্যবধানে ইংল্যান্ড-বধে সিরিজে স্বপ্নের সমাপ্তি ভারতের।

অভিষেকের ব্যাটিং বিস্ফোরণই আসলে দুমড়ে দিয়েছিল থ্রি লায়ন্সকে। রান তাড়া করতে নেমে যে ঘোর থেকে বেরোতে পারেননি বাটলাররা। ফিল সল্টের হাফ সেঞ্চুরির পাশে দ্বিতীয় সর্বাধিক জেকব বেথেলের ১০। বাকিরা দুই অঙ্কের স্কোরে পৌঁছোতে ব্যর্থ।

অথচ, মহম্মদ সামির প্রথম তিন বলে ১৪ রান নিয়ে অবিশ্বাস্য কিছুর প্রয়াস ছিল সল্টের মধ্যে। কিন্তু বরুণ চক্রবর্তী (২৫/২), সামি (২৫/৩), দুবেদের (১১/২) মিলিত প্রয়াস, দুরন্ত ক্যাচিংয়ের সামনে সেই লড়াই টেকেনি। গোল্ডেন বয় অভিষেকের ঝোলাতেও দুই উইকেট! সেঞ্চুরি এবং উইকেট-এখানেও প্রথম ভারতীয় অভিষেক।

৩৭ বলে শতরান করে অভিষেক শর্মা। টি২০ আন্তর্জাতিকে এটি তাঁর দ্বিতীয় তিন অঙ্কের রান।

টি২০ আন্তর্জাতিকে দ্রুততম শতরান (ভারতীয়দের মধ্যে)

ব্যাটার	বল	প্রতিপক্ষ	সাল
রোহিত শর্মা	৩৫	শ্রীলঙ্কা	২০১৭
অভিষেক শর্মা	৩৭	ইংল্যান্ড	২০২৫
সঞ্জু স্যামসন	৪০	বাংলাদেশ	২০২৪
তিলক ভার্মা	৪১	দক্ষিণ আফ্রিকা	২০২৪
সূর্যকুমার যাদব	৪৫	শ্রীলঙ্কা	২০২৩

পাওয়ার প্লে-তে ভারতের সর্বাধিক রান (টি২০ আন্তর্জাতিকে)

স্কোর	প্রতিপক্ষ	স্থান	সাল
৯৫/১	ইংল্যান্ড	ওয়াংখেড়ে	২০২৫
৮২/২	স্কটল্যান্ড	দুবাই	২০২১
৮২/১	বাংলাদেশ	হায়দরাবাদ	২০২৪
৭৮/২	দক্ষিণ আফ্রিকা	জোহানেসবার্গ	২০১৮

টি২০ আন্তর্জাতিকে দ্রুততম অর্ধশতরান (ভারতীয়)

বল	ব্যাটার	প্রতিপক্ষ
১২	যুবরাজ সিং	ইংল্যান্ড
১৭	অভিষেক শর্মা	ইংল্যান্ড
১৮	লোকেশ রাহুল	স্কটল্যান্ড
১৮	সূর্যকুমার যাদব	দক্ষিণ আফ্রিকা

৩ উইকেট নিয়ে ভারতের জয়ে অবদান রাখলেন মহম্মদ সামিও। মুম্বইয়ে রবিবার।

ছেলে অভিষেককে নিয়ে ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে অমিতাভ বচ্চন। রবিবার।

টি২০ আন্তর্জাতিকে সর্বাধিক স্কোর (ভারতীয়)

রান	ব্যাটার	প্রতিপক্ষ	স্থান	সাল
১৩৫	অভিষেক শর্মা	ইংল্যান্ড	ওয়াংখেড়ে	২০২৫
১২৬*	শুভমান গিল	নিউজিল্যান্ড	আহমেদাবাদ	২০২৩
১২৩*	রুতুরাজ গায়কোয়াড়	অস্ট্রেলিয়া	গুয়াহাটি	২০২৩
১২২*	বিরাট কোহলি	আফগানিস্তান	দুবাই	২০২২
১২১*	রোহিত শর্মা	আফগানিস্তান	বেঙ্গালুরু	২০২৪

টি২০ আন্তর্জাতিকে সর্বাধিক ছয় (ভারতীয়)

ছক্কা	ব্যাটার	প্রতিপক্ষ	স্থান	সাল
১৩	অভিষেক শর্মা	ইংল্যান্ড	ওয়াংখেড়ে	২০২৫
১০	রোহিত শর্মা	শ্রীলঙ্কা	ইনদোর	২০১৭
১০	সঞ্জু স্যামসন	দক্ষিণ আফ্রিকা	ডারবান	২০২৪
১০	তিলক ভার্মা	দক্ষিণ আফ্রিকা	জোহানেসবার্গ	২০২৪

যুবি পাজি আজ খুশি হবেন : অভিষেক

মুম্বই, ২ ফেব্রুয়ারি : সুযোগের সদ্ব্যবহার।

ভালো শুরুর পর স্বপ্নের ইনিংস। সুযোগ হাতছাড়ার বদভ্যাস ঝেড়ে ৫৪ বলে ১৩৫ রানের রূপকথার ব্যাটিং। ম্যাচের সেরা পুরস্কার নিতে এসে অভিষেক শর্মার মুখে 'মেন্টর' যুবরাজ সিংয়ের কথা। বিশ্বাস, আজকের ইনিংসটা দেখে খুশি হবেন যুবি পাজি।

সেরার পুরস্কার হাতে অভিষেক বলেছেন, 'সহজে যেন উইকেট না দিই। ক্রিজে জমে গেলে ইনিংস যেন ১৫-২০ ওভার পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাই। সবসময় একথা বলেন। আজ নিশ্চয় খুশি যুবি পাজি।'

প্রথম বল থেকেই লক্ষ্য স্থির। জোফ্রা আর্চার, মার্ক উডদের ১৪০-১৪৫ কিলোমিটার গোলাগুলির জবাব দিচ্ছিলেন একেবারে মাঝব্যাট দিয়ে। একঝাক রেকর্ড ভাঙা ইনিংসের উচ্ছ্বাস নিয়ে অভিষেক বলেছেন, 'স্পেশাল ইনিংস। আরও ভালো লাগছে দেশের হয়ে ইনিংসটা খেলতে পেরে। মন বলছিল দিনটা আমার। প্রথম বল থেকেই সেই প্রয়াস ছিল।' শুরু থেকেই ব্যাট ঘোরানোর স্বাধীনতা দেওয়ার জন্য কৃতজ্ঞ গৌতম গম্ভীর, সূর্যকুমার যাদবের কাছেও। অভিষেক বলেছেন, 'প্রথম দিন থেকে কোচ, অধিনায়কও সহজাত ব্যাটিংয়ে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছে। আমাকে যা ভীষণভাবে সাহায্য করেছে।'

সেরা ইনিংস বলছেন বাটলার

শটের ফুলঝুরি। ম্যাচের হাইলাইটস ভেবে ভুল হতে পারে। বিপজ্জনক আর্চারকে মারা কভারের ওপর দিয়ে ছক্কায় তৃপ্তির কথা অভিষেকের গলায়। তবে বেশি পছন্দ আদিল রশিদকে মারা ছক্কা। একইসঙ্গে ঝরে পড়ল যুবি পাজির পরামর্শমাফিক সবুজ গালিচা চিরে ছুটে যাওয়া গ্রাউন্ডশট মারার খুশিও। অভিষেকের যে ইনিংসকে নিজের দেখা অন্যতম সেরা আখ্যা দিলেন স্বয়ং জস বাটলারও।

লা লিগায় এক গোলে জয় বার্সেলোনার

দৌড় থামল রিয়ালের

এস্প্যানিয়লের ডিফেন্ডারের ট্যাকলে পড়ে গেলেন কিলিয়ান এমবাপে।

বার্সেলোনা, ২ ফেব্রুয়ারি : লা লিগায় জয়ের দৌড় থামল রিয়াল মাদ্রিদের। এস্প্যানিয়লের কাছে ১-০ গোলে হার। হারের পর লিগ শীর্ষে রইল ঠিকই, তবে স্বস্তি কমল রিয়াল শিবিরে। শনিবার মায়োরকাকে ২-০ গোলে হারানোর সুবাদে এমনিতেই কার্লো আন্সেলোত্তির দলের ঘাড়ের ওপর নিঃশ্বাস ফেলছিল অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ। রিয়াল মাদ্রিদ হেরে যাওয়ায় দুই দলের মধ্যে পয়েন্টের ব্যবধান আরও কমে ১-এ দাঁড়াল। ২২ ম্যাচে ৪৯ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে রিয়াল। সমসংখ্যক ম্যাচে অ্যাটলেটিকোর ঝুলিতে ৪৮ পয়েন্ট। দ্বিতীয় স্থানে রইল দিয়েগো সিমিওনের দল।

এদিন ম্যাচের শুরু থেকেই দাপট দেখায় রিয়াল। ম্যাচের শেষ তিরিশ মিনিট এস্প্যানিওলের অর্ধেই খেললেন ভিনিসিয়াস জুনিয়ার, জুডে বেলিংহাম, কিলিয়ান এমবাপেরা। একাধিক সুযোগও তৈরি হল। কিন্তু গোল হল কই। উলটে ম্যাচ শেষ হওয়ার মিনিট পাঁচেক আগে গতির বিপরীতে গিয়ে গোল করে তিন পয়েন্ট ছিনিয়ে নিল এস্প্যানিওল। ম্যাচের ভাগ্য গড়ে দিল কার্লোস রোমেরোর গোল।

এদিকে, ম্যাচ হেরে রেফারিংকে কাঠগড়ায় তুললেন রিয়াল কোচ। অভিযোগ, গোল করার আগে এমবাপেকে লাল কার্ড দেখার মতো ফাউল করেও বেঁচে গিয়েছেন রোমেরো। আন্সেলোত্তি বলেছেন, 'রেফারির সিদ্ধান্ত নিয়ে ব্যাখ্যার কিছু নেই। সবাই দেখেছে কী হয়েছে। খেলোয়াড়ের সুরক্ষা নিশ্চিত করা সবচেয়ে বড় ব্যাপার। সেখানে পরিষ্কার ফাউল হল। খুবই কুৎসিত। সৌভাগ্যবশত খারাপ কিছু ঘটেনি। এই ঘটনায় লাল কার্ড না দেখানোটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক।' আগামী শনিবার মাদ্রিদ ডার্বি। তার আগে দুই দলের অবস্থান ম্যাচটার উত্তেজনা আরও কয়েকগুণ বাড়িয়ে দিল।

রবিবার লা লিগার অন্য ম্যাচে আলাভেসকে ১-০ গোলে হারাল বার্সেলোনা। গোটা ম্যাচ দাপটের সঙ্গে খেলেই তিন পয়েন্ট ঝুলিতে পুরল কাতালান জায়েন্টরা। ম্যাচের ৬১ মিনিটে জয়সূচক গোলটি করেন রবার্ট লেওয়ানডস্কি।

সিটিকে ৫ গোল দিল আর্তেতার আর্সেনাল

ম্যাঞ্চেস্টার, ২ ফেব্রুয়ারি : শেষ ম্যাচে জ্বলে উঠে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের পরবর্তী রাউন্ডে জায়গা করে নিয়েছে ম্যাঞ্চেস্টার সিটি। সেই স্বস্তি নিয়ে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে নেমে চূড়ান্ত লজ্জার মুখে পড়ল সিটি। অ্যাওয়ে ম্যাচে ৫-১ গোলে তাদের হারিয়ে দিল মিকেল আর্তেতার আর্সেনাল। ২ মিনিটে মার্টিন ওডেগার্ডের গোলে আর্সেনাল এগিয়ে যায়। বিরতির পর আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ড সেই গোল শোধ করে দিয়েছিলেন। যদিও এর এক মিনিটের মধ্যেই ফের টমাস পার্তের গোলে গানাররা ফের এগিয়ে যায়। তারপর মাইলস লুইস-স্কেলি, কাই হাভার্জ ও এথান ওয়ানেরি গোল করে সিটিজেনদের

ফের হার লাল ম্যাঞ্চেস্টারের

লজ্জায় ফেলে দেন। এই জয়ে লিগ টেবিলের প্রথম স্থানে থাকা লিভারপুলের সঙ্গে তাদের পয়েন্টের ব্যবধান ছয়ে নামিয়ে আনল আর্সেনাল।

ইউরোপা লিগে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের সঙ্গে এই দলটাকে কোনওভাবেই যেন মেলানো যাচ্ছে না। ক্রিস্টাল প্যালেসের কাছে হারে ফের পয়েন্ট টেবিলে নামল লাল ম্যাঞ্চেস্টার। রুবেন অ্যামোরিমের দলের সবচেয়ে বড় সমস্যা ধারাবাহিকতার অভাব। রবিবার ঘরের মাঠে ক্রিস্টাল প্যালেসের কাছে তারা হারল ২-০ গোলে। গোটা ম্যাচে বদল দখলের লড়াইয়ে এগিয়ে ছিল ইউনাইটেডই। প্রথমার্ধে লড়াকু ফুটবল উপহার দিলেও গোলমুখ খুলতে ব্যর্থ কোবি মাইনু, আলেহান্দ্রো গারনাচোরা। দ্বিতীয়ার্ধে তারই খেসারত দিতে হল। ৬৪ ও ৮৯ মিনিটে ক্রিস্টাল প্যালেসের জোড়া গোলই করেন জিন ফিলিপে-মাতেতা। এই হারের ফলে ২৪ ম্যাচে ২৯ পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবিলে ১৩ নম্বরে নেমে গেল অ্যামোরিমের দল।

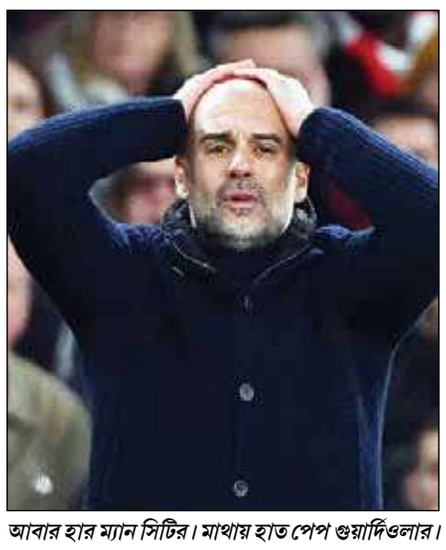

আবার হার ম্যান সিটির। মাথায় হাত পেপ গুয়ার্দিওলার।

বিশ্বসেরা হওয়ার পর গুকেশের প্রথম হার

আমস্টারডাম, ২ ফেব্রুয়ারি : টাটা স্টিল চেস প্রতিযোগিতার শেষ রাউন্ডে হারলেন বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ডোম্মারাজু গুকেশ। বিশ্বসেরা হওয়ার পর এটাই তাঁর প্রথম পরাজয়। শেষ রাউন্ডের খেলায় স্বদেশীয় অর্জুন এরিগাইসির বিরুদ্ধে দারুণ সূচনা করেও ছন্দ ধরে রাখতে ব্যর্থ ভারতের এই তারকা গ্র্যান্ডমাস্টার। এই পরাজয়ের সুবাদে গুকেশ ৯ পয়েন্ট নিয়ে প্রতিযোগিতা শেষ করেন। একইভাবে শেষ রাউন্ডে হেরে রমেশবাবু প্রজ্ঞানানন্দও ১৩ রাউন্ডের প্রতিযোগিতা শেষ করেন ৯ পয়েন্টে। গুকেশ আগেই হেরে যাওয়ায় ভিনসেন্ট কেইমারের বিরুদ্ধে প্রজ্ঞা ড্র করলেই চ্যাম্পিয়ন হয়ে যেতেন। ড্র করার মতো পরিস্থিতি তৈরি করেও তিনি হেরে যান। এরপর খেতাব নির্ধারণে গুকেশ ও প্রজ্ঞা ব্লিৎজ ফরম্যাটে টাইব্রেক রাউন্ডে মুখোমুখি হন। গুকেশ প্রথম গেমটি জিতলেও পরেরটিতে জিতে ১-১ করে দেন প্রজ্ঞানানন্দ। তারপর সাডেন ডেথে জিতে প্রজ্ঞা টাটা স্টিল মাস্টার্সে কবজা জমান।

চ্যাম্পিয়ন প্রজ্ঞানানন্দ

চ্যাম্পিয়ন আরপিএফ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২ ফেব্রুয়ারি : এনএফ রেলওয়ে এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের এনজেপি শাখার আশিস দে ট্রফি ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হল আরপিএফ দল। ফাইনালে তারা ৪১ রানে ইলেকট্রিকাল বিভাগকে হারিয়েছে। প্রথমে আরপিএফ ২০ ওভারে ১১৪ রানে অল আউট হয়। জবাবে ইলেকট্রিকাল ৭৩ রানে গুটিয়ে যায়।

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ১ কোটির বিজয়ী হলেন আলিপুরদুয়ার-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, আলিপুরদুয়ার - এর একজন বাসিন্দা জগি খারিয়া - কে 24.10.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 39D 77239 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "আমি একজন মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান এবং জীবনকে সুষ্ঠভাবে পরিচালনা করার জন্য সর্বদাই লড়াই করতে হয়েছে। নিয়মিত এবং শান্তিপূর্ণ জীবনযাপনের জন্য অর্থের প্রয়োজন। এখন আমি আমার পরিবারের ভাগ্যকে পরিবর্তন করার জন্য একটি দুর্দান্ত সুযোগ পেয়েছি। আমি আমার সমস্ত আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই ডিয়ার লটারিকে।"
* বিজয়ীর কথা সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

ফাইনালে চূর্ণ অগ্রগামী সংঘ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২ ফেব্রুয়ারি : অগ্রগামী সংঘের বিজয় ভৌমিক, তাপস চক্রবর্তী ও সন্ধ্যা পাল ট্রফি অনূর্ধ্ব-১৫ ক্রিকেটে রানার্স হল আয়োজকরা। রবিবার বসুন্ধরার মাঠে ফাইনালে তারা ৩৫১ রানে চূর্ণ হয়েছে অনূর্ধ্ব-১৪ সিএবি একাদশের বিরুদ্ধে। টসে জিতে সিএবি একাদশ ৪০ ওভারে ৮ উইকেটে ৩৯১ রান করে। রাহিল ঘোরাই ৮২ ও শুভমকুমার প্রসাদ ৭৩ রান রেখে এসেছে। নৈতিক শর্মা অপরাজিত থাকে ৫৫ রানে। সাহিল রাজা ৮৮ রানে ৩ উইকেট নিয়েছে। সায়ন সাহা ৪৯ রানে নেয় ২ উইকেট। জবাবে অগ্রগামী ২৬.১ ওভারে ৫০ রানে গুটিয়ে যায়। তাদের সবাধিক ১১ রান রাজদীপ সরকারের। ত্রিপর্ণ সামন্ত, তিয়াস দাস ও প্রণব দাস- তিনজনেই ৩ রানে পেয়েছে ২ উইকেট। পুরস্কার তুলে দেন বিধায়ক শংকর ঘোষ, রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী অশোক ভট্টাচার্য, ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার, বসুন্ধরার কর্ণধার সুজিত রাহা, ট্রফি ডোনার মুনমুন ভৌমিক প্রমুখ।

বসুন্ধরার মাঠের প্রশংসায় আয়োজকরা

রানার্স ট্রফি নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হল অগ্রগামী সংঘ কোচিং সেন্টারকে।

বসুন্ধরার মাঠের প্রশংসায় অগ্রগামীর সভাপতি পরিতোষ ভৌমিক ও সচিব পার্থসারথী দাস বলেছেন, 'ব্যবসায়িক শহরেও সুজিত রাহা ব্যবসায়ী ভাবনার বাইরে বেরিয়ে পরিবেশরক্ষার লড়াইয়ের ফল এই মাঠ। এই জন্যই জয়ন্ত ভৌমিকের তদারকিতে এখানে টার্ফ উইকেট তৈরি সম্ভব হয়েছে। যা উত্তরবঙ্গে এখন প্রায় পাওয়াই যায় না। তার ফলেই এই টুর্নামেন্ট আয়োজন সফল হয়েছে।'

কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে চলছে নর্থবেঙ্গল কাউন্সিল ফর দ্য ডিজেবলডের বার্ষিক ক্রীড়া- মুসকান। প্রতিযোগিতার ৩৬তম বর্ষে ছেলেদের বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হল জলপাইগুড়ি ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন। মেয়েদের বিভাগে খেতাব জিতেছে হাওড়া সাউথ পয়েন্ট। ছবি : সূত্রধর